প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 9 January 2025, 8th Year, Issue 408, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি ২০২৫, ২৫ পৌষ ১৪৩১, ৮ রজব ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৮, পৃষ্ঠা: ৪০

আমি ট্রাম্পকে পরাজিত করতে পারতাম পৃষ্ঠা ২৬

ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন পৃষ্ঠা ২৮

খালেদা জিয়ার ফেরা নিয়ে নানা শঙ্কা

চিকিৎসার জন্য বিদেশে

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বেগম জিয়া সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে দলের হাল ধরবেন। আগামী নির্বাচনে তিনিই হবেন দলের প্রধান মুখ।

বিশেষ প্রতিনিধি

বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পৌঁছেছেন। সেখানে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাসপাতাল লন্ডন ক্লিনিকে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা নেবেন। এরপর প্রয়োজন হলে খালেদা জিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স হাসপাতালে নেওয়া হবে।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে দেশে ফেরার পর দলের হাল ধরবেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনিই হবেন দলের প্রধান মুখ। এখানেই আরেকটি শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলেছেন, চিকিৎসা শেষে বেগম খালেদা জিয়াকে কী আদৌ দেশে ফিরতে দেওয়া হবে? তাঁদের আশঙ্কার কারণ, ২০০৭ সালে ফখরুদ্দিন-মঈন উদ্দিন সরকারের আমলে মাইনাস টু পরিকল্পনা। ওই সময় বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে খালেদা জিয়াকে বরণ করেন তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমান, স্ত্রী জোবাইদা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

সাড়ে সাত বছর পর মা-ছেলের দেখা

ঢাকা ডেস্ক

সাত বছরের অপেক্ষা। এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বৃটেনের হিথ্রো বিমানবন্দরে তখন তারার দ্যুতি। ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের আপোষহীন নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নামলেন এই বিমানবন্দরে। ভিআইপি প্রটোকল দেয়া হলো সেখানে। তাকে বরণ করলেন ছেলে তারেক রহমান, পুত্রবধূ জোবাইদা রহমান। মাকে জড়িয়ে ছেলের আবেগমাখা এক মুহূর্ত। পুত্রবধূর সঙ্গে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় খালেদা জিয়ার। গাড়ি চালিয়ে ছেলে হাসপাতালে নিয়ে যান মাকে। একটি পরিবারের হৃদয়স্পর্শী ছবি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সাত বছর আগে চিকিৎসার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। এরপর দেশে এসে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। জেল জীবন, বাসায় অনেকটা বন্দিদশা। জটিল অসুস্থতা নিয়ে বারবার হাসপাতালে যাওয়া। ফ্যাসিবাদী সরকারের নানামুখী চাপ। ছেলে তারেক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ইআইবি ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিকোলাকে ড. ইউনূস

জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় নির্বাচনেরও প্রস্তুতি

ঢাকা অফিস

ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচন করারও প্রস্তুতি নিচ্ছে, যাতে 'স্থানীয় সরকার সত্যিকার অর্থে স্থানীয় ও কার্যকর সরকার হয়'।

বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নির্বাচিত সরকার ছাড়া সংস্কারকে বৈধতা দিতে পারব না: মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

নির্বাচিত সরকার ছাড়া সংস্কারকে বৈধতা দিতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'সংস্কার অবশ্যই লাগবে। কিন্তু সেই সংস্কারের জন্য পেছনে যে শক্তিটা লাগবে, সেটা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বীরদর্পে ট্রাম্পের ফিরে আসা

নতুন যুগের সূচনার অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চার বছর আগে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি, সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখেছিল কীভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা মার্কিন ক্যাপিটলে হামলা চালিয়েছিল। যা নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেওয়ার একটি চেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সেই দিনটি আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সেই একই ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসছেন। তার এই ফিরে আসা আমেরিকার রাজনীতিতে একটি বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যা শুধু দেশীয় নয় বরং বৈশ্বিক

শেখ রেহানার ছেলে-মেয়ে 'মিথ্যা প্রোপাগান্ডা' ছড়ানো থিংকট্যাঙ্কের সাথে জড়িত

দ্য টাইমসের প্রতিবেদন

ডেস্ক রিপোর্ট

রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো থিংকট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত শেখ রেহানার ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক। এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টাইমস এ তথ্য তথ্য জানায়।প্রতিবেদনে বলা হয়, তাদের ছড়ানো প্রপাগাণ্ডার বেশিরভাগই নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী

শেখ রেহানা

দল- বিএনপির বিরুদ্ধে। গেলো বছর, ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটাও

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

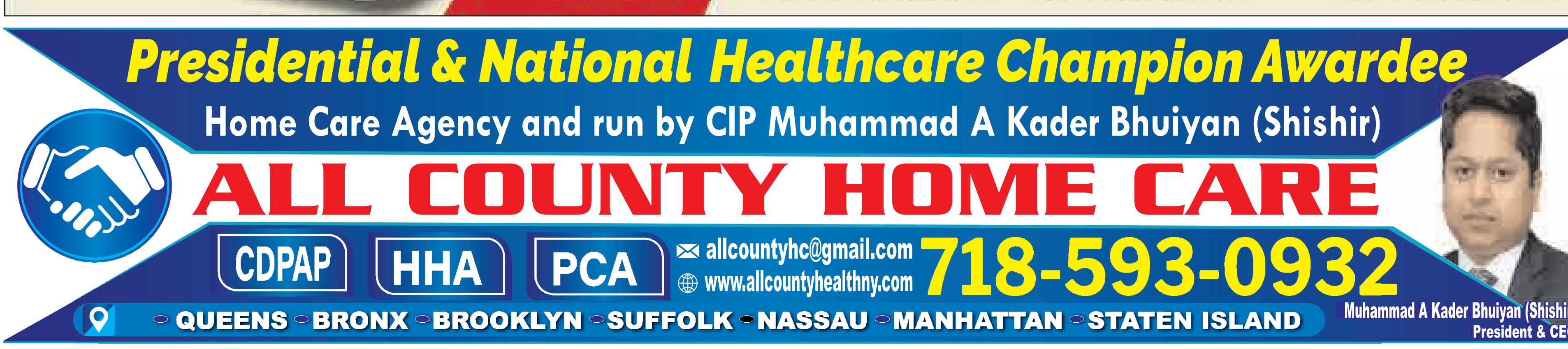

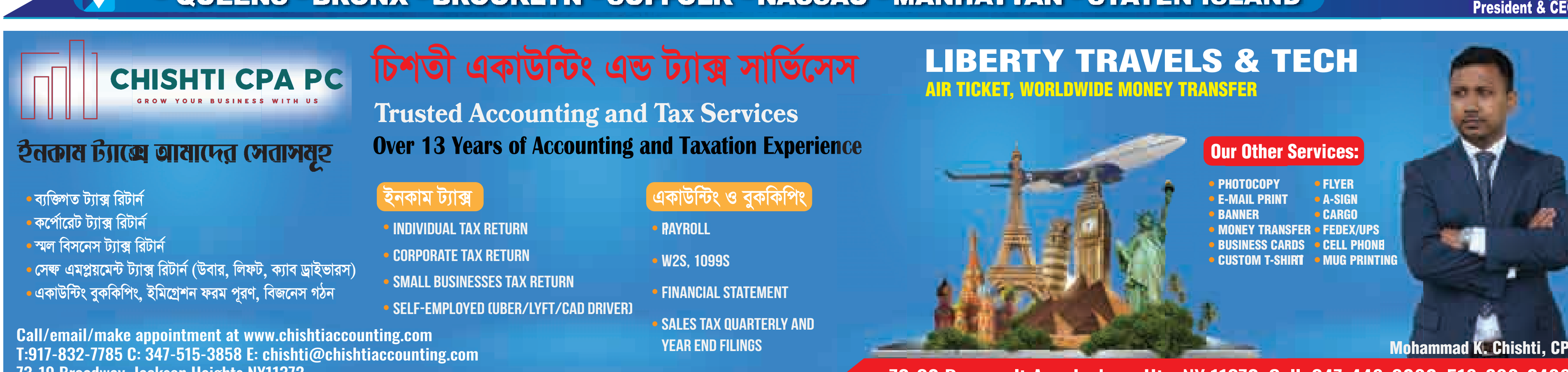

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

যুক্তরাষ্ট্রে ‘সিগনেচার কালেকশন’র প্রথম শাখা উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে দেশের খ্যাতনামা ফ্যাশন হাউস "সিগনেচার কালেকশন" যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রথম শাখা খুলেছে I এটি বাংলাদেশের বাইরে তাদের প্রথম আউটলেট I

রোববার (৫ জানুয়ারি) একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 90-03, Merrick Blvd, জ্যামাইকাতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে আউটলেটটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ফারজানা ইসলাম রুমকি কেক কেটে আউটলেটটির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী দিনে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক মনোরমভাবে সজ্জিত এই শাখায় ভিড় জমান এবং আকর্ষণীয় ছাড়ের সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের দেশী-বিদেশী পোশাক ক্রয় করেন। যার মধ্যে ছিল

সালোয়ার-কামিজ এবং শাড়ি। এই ছাড় আরও ছয় দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন “সিগনেচার কালেকশন” সিইও রুমকি।

২০১৭ সালে বাংলাদেশে "সিগনেচার কালেকশন" আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের যাত্রা শুরুর পর দেশে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আউটলেট খুলেছে। এর চারটি ঢাকায় এবং একটি চট্টগ্রামে অবস্থিত।

সিগনেচার কালেকশনের সিইও রুমকি বলেন, বিদেশের মাটিতে প্রথম আউটলেট খুলতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাদের বাংলাদেশি পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই শাখা খুলেছি।

রুমকি জানান, এর আগে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে তাদের পণ্য নিয়ে মেলার আয়োজন করেন এবং এসব মেলা থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তিনি তাদের এই উদ্যোগকে সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

রুমকি বলেন, বাংলাদেশি অধ্যুষিত মার্কিন শহরগুলির পাশাপাশি অন্যান্য দেশে তাদের আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশে এবং বিদেশে তাদের সাড়ে আট লাখ অনলাইন ফলোয়ার রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card? Are you being deported?
Are you having credit card problems? Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed? Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

হাসিনার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন বীণা সিক্রির

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গুমের অভিযোগে দ্বিতীয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বীণা সিক্রি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) গুমের অভিযোগে দ্বিতীয় যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি। তিনি এসব অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রমাণের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তথ্য-প্রমাণের অভাবের ওপর জোর দিয়েছেন।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করা সাবেক এই হাইকমিশনার আরও উল্লেখ করেছেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিশন এ বিষয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পায়নি।

এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বীণা সিক্রি বলেন, ‘এটি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। এটি গুমের অভিযোগে...যদি আপনি প্রথম গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কথা বলেন, তা ছিল তথাকথিত গণহত্যার অভিযোগে। কিন্তু কোনো প্রমাণ বা তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। যখন ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিশনকে জুলাই-আগস্টে প্রাণ হারানো মানুষের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলা হয়, তারা বলে যে আমাদের কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি...কোনো এফআইআর কি আছে? এফআইআরে কী লেখা আছে? কী প্রমাণ আছে? কিছুই নেই...!’

বীণা সিক্রি আরও বলেন, ‘প্রত্যর্পণের আবেদনের বিষয় একটি দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া। যেসব অপরাধ ঘটেছে, সেসব প্রমাণ আপনাকে দিতে হবে...কিন্তু এসব কিছুই করা হয়নি। এখন, গুমের অভিযোগের ক্ষেত্রে শুধু আপনি যেনতেন উপায়ে কয়েকজনের নাম দিয়ে বলছেন, গুম হয়েছে। র‍্যাব এসব গুমের জন্য দায়ী এবং অভিযুক্ত।’

র‍্যাব গঠনের প্রসঙ্গে টেনে এই কূটনীতিক বলেন, ‘এটি বেগম খালেদা জিয়ার সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ উঠেছে যে তারা মানুষদের নিয়ে যায়, গায়েব করে ফেলে। তারপর থেকে এটি একটি রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন হঠাৎ এটি নিয়ে মামলা তৈরি করা এবং ১২ জনকে অভিযুক্ত করা। আমি মনে করি না যে, এই মামলাগুলো কোনো গুরুত্ব বহন করে।’

এর আগে, গতকাল সোমবার শেখ হাসিনা ও তাঁর সাবেক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের অভিযোগ আনা হয়েছে।

শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াল ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গণঅভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছে মোদি সরকার। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

ভারত সরকার এমন এক সময়ে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াল যখন মোদি সরকারের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ‘কূটনৈতিক নোট’ পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ৫ আগস্ট থেকে ভারতে বাস করছেন ৭৭ বছর বয়সী শেখ হাসিনা। তাঁর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও দিল্লির একটি নিরাপদ স্থানে তিনি আছেন বলে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

গত ২৩ ডিসেম্বর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে একটি কূটনৈতিক নোট পাঠিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেন, ‘ভারতে থাকার সুবিধার্থে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।’ তাঁর ভারতে আশ্রয়ের বিষয়টি মোকাবিলার জন্য ‘সুনির্দিষ্ট আইন নেই’ বলেও জানান তাঁরা।

ওই কর্মকর্তারা আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনার ভিসার মেয়ার বাড়ানোর বিষয়টি ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।’

হিন্দুস্তান টাইমস গত ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে বলেছে, শেখ হাসিনাকে প্রত্যার্পণের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে অনুরোধ করেছে, তাতে ভারত সরকারের সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ এই জাতীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেনি ঢাকা।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণায়ের একটি সূত্র বলেছে, বাংলাদেশের কূটনৈতিক নোটের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে জবাব দিতে কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। আর সে কারণেই হাসিনার ভারতে থাকার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের সকল শাখায় **CDPAP** ছাড়াও **PCA** এবং **HHA** সার্ভিস চালু হচ্ছে।

বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-82409
netlake111@gmail.com

- Weekly Pay
- Direct Deposit
- Health Benefit
- Flexible Schedule

CDPAP SERVICES

HHA/PCA SERVICES

SKILLED **NURSING**

আমরা মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888-228-5803

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

BANGLA CDPAP SERVICES
ALEGRA HOME CARE

সম্পাদকীয়

সম্ভাবনার উচ্ছ্বাস এবং সংশয় একসঙ্গে বিরাজমান

২০ জানুয়ারি, ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করছেন। তার অভিষেক কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সারা বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের আগমনে যেমন আশার আলো দেখছেন অনেকে, তেমনি রয়েছে গভীর সংশয়। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এ অধ্যায় কোন পথে এগোবে—তা এখনো একটি বড় প্রশ্ন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন সফল ব্যবসায়ী এবং আত্মপ্রত্যয়ী নেতা হিসেবে পরিচিত। তার নির্বাচনী প্রচারে বারবার উচ্চারিত হয়েছে "আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলা" (Make America Great Again) স্লোগানটি। ট্রাম্পের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের মধ্যে আশা জাগিয়েছে যে, তিনি মার্কিন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবেন এবং কর্মসংস্থান বাড়াবেন। ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতি মূলত কর হ্রাস, বাণিজ্যিক বাধা কমানো এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে। করপোরেট কর কমানোর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা সহজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। পররাষ্ট্রনীতিতে ট্রাম্প প্রশাসন একটি নতুন রূপ দিতে চায়। তিনি "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতির ওপর জোর দিয়েছেন। এটি একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, তেমনি বৈশ্বিক সম্পর্ক পুনর্গঠনেও নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। চীন ও রাশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের কার্যক্রম সারা বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের আগমনে সম্ভাবনা থাকলেও, সংশয় এবং উদ্বেগও রয়েছে। তার ব্যক্তিগত মন্তব্য, অভিবাসন নীতি, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক চলছে।

ট্রাম্প তার প্রচারণার সময় অভিবাসন নীতি নিয়ে কঠোর অবস্থানের কথা বলেছেন। "মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ" এবং মুসলিম দেশগুলোর অভিবাসীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই নীতিগুলো বৈচিত্র্যময় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি তার প্রেসিডেন্সির একটি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং আলোচিত বিষয়। তিনি অভিবাসন নীতিকে আমেরিকার নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার এই নীতিমালা কিছু ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই এটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই নীতির ভালো-মন্দ দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এর মধ্যে যুক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উদ্বেগজনক দিক।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির সবচেয়ে আলোচিত দিকটি হলো মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের প্রস্তাব। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষাকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে। অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক চোরাচালানের মতো সমস্যা মোকাবিলায় সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে অবৈধ অভিবাসনজনিত সমস্যাগুলোর নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়েছে বলে দাবি করেছেন তার সমর্থকেরা। ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছেন যে, অবৈধ অভিবাসনের কারণে স্থানীয় নাগরিকরা কম মজুরির কাজে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। কঠোর অভিবাসন নীতি এই চাপ কিছুটা লাঘব করতে পারে এবং মার্কিন নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারে।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির অন্যতম বিতর্কিত দিক হলো "জিরো টলারেন্স পলিসি", যার ফলে অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া অভিবাসীদের শিশুদের তাদের পরিবারের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে। এই নীতি আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

> যুক্তরাষ্ট্র বহুকাল ধরে "অভিবাসীদের দেশ" হিসেবে পরিচিত। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগুলো এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কঠোরতা যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময় সমাজ কাঠামোকে দুর্বল করতে পারে। অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র বহুকাল ধরে "অভিবাসীদের দেশ" হিসেবে পরিচিত। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগুলো এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কঠোরতা যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময় সমাজ কাঠামোকে দুর্বল করতে পারে। অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখে। তারা কৃষি, নির্মাণ, এবং সেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ট্রাম্পের নীতির কারণে শ্রমিক সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

ট্রাম্পের কঠোর অবস্থান অভিবাসন ইস্যুতে আমেরিকার সমাজকে বিভক্ত করেছে। একদিকে তার সমর্থকেরা অভিবাসন নীতিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য জরুরি বলে মনে করেন, অন্যদিকে সমালোচকেরা এটিকে বৈষম্যমূলক ও অমানবিক বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত—অভিবাসন নীতির কার্যকারিতা এবং মানবিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। শক্তিশালী সীমান্ত সুরক্ষা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অভিবাসীদের প্রতি মানবিকতা ও তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতেও যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অভিবাসন ব্যবস্থা কেমন হবে, তা নিয়ে নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছে। এটি একদিকে যেমন জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির ওপর জোর দিয়েছে, অন্যদিকে মানবিক সংকট এবং সামাজিক বৈষম্যেরও সৃষ্টি করেছে। এই নীতিগুলোর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ প্রশাসনের কাছে অভিবাসন বিষয়ক অগ্রাধিকারের ওপর। যুক্তরাষ্ট্র কি তার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য ধরে রাখবে, নাকি কঠোর নীতির দিকে এগোবে? এই প্রশ্নের উত্তর সময়ই বলে দেবে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ট্রাম্পের সন্দেহ এবং প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করার হুমকি পরিবেশবিদদের গভীর উদ্বেগের কারণ। পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে তার প্রশাসন যে বিশ্ব নেতৃত্বের ঘাটতি তৈরি করতে পারে, তা আন্তর্জাতিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ট্রাম্পের বক্তৃতা ও টুইট বার্তা অনেক সময় বিভাজন সৃষ্টি করেছে। তার সমর্থক এবং বিরোধীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য সামাজিক ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রে এই ধরনের বিভাজন দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে দুটি মূল চ্যালেঞ্জ রয়েছে: দেশটির ভেতরে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বৈশ্বিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বজায় রাখা। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রশাসনের কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বিশ্ব।

যদিও অনেকেই তার নীতির বিরোধিতা করছেন, তবে বাস্তবতা হলো—যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার হাতবদল সবসময় নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। ট্রাম্প প্রশাসনের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব উভয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করবে। আগামী দিনগুলোতে তার সিদ্ধান্তগুলোই নির্ধারণ করবে, এই নতুন অধ্যায় সম্ভাবনার আলোকিত পথে এগোবে নাকি সংশয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পরিচিত ধারা থেকে একধরনের প্রস্থান। একজন বিতর্কিত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী নেতা হিসেবে তার ক্ষমতা গ্রহণ অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং বিশ্ববাসী এখন তাকিয়ে আছে এই নতুন অধ্যায়ের দিকে, যেখানে সম্ভাবনার উচ্ছ্বাস এবং সংশয় একসঙ্গে বিরাজমান।

জাতীয় কবির গেজেট প্রকাশ, হলো ইতিহাসের দায়মোচন

মো. হাফিজুল মোল্লা

১৯৭২ সালের ২৪ মে জন্মদিনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। মৌখিকভাবে তাঁকে জাতীয় কবি ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে এত বছর ধরে এ নিয়ে ছিল না কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অবশেষে জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেলেন কবি। এর মধ্য দিয়ে হলো ইতিহাসের দায়মোচন।

সম্প্রতি কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে থেকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে জাতীর কবির দালিলিক স্বীকৃতি দেওয়া হলো তাঁকে। পূরণ হলো দীর্ঘদিনের দাবি। রাষ্ট্রের কাঁধে থাকা এক বড় দায়িত্বও পালন করা হলো এতে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ৫ ডিসেম্বর কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন থাকায় সেটি নিষ্পত্তি সাপেক্ষে গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে তখন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে অবশেষে জারি হয়েছে এ-সংক্রান্ত গেজেট।

নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম শিবলী বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, আদালতের বিষয়টি নিষ্পত্তি করেই গেজেট প্রকাশ হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ওই গেজেট প্রকাশ হলেও বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) তা প্রকাশ্যে আসে।

প্রেম ও দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী নজরুল ছেলেবেলায় পরিচিত হয়ে ওঠেন 'দুখু মিয়া' নামে। ১৯৪২ সালে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ বাকশক্তি হারান তিনি।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র) ঢাকায় মারা যান কবি নজরুল। রেওয়াজ অনুযায়ী বাংলা পঞ্জিকার তারিখ মেনে তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে বাংলাদেশ।

গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, জন্মদিনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে কবি নজরুলের সঙ্গে এসেছিলেন বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী ও তাঁর স্ত্রী উমা কাজী, ছোট ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণী কাজী এবং তাঁদের সন্তানেরা। রাজধানীর ধানমন্ডির বর্তমান ১৫ নম্বর (পুরোনো ২৮) সড়কের ৩৩০/বি বাড়িটি তখন কবির নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বাড়িটির নাম দেওয়া হয় কবি ভবন। বর্তমানে এটি কবি নজরুল ইনস্টিটিউট।

ওই সময় বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায়ে কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। নজরুলকে বাংলাদেশে আনার পর বাংলা একাডেমিও সরকারিভাবে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করে। সে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি আখ্যায়িত করেন।

এরপর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর এক বিশেষ সমাবর্তনে কবিকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরে কবিকে একুশে পদকে ভূষিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্বও প্রদান করা হয়।

অসুস্থ অবস্থায় ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন পিজি হাসপাতালে মারা যান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় সম্মানে দাফন করা হয়।

কবি কাজী নজরুলকে জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি উঠেছে অনেকবারই। পরিরবারের পক্ষে যেমন দাবি উঠেছে, দাবি উঠেছে বিভিন্ন পক্ষ ও সংগঠনের কাছ থেকেও। তবে এ নিয়ে যেন এক অর্থে উদাসীনই ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কোনো সরকারই তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফাইলবন্দী হয়ে আটকে ছিল বিষয়টি।

২০২০ সালের ২৭ আগস্ট কবির ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি গণমাধ্যমকে কবির নাতনী খিলখিল কাজী বলেছিলেন, 'এভাবে চললে কয়েক যুগ পর নব প্রজন্ম থেকে জাতীয় কবি বিস্মৃত হতে পারে। সে কারণেই সরকারি গেজেটের মাধ্যমে জাতীয় কবির স্বীকৃতি হওয়া উচিত। তিনি জাতীয় কবি, সরকারিভাবে গেজেট করা দরকার, আমি তা মনে করি। আমাদের পরিবারের দাবি এটা। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা তাঁকে স্বীকৃতি দিতে পারিনি, এ লজ্জা আমাদের সবার।'

একাধিক প্রতিবেদনের তথ্যে জানা গেছে, কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে গেজেট প্রকাশের জন্য ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় মন্ত্রণালয়ে। এর পর ২০১৭ সালের ২৮ আগস্ট আবারও একটি প্রস্তাব হাতে হাতে মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে দেওয়া হয়।

পরে একাদশ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'জাতীয় কবিবিষয়ক প্রজ্ঞাপন জারি' সংক্রান্ত ৭১ বিধিতে জরুরি নোটিশ উত্থাপন করেন একজন সংসদ সদস্য। এ বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে বলা হয় সংসদ থেকে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ২১ জুলাই মতামত চেয়ে নজরুল ইনস্টিটিউটকে একটি চিঠি দেয় মন্ত্রণালয়। পরদিনই প্রতিষ্ঠানটি থেকে মন্ত্রণালয়ে মতামত পাঠানো হয় জাতীয় কবিবিষয়ক গেজেট প্রকাশের। তবে এর পর আর এ উদ্যোগের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

২০২১ সালের ২০ জুন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ জাতীয় কবির স্বীকৃতি নিয়ে বলেছিলেন, 'জাতীয় কবির স্বীকৃতি সম্মানের, গেজেটভুক্তির বিষয় নয়।' ২০২২ সালের ২৫ মে কবির ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক সাংবাদিকের করা প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, 'কবি নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তা আমাদের আইনের মধ্যেই রয়েছে। তার জন্য আর আলাদা গেজেটের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গেজেটের চেয়ে আইনই বড়।'

পরে এ নিয়ে আর তেমন কোনো মন্তব্য আসেনি কোনো পক্ষ থেকে। তবে দাবি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। বিষয়টি গড়ায় আইনি পথেও।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, কাজী নজরুলকে জাতীয় কবি ঘোষণার গেজেট নোটিফিকেশন, প্রজ্ঞাপন বা অনুরূপ কোনো সরকারি আদেশ এত দিন ছিল না। তবে সরকারি অনেক দলিলে তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে উল্লেখ করা আছে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আয়োজনে তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে লেখা ও বলা হয়। তাঁর নামের সঙ্গে জাতীয় কবি ব্যবহার করে সংসদে একটি আইনও পাস হয়। আইনটি হলো, 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬।'

অন্যদিকে 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮'-এর ২ ধারায় তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ধারা ২-এর ৩ উপধারায় বলা হয়–'কবি' অর্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। একইভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে, অন্যান্য বইপুস্তকে, গবেষণাকর্মে, পত্রপত্রিকায়, সভাসমাবেশে সবখানেই কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এসবই ছিল পরোক্ষ স্বীকৃতি।

এ অবস্থায় মৌখিকভাবে স্বীকৃত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে লিখিত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে গেজেট প্রকাশের দাবিতে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয় ২০২২ সালের ৩১ মে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আসাদ উদ্দিনসহ ১০ আইনজীবী রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এ নোটিশ পাঠান তখনকার সংস্কৃতি সচিব, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক বরাবর।

ওই নোটিশে বলা হয়, কাজী নজরুল ইসলাম মৌখিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হলেও লিখিতভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। বলা হয়ে থাকে, ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার আলবার্ট হলে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সর্বভারতীয় বাঙালিদের পক্ষ থেকে কবিকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নজরুলকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে মুখে মুখে তিনি জাতীয় কবি হয়ে আছেন। কিন্তু সরকারিভাবে তাকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করে কোনো প্রজ্ঞাপন বা গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কোনো মৌখিক বিষয় নয়।

নোটিশকারীদের মধ্যে আইনজীবী আসাদ উদ্দিন বলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়। তাঁর সব স্বীকৃতিরই ছবি, তথ্যসহ লিখিত দলিল আছে। কিন্তু নির্মম সত্য এটিই যে, 'জাতীয় কবি' হিসেবে সরকারি ঘোষণার কোনো লিখিত দলিল বা প্রমাণ নেই।

এরপর কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশের নির্দেশনা চেয়ে ২০২২ সালের ২২ জুন আসাদ উদ্দিনসহ সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী রিট আবেদন করেন। নজরুলকে জাতীয় কবির ঘোষণা দিয়ে গেজেট প্রকাশ করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে তখন রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এ নিয়ে এর পর আর তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। অবশেষে গত ডিসেম্বরে পদক্ষেপ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার।

বাংলা সাহিত্যের অবদান বিবেচনা, দীর্ঘদিনের দাবি ও নানা কারণে অনেক বছর আগেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। তারপরও এ দাবি ছিল উপেক্ষিত। তাই এত বছর পর এসে অবশেষে তাঁকে জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কিছুটা হলেও ইতিহাসের ঋণ শোধ করার প্রয়াস।

কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে যেন সমৃদ্ধ হলো বাংলাদেশের ইতিহাসও। যুগের পর যুগ প্রাসঙ্গিক থাকবেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। থাকবে তাঁর সৃষ্টিও।

'ওবা, তোমারে তুমি খওয়ায় মাফ করিয়া দিও'

মাহবুবুর রহমান

সারিকুনের ভাড়াটের ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্যার সমাধান যে উপায়ে হলো, শুনে মুগ্ধ হলাম। বোনের ভাষা বাংলা-ইংরেজী। ভাড়াটের অনলি স্প্যানিশ। কেউ কারোটা বুঝে না। সমাধান হলো স্মার্ট ফোনে। ভাড়াটের স্পেনিশ বক্তব্য ইংরেজি করলো গুগল। বোনের তখন সহজ হয়ে গেলো বুঝা।

গুগলের অনুবাদে শতভাগ ভরসা করা যায়?

একবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। নার্সিং হোম জীবনের উপর প্রথম আলো ও ফেসবুকে প্রকাশিত লেখাটি অনুবাদের জন্য পাঠায় লোপা। এক জায়গায় লেখা ছিল, আগের স্বামীর তিন ও বর্তমানের দুই সন্তানকে নিয়ে বারবারার সুখের সংসার।'

অনুবাদে এলো, আগের তিন স্বামীকে নিয়ে বারবারার সুখের সংসার!' লোপা হোচট খেয়ে জানতে চাইলো, আব্বা আসলে কি হবে? বলার পর সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করে দিল।

সিলেট থেকে ইংল্যান্ডে ব্যাপক অভিবাসন শুরু হয় ষাটের দশকের প্রথম ভাগে। এ সময় গহীন গ্রামের সাধারণ মানুষও দেশান্তরী হন। তারা ইংরেজি জানতেন না। জানার মধ্যে ছিল শুধু 'সিলটী'। মজার মজার গল্প ছিল তাঁদের নিয়ে। বিলাতে রাস্তাঘাট বাড়ীঘরের ঠিকানা সব ইংরেজিতে। কাজ থেকে ফিরে বাসা চিনতে যদি ভুল হয়? উপায়? শোনা যায়, ওই সময় কেউ কেউ বিশেষ চিহ্ন দেয়া ইট রেখে যেতেন, যাতে দরজা চিনতে ভুল না হয়। তাদেরই বংশধর এখন পার্লামেন্টের মেম্বার, এমনকি ব্রিটিশ মন্ত্রী।

মামুনের (মামুন রশীদ চৌধুরী) কাছে নানাভাবে আমি ঋণী। যত দিন যাচ্ছে, মামুনের ঔজ্জ্বল্যে আমি ততো আলোকিত হচ্ছি। আগে ভাবতাম, মামুন কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা, কুয়াশা, জেমস বন্ড-০০৭ রহস্যে ঘেরা থ্রিলারেই শুধু নিমজ্জিত। সে আমার ভুল। দেশ-বিদেশের সমসাময়িক সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-রাজনীতির উপর তাঁর জ্ঞান-পান্ডিত্য আমাকে রীতিমতো বিস্মিত মুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ক্লিপগুলো আমার ইনবক্সে নিয়মিত পাই তাঁর সৌজন্যে। লন্ডনের 'মেমসাহেব'দের নিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখার এক চিলতে পেলাম। কাহিনীটি আমার মতো করে বলছি।

লন্ডনে সিলেটিদের দোকান-রেস্তোরায় বিক্রি বাড়ানোর জন্য মালিকরা ঠিক করলেন তারা 'মেম সাহেব' নিয়োগ দেবেন। এতে আরেকটি লাভ হবে, তারা নিজেরাও ইংরেজিটা শিখে নিতে পারবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। ছয় মাস পর গিয়ে দেখা গেলো, মালিকরা আগে যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন। তাদের ইংরেজি শেখা হয়নি। তবে 'মেম সাহেব'রা চুটাইয়া 'সিলেটি' বলিতেছে।'

'মেম সাহেব'দের সাথে সিলেটিদের বিয়ে-শাদীও হয়েছে। কৈশোরে মোগলাবাজার রেল স্টেশনে বেশ কয়েকজন 'মেম সাহেব' কে দেখেছি। তাদের স্বামীদের সাথে বাংলাদেশের গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। কেউ তরুণী নন, প্রৌঢ়া। শাড়ীতে অনভ্যস্ত, ক্লান্ত। মনে হলো, স্কার্ট পরলেই বাঁচতেন।

নিউইয়র্কের একজন সিলেটির গল্প বলবো। মধ্যবয়স্ক খোকা মিয়া (কাল্পনিক নাম) জনপ্রিয় মিটকাটার। খুব ভালো মাংস কাটেন। তাঁর গ্রোসারীতে দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা আসেন। খোকা মিয়া একটি ভাষাই জানেন, 'সিলেটি'। 'ওবা, আউকা, নেউকা, ধর, লইয়া যাও, ভালা আছোনি, বও – তাঁর নিত্য দিনের সংলাপ। ক্রেতার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম। পেছনে মাংস কাটতেই সময় চলে যায়। এর মাঝেও দু'চারজনের সঙ্গে কথা হয়। কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না।

একবার এক তরুণ ক্রেতা (সম্ভবতঃ চিকিৎসক হবেন) খোকা মিয়ার সংস্পর্শে আসেন। তিনি সিলেটি ভাষা বুঝেন না। খোকা মিয়ার ওবা, তুমি এইসব সম্বোধন তাঁর মোটেই পছন্দ হয়নি। রেগে যান তিনি। মালিকের কাছে অভিযোগ করে বলেন, এ ভাবে অপমান করলে আপনার দোকানে আর আসবো না। মালিক তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। খোকা মিয়াকে বললেন, তাঁরা মূল্যবান কাস্টমার, হারালে ব্যবসা লাটে উঠবে। আপনি মাফ চান।

হতভম্ব খোকা মিয়া তখনো বুঝতে পারেন নি, কি ভুলটি তিনি করেছেন। 'তুমি' বলায় এতো হুলুস্থুল! যাক, মালিক যখন বলছেন, তিনি মাফ চাইবেন। ক্রেতা ভদ্রলোককে বিনয়ের সাথে বললেন, 'ওবা তোমারে তুমি খওয়ায় তুমি বুঝি রাগ খরিলাইছো। রাগ করিওনা। তুমি আমারে মাফ কইরা দিও'।

রাগে থরথর কাঁপছিলেন ক্রেতা ভদ্রলোক। সেই অবস্থায় প্রস্থান করলেন।

নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ফ্যাসিজমের অনুসারী এবং কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে কভূ আশীবিষে দংশেনি যারে

কাকন রেজা

বাংলাদেশে থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা কাতারে কাতারে ভারতে যাচ্ছেন, কারণ তারা নির্যাতনের শিকার। এমনটাই অহরহ প্রচার করছে ভারতের 'গদি মিডিয়া'। রিপাবলিক বাংলার ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ তো এ ব্যাপারে মাহের। কিন্তু 'গদি মিডিয়া'র প্রচারে একেবারে পানি ঢেলে দিয়েছে বিবিসি তাদের এক রিপোর্টে। বিবিসি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বরাত দিয়ে লিখেছে, গত আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে থেকে ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি মুসলিম। বিবিসি বিএসএফের তথ্যানুযায়ী জানিয়েছে, ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ পর্যন্ত ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যারা ধরা পড়েছেন তাদের মধ্যে ৩০১ জন হিন্দু বিপরীতে মুসলমানের সংখ্যা ৪১৫।

অন্যদিকে কাতারে কাতারে হিন্দুদের ভারতে অনুপ্রবেশের যে তথ্য প্রচার করছে ভারতের গদি মিডিয়ার বরকান্দজরা তাও বিবিসির খবরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। খোদ বিএসএফ বলছে, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তুলনামূলক অনুপ্রবেশ বাড়েনি। বিএসএফ কর্মকর্তারা বলছেন, পুরো বছরের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশের সংখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ কাতারে কাতারে হিন্দুদের শরণার্থী হওয়ার আলাপ পুরোটাই ফেইক।

এখন আসি ময়ূখ রঞ্জন ঘোষদের মতন জোকারদের হিন্দু নির্যাতনের কাহিনীর বিষয়ে। বিএসএফের কর্মকর্তারা বলছেন, খুব নগণ্য সংখ্যক হিন্দু অনুপ্রবেশকারী জানিয়েছেন তাদের উপর নির্যাতন বা নির্যাতনের সম্ভাবনার কথা। এর সংখ্যা হবে এক থেকে দুই শতাংশ। এই এক থেকে দুই শতাংশ কারা, এরা হলেন তারা যারা বিগত ফ্যাসিজমের কালে পরম ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাদের পলায়নের কারণ রাজনৈতিক। তারা দেশে থাকলে অর্থ পাচার, দুর্নীতি, গুম-খুনসহ নানান অভিযোগে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা ছিলো এবং কেউ কেউ হয়েছেনও। ফলে উপায় নাই দেখেই পালিয়েছেন। এদের পরিচয় মূলত রাজনৈতিক, এরা আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী। ধর্মীয় পরিচয়ে এদের চিহ্নিত করা হবে সম্পূর্ণরূপে ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক। আর উদ্দেশ্য হলো সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়া।

গেলো 'গদি মিডিয়া'র বিপরীতে বিবিসি'র আলাপ। এখন আসি সামাজিকমাধ্যমের বিষয়ে। ফেসবুকে অসংখ্যা পেইজ ক্রিয়েট করা হয়েছে সংঘবদ্ধ প্রচারণার জন্য। এসব পেইজে এআই জেনারেটেড ছবি-ভিডিও, পুরানো ছবি-ভিডিও, অন্যদেশের ছবি-ভিডিও আপলোড করে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা হিসেবে। ফ্যাক্টচেকের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এগুলো ফেইক, প্রোপাগান্ডা। কিন্তু তারপরেও এসব পেইজ সেই হিটলারীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী, একটি মিথ্যা কথা শতবার বললে তা সত্যের মতন লাগে। মজার ব্যাপার বাংলাদেশের বিষয়ে মাথা ঘামানো এসব পেজের বেশিরভাগই ভারত থেকে পরিচালিত। অর্থাৎ ভারত গণ ও সামাজিক দুটো মাধ্যমকেই প্রোপাগান্ডার মেশিন বানিয়ে ফেলেছে।

অদ্ভুত নামের এসব পেইজ বাদ দিয়ে সামাজিকমাধ্যমে কিছু রিয়েল আইডি বা পেইজের ব্যাপারে কথা বলি। এসব আইডির মালিক নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সাথে জড়িত বলে জাহির করেন। তারাও এসব ফেইক নিউজ, ছবি কিংবা ভিডিও শেয়ার করেন। মজার ব্যাপার হলো, এরাও বেশির ভাগ ভারতীয় কিংবা বাংলাদেশী হলেও বিদেশে বাস করছেন। অ্যামেরিকা-ইউরোপে এমন বাংলাদেশীদের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। এদের কাজও সেই 'গদি মিডিয়া'র মতনই। তারা যেকোনো মূল্যে ফ্যাসিজমের পুনর্বাসন চান। জুলাই বিপ্লবে প্রাণ দেওয়া তরুণদের আত্মত্যাগ তাদের কাছে মূল্যহীন। তরুণদের লাশ পোড়ানের দৃশ্য তাদের কাছে রাস উৎসবের মতন। কিংবা রক্তে ভেসে যাওয়া যাত্রাবাড়ির দৃশ্য তাদের কাছে হোলিখেলার উপকরণ। এপিসি থেকে ইয়ামিনের শরীর নিষ্ঠুরভাবে ছুড়ে ফেলার দৃশ্য তাদের কাছে বিকৃত বিনোদন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নিজেদের বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিজীবী দাবি করা এমন অনেকেরই সামাজিক মাধ্যমের মন্তব্য চোখে পড়ছে। দু'জন দেখলাম ধর্মে তারা হিন্দু, কিন্তু কর্মে সাম্প্রদায়িক। তাদের ভেতর দুটো জিনিস পাকাপোক্ত এক ফ্যাসিজমের প্রতি আনুগত্য আরেক ইসলাম বিদ্বেষ। জাতিসংঘ বোধহয় এদের জন্যই 'ডে টু কমব্যাট ইসলামোফোবিয়া' নামে একটি দিবস চালু করেছে। যে দিবসটি মূলকথা হলো, ইসলাম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এদের প্রোফাইলে গেলে দেখবেন, পরতে পরতে ফ্যাসিজমপ্রীতি আর ইসলাম বিদ্বেষ। তসলিমা নাসরিনের মতন, এক মাদরাসার অনুষ্ঠানে যেমন খুশি তেমন সাজার প্রতিযোগিতায় দু'জন ছাত্র কালো পোশাকের র‍্যাব সাজলো। কিন্তু তসলিমা নাসরিন তাদের বানিয়ে দিলেন জিহাদি। রাম-পাঁঠা ময়ূখ রঞ্জনের বাপের পেটের বোনের কাজ করছেন তসলিমা নাসরিন ভারত থেকে। সারাটা জীবন তসলিমারা অ্যাটেনশন ও অ্যাসাইলাম সিকার ছিলেন এবং আমৃত্যু থাকবেন। ফলে তারা নীতি-নৈতিকতার কোনো ধার ধারেন না। তাদের চিন্তা গোল্লায় যাক দেশ, তারা ভালো থাকলেই হলো, আলোচনায় থাকলেই হলো।

আলোচনা থাকার এই ধারাই ধরে রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কেউ কেউ। জুলাইয়ে বাসার ছাদে খেলতে থাকা রিয়া গোপ মারা গেলো হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে। সেই ছয় বছরের শিশুকে কেন মরতে হলো, সে নিয়ে তাদের কোনো প্রশ্ন নেই। উল্টো তাদের কেউ কেউ জুলাই বিপ্লবে যারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে রক্তের লাল রঙকে মুক্তির রঙ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের বলছেন, 'লালবদর' বলে।

এমন অকালকুষ্মাণ্ডদের অনুশোচনা নেই, আত্মগ্লানি নেই, কিচ্ছু নেই। শিশু-তরুণ, বৃদ্ধ-নারী কারো মৃত্যুতেই তাদের কিছু যায় আসেনি। কী পিশাচ মনোবৃত্তি! এমন মনোবৃত্তির মানুষেরা কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন, কীভাবে সংস্কৃতিজন হোন! এরা কি প্রত্যেকে এক-একজন নিরো, রোম পুড়ে আর তারা বাঁশি বাজান!

কিছুদিন আগে এমনি এক পিশাচজীবী'র প্রোফাইলে দেখলাম। বলছেন, ভারত পেঁয়াজ না দেওয়ায়, আমাদের এখানে পেঁয়াজের দাম আকাশচুম্বি। তিনি পরিষ্কার জানালেন, ভারত যদি পেঁয়াজ-মরিচ-আলু না দেয় তাহলে আমরা না খেয়ে মারা যাব। তাকে এখন দেশে আসতে বলি। বলি, দেখে যান গত এক দশকে পেঁয়াজের দাম বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। অথচ এবার ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করেনি বাংলাদেশ। পেঁয়াজ এসেছে অন্যদেশ থেকে। কিছু কারণে আমাদের কলকাতা বন্দর ব্যবহার করতো হতো, আমরা এখন তা না করে ব্যবহার করছি মালদ্বীপের বন্দর। ইউরোপের অনেক দেশের ভিসা প্রসেসের জন্য আমাদের ভারত যেতে হতো। সাতাশটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে ডেকে এনে আমাদের সরকার প্রধান জানিয়েছেন, ভিসা প্রসেস বাংলাদেশ বা অন্যদেশ থেকে করতে হবে, ভারত থেকে নয়। বেশিরভাগ দেশের ভিসা প্রসেস বাংলাদেশেই শুরু হয়েছে। আমাদের রিজার্ভে হাত না দিয়েই বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমের অযৌক্তিকভাবে নেয়া ঋণের কিস্তির বোঝা পরিশোধ করছে বর্তমান সরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। অথচ এসব কথা তাদের বলতে শোনা যায় না। তারা রয়েছেন ঠাকুরমার ঝুলির গালগপ্পে মেতে।

দেশ ও দলের মধ্যে যাদের পার্থক্য জানা নেই, কিংবা গুলিয়ে ফেলেন। দেশের প্রতি আনুগত্য না থেকে যাদের আনুগত্য ব্যক্তি পর্যায়ে, এমন মানুষদের যারা দেশপ্রেমিক ভাবেন, তারা মূলত আছেন ইউটোপিয়ায়। রিয়া গোপের পিতা-মাতা বোঝেন সন্তান হারানোর কষ্ট। তাই তারা ব্যক্তি আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে খুনিদের বিচার চান। গুলিতে হাত হারানো আতিকুল গাজি প্রতিটা প্রতিবাদ সমাবেশে সামনের সারিতে থেকে বিচারের দাবি জানান। আর যারা এর বিপরীত কথা বলেন, তাদের কাউকে কিছু হারাতে হয়নি। বরং ফ্যাসিজমের আনুকূল্যে ছিলেন দুধে-ভাতে। তাই তাদের গায়ে কিছু লাগে না। না মৃত্যু, না ধ্বংস। তাদের জন্য কী করি, এটুকু উৎসর্গ করা ছাড়া, 'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে কভূ আশীবিষে দংশেনি যারে'।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

সাড়ে সাত বছর পর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রহমান ও তার পরিবার লন্ডনে নির্বাসিত। এত কিছুর মধ্যেও তিনি ছিলেন আপসহীন, লড়াকু। গণতন্ত্র, দল আর মানুষের প্রতি নিজের আস্থা রেখে তিনি লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন। লড়াই জারি রেখেছেন অবিচল। সেই লড়াইয়ে প্রাথমিক জয় আসে ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতনের মধ্যদিয়ে। এরপর কেটে গেছে ৫ মাস। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে হওয়া কথিত সাজা বাতিল হয়েছে। গণতন্ত্রের ধারায় ফিরতে উন্মুখ দেশ। এমন অবস্থার মধ্যে এলো সেই মাহিন্দ্রক্ষণ। সাত বছরের অপেক্ষা শেষে সাক্ষাৎ হলো মা-ছেলের। প্রিয়জনের সান্নিধ্যের ছবি নাড়া দিয়েছে দেশের কোটি কোটি গণতন্ত্রকামী মানুষকেও। এ ঘটনা স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিবাদী শাসনের জন্যও বিশেষ এক বার্তা হয়ে হাজির হয়েছে।

বৃটেনের স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটে খালেদা জিয়াকে বহনকারী উড়োজাহাজটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। মুহূর্তেই বিমানবন্দরে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশ। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদা রহমান। খালেদা জিয়াকে কাছে পেয়ে পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান পা ছুঁয়ে সালাম করেন। পরে তারেক রহমান মায়ের হুইলচেয়ারের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন। মুহূর্তেই সেখানে আবেগঘন আবহ সৃষ্টি হয়। বিমানবন্দর থেকে তারেক রহমান নিজে গাড়ি চালিয়ে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। লন্ডনের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তারেক রহমান মাকে নিয়ে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলের দ্য ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বেলা ১১টা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছান তারা। এ সময় তারেক রহমানের সহধর্মিণী জোবাইদা রহমান তাদের সঙ্গে ছিলেন। পরে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তার চিকিৎসা নেয়ার কথা রয়েছে।

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, সেখানে নামার পর খালেদা জিয়ার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ডা. জোবাইদা রহমানসহ আরও কয়েকজন। সামনের দিকে দাঁড়ানো ছিলেন- ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান। এ সময় হুইলচেয়ারে বসা বেগম খালেদা জিয়াকে জড়িয়ে ধরেন ছেলে তারেক রহমান। এ সময় খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এটা কে? এমন দৃশ্যের সময় সবাই যখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে হঠাৎ পেছন থেকে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী বললেন- ভাইয়া (তারেক রহমান)। এক এগারোর পর তারেক রহমান লন্ডন চলে যাওয়ার পর খালেদা জিয়া লন্ডনে গেলে কেবল তখনই মায়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ হতো তার। সবশেষ সেই সুযোগ ২০১৭ সালের জুলাই মাসে হয়েছিল। ওই সময় নিজে গাড়ি চালিয়ে মাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। ২০১৭ সালের ১৫ই জুলাই হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছে খালেদা জিয়া পায়ে হেঁটেই টার্মিনালে যেতে পেরেছিলেন। সেবারও মাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তারেক রহমান। এরপর তার আর কোনো বিদেশ সফর হয়নি। এই সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে ছেলে তারেক রহমানেরও সরাসরি দেখা হয়নি।

২০১৮ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারি দুর্নীতির মামলায় সাজা দিয়ে খালেদা জিয়াকে কারাগারে পাঠানো হয়। ওইদিনই বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তারেক রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০২০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি দেয়। কিন্তু দুই শর্তের কারণে তিনি কার্যত বন্দি ছিলেন বাসায়। শুধু হাসপাতালে যেতে পারতেন। পরিবার এবং দলের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার জন্য বার বার অনুমতি চাইলেও তাতে সাড়া দেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার। ওদিকে বুধবার কাতারের আমীরের দেয়া বিশেষ এয়ার এম্বুলেন্সে করে খালেদা জিয়া লন্ডনে পৌঁছান।

টার্মিনালে বেগম খালেদা জিয়াকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান। যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এমএ মালেক, সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদসহ অনেক নেতা-কর্মী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

২০০৭-০৮ সালের সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খালেদা জিয়ার মতো তার বড় ছেলে তারেক রহমানকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পরিবার নিয়ে লন্ডনে চলে যান। তখন থেকেই লন্ডনে রয়েছেন তিনি। এরমধ্যে পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তারেক রহমানকে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে হয়। ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যু এবং মায়ের কারাগারে যাওয়ার মতো দুঃসময়েও তাকে দেশে ফেরার সুযোগ দেয়া হয়নি।

গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টায় ঢাকার হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কাতারের আমীরের পাঠানো বিশেষ এয়ার এম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন খালেদা জিয়া। বিমানবন্দরে বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতারা তাকে বিদায় জানান।

ওদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে সফরসঙ্গী হয়ে লন্ডন যান মেডিকেল বোর্ডের ৬ জন সদস্য। তারা হলেন- মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক এফএম সিদ্দিক, অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদ, ডা. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন ও ডা. মোহাম্মদ আল মামুন। এছাড়া খালেদা জিয়ার সঙ্গে আছেন তার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী, নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল ও খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এবিএম আবদুস সাত্তারসহ ব্যক্তিগত কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী।

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস, কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাকে দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নিতে হয়েছে। তার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ড বার বার তাকে বিদেশ নেয়ার পরামর্শ দিলেও তৎকালীন শেখ হাসিনার সরকার তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

সূত্র: মানবজমিন

জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের (ইআইবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকোলা বিয়ারের সাক্ষাৎকালে তিনি একথা বলেন।

এ সময় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করার মতো প্রযুক্তিগত দক্ষতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রয়েছে উল্লেখ করে নিকোলা বিয়ার বলেন, 'আমরা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি সময়ে এসেছি। আমরা অন্তর্বর্তী সরকার এবং সরকারের সংস্কার অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন করি।'

সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টাকে নিকোলা বিয়ার বলেন, 'আপনারা যা কিছু করতে চান, আমাদেরকে জানান'। 'এটি প্রমাণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার শুধু কাজ করছে না, তারা কার্যকর ফল আসে—এমন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে, তা দৃশ্যমান করা।'

নিকোলা বিয়ারের সাক্ষাতের সময় বর্তমান সময়কে একটি উপযুক্ত সময় আখ্যায়িত করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দুর্নীতি মোকাবিলা, জ্বালানি ক্ষেত্রে সবুজ রূপান্তর এবং সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ও এর আশপাশের অঞ্চল এবং নদীব্যবস্থার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইআইবির সহায়তা চান।

চট্টগ্রাম বন্দরের সেবা কার্যক্রম আরও সহজ এবং উত্তরাঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রধান উপদেষ্টা ইআইবির সহযোগিতাও চান। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের বৃহত্তম এই বন্দরের উন্নয়নের ফলে পূর্ব ভারত ও মিয়ানমার উপকৃত হবে।

প্রধান উপদেষ্টা স্মরণ করেন, গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) সাইডলাইনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনের সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে বাংলাদেশের আরও বেশি ঝোঁকার বিষয়ে সম্ভাব্য সহায়তার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ইইউ রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে অনেক সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডার চেয়ারম্যান আশিক মাহমুদ চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজিবিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ, ইআরডির সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার ফেরা নিয়ে নানা শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সফল হয়নি, যার পেছনে খালেদা জিয়ার অবদান সমধিক।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য বারবার তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে আবেদন করেছিল তাঁর পরিবার। কিন্তু আইনের দোহাই দিয়ে তাঁকে বিদেশে যেতে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ওয়ান ইলেভেনের সময় থেকে কখনো সরকারের চাপের মুখে দেশ ছাড়তে রাজি হননি খালেদা জিয়া। এমনকি ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরও নানা কারণে তিনি জীবনের পরোয়া না করে দেশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পাঁচ মাসের মাথায় তিনি নিজের চিকিৎসার জন্য বিদেশ গেলেন। এজন্য চিকিৎসা শেষে তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে দেশের একাংশের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে বিএনপি নেতৃত্ব আশাবাদী, এ ধরনের কোনো অপচেষ্টা বর্তমান সরকার করবে না। করলেও তা ধোপে টিকবে না বলে তারা মনে করেন।

গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হন খালেদা জিয়া। কিন্তু এই ২০ মিনিটের পথ পেরোতে তাঁর গাড়িবহরের সময় লাগে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। শীতের রাতে হাজার হাজার মানুষ পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় জানান। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, খালেদা জিয়া এখনো কতটা জনপ্রিয় তা এই ঘটনা দিয়ে বোঝা যায়। রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে খালেদা জিয়া লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হন।

এই সফরে খালেদা জিয়ার সঙ্গে রয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের ছয় জন চিকিৎসক, প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমানসহ ১৫ জন। বিএনপি চেয়ারপার্সনের চিকিৎসকেরা আগেই জানিয়েছেন, লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত খালেদা জিয়ার লিভার প্রতিস্থাপন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, লিভার প্রতিস্থাপনের পর পুরো চিকিৎসায় কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। তবে এর পাশাপাশি তিনি ডায়াবেটিস, আর্থারাইটিসসহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।

গত সোমবার বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, লন্ডনে পৌঁছেই উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি হবেন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁকে 'লন্ডন ক্লিনিকে' কিছুদিন চিকিৎসার পর যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়ার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, খালেদা জিয়াকে বহনকারী বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি কাতারের রাজধানী দোহায় থামে। সেখানে বেশ কিছু সময় কাটানোর পর তাঁকে নিয়ে এই বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি বাংলাদেশ সময় বুধবার বেলা ২টা ৫৮ মিনিটে অবতরণ করে। সেখানে দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর লন্ডন প্রবাসী ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা হয় বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার। বিমানবন্দরে মাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তারেক রহমান। এ সময় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

তারপর পুত্রবধূ ও তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান শাশুড়িকে স্বাগত জানান। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান বিমানবন্দরে খালেদা জিয়াকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। বলা যায়, দীর্ঘ দিন ক্ষমতার রাজনীতির বলয়ের বাইরে থাকার পরেও বেগম খালেদা জিয়া সব জায়গায় একজন রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা পেয়েছেন। কিছু দিন আগেও বিষয়টি ছিল অকল্পনীয়। এর আগে, ২০১৭ সালে চিকিৎসার প্রয়োজনে লন্ডনে গিয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সন।

দেশে ও বিদেশে খালেদা জিয়ার এই গ্রহণযোগ্যতার কারণে বিএনপি আগামী নির্বাচনে তাঁকে ঘিরেই লড়তে চায়। দলীয় সূত্রের খবর, বিএনপি জিতলে খালেদা জিয়াই হবেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর শারীরিক অবস্থা যতদিন ঠিক থাকবে ততদিন তিনি ওই পদেই থাকবেন। বিএনপির নেতারা চান, তাঁদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজনীতি থেকে অবসরে যান। আর তাঁর উত্তরসুরী ঠিক হয়ে যাওয়ায় এব্যাপারে কোনো বিতর্কেরও আর অবকাশ নেই।

নতুন যুগের সূচনার অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে চলেছে।

ট্রাম্পের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় শুধুমাত্র তার নিজের রাজনৈতিক দক্ষতাই নয় বরং আমেরিকার সমাজে গভীর বিভক্তিরও প্রতিফলন। তার 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ফেরার প্রস্তুতি এবং দেশীয় ইস্যুগুলোতে নজর দেওয়া আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল: এক ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী ও বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হারিয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন করেছেন। পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, উইসকনসিন, জর্জিয়া এবং অ্যারিজোনা—এসব গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে জয় লাভ করেন ট্রাম্প, যেগুলো ২০২০ সালে বাইডেনের পক্ষে ছিল। এবার ট্রাম্প শুধু ইলেকটোরাল কলেজেই জয় পাননি বরং জনপ্রিয় ভোটেও জয়ী হয়েছেন। যা ২০১৬ সালে তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তার নির্বাচনী প্রচারণার মূল বিষয় ছিল অর্থনীতি, অভিবাসন, এবং মুদ্রাস্ফীতির মতো জনগণের তাৎক্ষণিক উদ্বেগগুলির সমাধান। "মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন, এগেইন" স্লোগানটি অনেক আমেরিকানের মধ্যে একটি নতুন আশা জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে, বাইডেন প্রশাসনের দুর্বল পারফরম্যান্স এবং ডেমোক্র্যাট পার্টির অভ্যন্তরীণ বিভাজন ভোটারদের মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীলরা আরও র‍্যাডিক্যাল নীতিমালার পক্ষে থাকলেও দলটির কেন্দ্রীয় অংশ অতিমাত্রায় মধ্যপন্থী ছিল, যা বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণাকে দুর্বল করে তোলে।

৬ জানুয়ারি এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবন এক বিস্ময়কর অধ্যায়। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হামলার ঘটনায় তিনি দ্বিতীয়বার অভিশংসিত হয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহের উসকানি' দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অনেক বিশ্লেষক ধারণা করেছিলেন, এটাই ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি।

কিন্তু ট্রাম্প এই ঘটনার পর তার সমর্থকদের কাছে নিজেকে 'রাজনৈতিক শিকার' হিসেবে তুলে ধরেন। তার সমর্থকরা এই ঘটনার একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। তারা এটিকে 'ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' হিসেবে দেখে। এমনকি তার ২০২৪ সালের প্রচারণায় ৬ জানুয়ারির ঘটনার স্লোগান এবং চিত্র ব্যবহার করা হয়। যা তার মূল সমর্থকদের আরও শক্তিশালীভাবে একত্রিত করে।

বাইডেন প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ

জো বাইডেনের চার বছরের মেয়াদ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ ছিল। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিতরণ এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সফলভাবে করতে পারলেও, বাইডেন প্রশাসন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়।

মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছায়, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এছাড়া, দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসন সংকট, আফগানিস্তান থেকে বিশৃঙ্খল প্রত্যাহার এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনার মতো বৈদেশিক নীতির ভুল পদক্ষেপ বাইডেনের জনপ্রিয়তাকে আরও কমিয়ে দেয়।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বৈশ্বিক প্রভাব

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ আমেরিকার বৈদেশিক নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছে। তার "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতির পুনরুত্থান বিশ্বব্যাপী একটি অস্থির পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

ট্রাম্প চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্য এবং মেধাস্বত্ব চুরির বিষয়টি আরও কড়া নীতিতে মোকাবিলা করার সংকেত দিয়েছেন। তবে রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ট্রাম্পের প্রশংসা ন্যাটোর ঐক্যকে দুর্বল করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের অগ্রাধিকার থাকবে জ্বালানি খাতকে শক্তিশালী করা এবং সৌদি আরব ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করা। জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের মতো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তার দ্বিতীয় মেয়াদেও আরও বড় পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইউরোপ ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। তার প্রোটেকশনিস্ট নীতিগুলি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বিনিয়োগের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

ট্রাম্পের জলবায়ু পরিবর্তন সংশয়বাদ আন্তর্জাতিক জলবায়ু উদ্যোগে আরও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তার প্রশাসনের নীতিমালা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা

ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফিরে আসা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এটি দেখিয়েছে যে জনগণের উদ্বেগকে সমাধান করতে না পারলে নির্বাচনের ফলাফল কতটা পরিবর্তিত হতে পারে।

ডেমোক্র্যাট পার্টির জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। শুধু 'গণতন্ত্র রক্ষা' বা 'চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই' করার কথা বললে হবে না। জনগণের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো বাস্তব সমস্যাগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুধুমাত্র আমেরিকার নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে। তার নেতৃত্বে আমেরিকার ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে উত্তেজনা ও উদ্বেগ উভয়ই রয়েছে।

বাইডেন ক্ষমতায় থাকাকালে বিশ্বজুড়ে চলমান দাঙ্গা এক মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তবে, ট্রাম্প বারবার এসব যুদ্ধ বন্ধের আশ্বাস দিয়ে আসছেন। আর তার এই আশ্বাস কতটা বাস্তবিক হবে সেই ভবনা বিশ্ববাসীর। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী চার বছর আমেরিকার এবং বৈশ্বিক রাজনীতির দিক নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

থানা থেকে পালালেন গ্রেপ্তার সাবেক ওসি

ঢাকা অফিস

রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানা থেকে পালিয়ে গেছেন গ্রেপ্তার হওয়া একই থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহ আলম। এ ঘটনায় কর্তব্যরত উত্তরা পূর্ব থানার এএসআইকে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) রাতে উত্তরা-পূর্ব থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম জানান, একজন পুলিশ কর্মকর্তা থানা থেকে পালিয়ে গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। বর্তমান ওসির সঙ্গে কথা বলেন।

গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি ছিলেন শাহ আলম। গত ১ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় যোগদান করেছিলেন তিনি। ৫ আগস্টের পর একটি মামলায় উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। এরপর আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছিল। এর মধ্যেই তিনি কৌশলে পালিয়ে যান।

ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা সাবেক ওসি শাহ আলম পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ঢাকা পোস্টকে বলেন, পালিয়ে যাওয়া কর্মকর্তা একজন ইন্সপেক্টর, তার নাম শাহ আলম। তিনি উত্তরা পূর্ব থানার সাবেক ওসি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় গত ২ সেপ্টেম্বর তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলায় গতকাল বুধবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন আজ বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছিল। এ সময় তিনি কৌশলে পালিয়ে যান।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি জানার পর থেকে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া চলছে। দায়িত্বে অবহেলার কারণে দায়িত্বরত এএসআইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

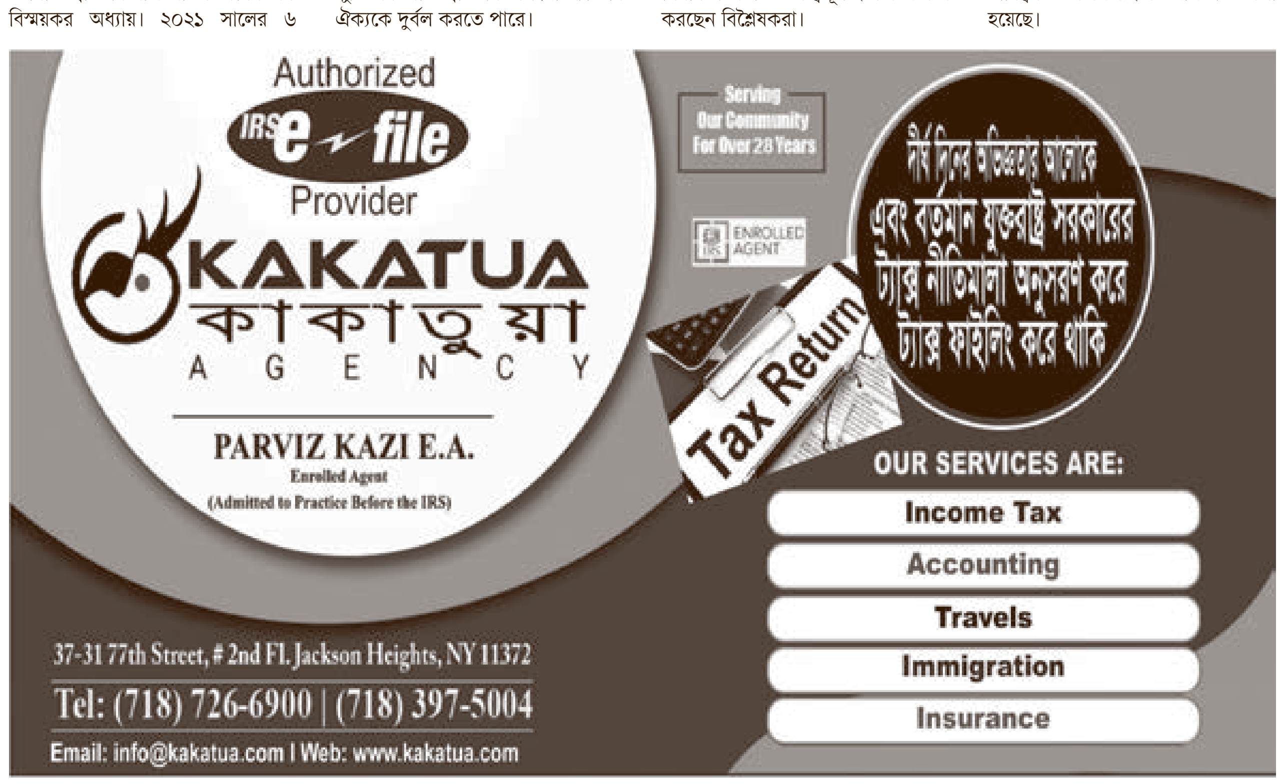

নির্বাচিত সরকার ছাড়া সংস্কারকে বৈধতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে নির্বাচিত সংসদ, নির্বাচিত সরকার। এটা ছাড়া সংস্কারকে আমরা কখনো বৈধতা দিতে পারব না।'

রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দি' নামের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলায় আদালতে খালেদা জিয়ার ৩৪২ ধারায় দেওয়া জবানবন্দিকে উপজীব্য করে এই বই সম্পাদনা করেছেন প্রয়াত অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ।

সংস্কার নিয়ে বিভক্তি সৃষ্টির অভিযোগ এনে মির্জা ফখরুল বলেন, 'কিছু মানুষ একেবারেই যেন ডেসপারেট হয়ে গেছেন যে তাঁরা দেশকে ভাগ করবেন আবার। জনগণকে বিভক্ত করবেন এবং বিভিন্ন রকম বিভক্তিমূলক কথা বলছেন, বিভিন্ন রকম উসকানি দিচ্ছেন। আপনারা দয়া করে এ পথে যাবেন না। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী যে যেখানে কাজ করছেন, সবাইকে অনুরোধ করব, বিভাজন সৃষ্টি করবেন না।' তিনি বলেন, দেশ বাঁচাতে, গণতন্ত্র ফিরে পাওয়ার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঐক্য।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এখন যেটা শুরু হয়েছে, এটাকে আমি মনে করি সুস্থ ব্যাপার না। একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য।'

চিকিৎসার জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার লন্ডন যাওয়ার কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ায় কাতারের আমিরকে এবং যাওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত করায় ব্রিটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারেক রহমান কিছুদিনের মধ্যে সব মামলা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হবেন।

খালেদা জিয়াকে 'প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা' উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি যখন খালেদা জিয়াকে প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা বলি, আমার ওপর রেগে যায় ফ্যাসিস্টরা। খুব বাজে কথাবার্তা বলে। কিন্তু এটাই সত্য।'

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সচিব ইসমাঈল জবিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান। সঞ্চালনা করেন বিএনপির নেতা শহীদুল ইসলাম।

> বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এখন যেটা শুরু হয়েছে, এটাকে আমি মনে করি সুস্থ ব্যাপার না। একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য।'

নির্বাচনের কথা বললেই মুখ কালো হয়ে যায়: মেজর (অব.) হাফিজ

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অহংকার' শীর্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, 'আগামী নির্বাচনের কথা বললেই অনেক উপদেষ্টার মুখ কালো হয়ে যায়। আমরা যখন নির্বাচনের কথা বলি, তখন যেন তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আজকে জনগণকে এত কেন ভয়? জনগণ ভোট দেবে, এটা আপনাদের আতঙ্কের কারণ কেন হয়েছে? আমরা চাই জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।'

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এই সমাবেশে হাফিজ উদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'সংস্কারের নামে আর বেশি সময় নেবেন না। হাসিনা পলায়ন করেছে, এখন যে সংস্কার বাকি আছে, সেগুলো জনগণ করবে। এখন শুধু অপরাধীদের শাস্তির বিধান করুন। আহত-নিহতদের পরিবারের প্রতি লক্ষ রাখুন।'

জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, এই সুযোগে তারা (জামায়াতে ইসলামী) একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সেটি না করে তারা একাত্তরে তাদের ভূমিকাকে জাস্টিফাই করছে এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানকে স্বাধীনতার ওপরে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করছে একটি মহল। স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে, স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা করতে পারি না আমরা। সবার ওপরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, চিরকাল এভাবেই থাকবে। আমরা কাউকে মুক্তিযুদ্ধকে কলঙ্কিত করতে দেব না। মুক্তিযুদ্ধ বিভক্ত হবে, এটাও আমরা আশা করি না।'

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দেশে একটি কিংস পার্টি গঠন হতে যাচ্ছে। কিংস পার্টির ভবিষ্যৎ আগেও ভালো ছিল না, ভবিষ্যতেও ভালো হবে না। তিনি বলেন, 'জুলাই-আগস্টে যে ছাত্রনেতারা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের সেই সংগ্রামের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আগামী দিনে আপনারা কোনো কিংস পার্টি করার চেষ্টা করবেন না।'

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, আব্দুস সালাম প্রমুখ।

ঢাকায় মার্কিন ভারপ্রাপ্ত দূত ট্রেসি অ্যান

ঢাকা ডেস্ক

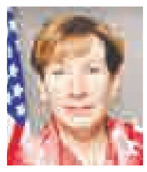
ট্রেসি অ্যান

পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের যোগদান বিলম্বিত হওয়ায় ঢাকায় অন্তর্বর্তীকালীন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কূটনীতিক ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। আগামী সপ্তাহে তিনি ঢাকা মিশন শুরু করতে যাচ্ছেন। মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। জুলাইয়ের শেষে বাংলাদেশ মিশন সম্পন্ন করেন আলোচিত রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। তার আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঢাকায় পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে কূটনীতিক ডেভিড মিলিকে মনোনয়ন দেন। নির্বাচনী ব্যস্ততাসহ নানা কারণে মার্কিন সিনেটে সেই মনোনয়নের শুনানি এবং অনুমোদন না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ডেভিড মিলি ঢাকায় আসতে পারছেন না এটা নিশ্চিত। আগামী ২০শে জানুয়ারি নতুন প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব বুঝে নেয়া, ঢাকার জন্য নতুন দূতের মনোনয়ন, সিনেটের শুনানি এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ।

ঠিক ১৭ বছর আগে দুই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ঢাকায় যাওয়া-আসার মাঝখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কাকতালীয় হলেও ২০০৭ সালের মতো এবারো বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব পালনের সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব কিছুদিন পালন করবেন সিডিএ। ওই সময় ২০০৬ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস। কিন্তু ১৪ মাসের মাথায় হঠাৎই মার্কিন প্রশাসন তাকে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। ফলে তিনি তাড়াহুড়ো করেই ঢাকা ছেড়ে যান। ২০০৮ সালের এপ্রিলে জেমস এফ মরিয়ার্টি পরের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেয়ার আগে ৯ মাস ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব সামলেছিলেন গীতা পাসি।

ঢাকা মিশনের দায়িত্ব পাওয়ার পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে বুধবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। জানা গেছে, বাংলাদেশে সংস্কার প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক উত্তরণে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি কাইয়ুম চৌধুরী
দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলায় রাজনৈতিক সরকারের বিকল্প নেই

সিলেট অফিস

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেছেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছরের টানা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ছাত্রজনতার গণঅভ্যূত্থানের পর প্রিয় মাতৃভূমিকে নিয়ে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি মহল চাপে রাখার চেষ্টা করছে, এই সরকারকে ব্যার্থ করার চেষ্ঠা করছে। তারা দেশের সামগ্রীক পরিস্থিতি অস্থিতীশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। এসব দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করতে দেশে একটি রাজনৈতিক সরকারের বিকল্প নেই। তাই, অন্তবর্তী সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবী- প্রয়োজনীয় সংষ্কার শেষে অভিলম্বে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন।'

শনিবার (৪ জানুয়ারি) বিকালে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ঘিলাছড়া ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে পরগনা বাজার সংলগ্ন মাঠে শীতবস্ত্র বিতরণ ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব বলেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য কাইয়ুম চৌধুরী আরো বলেন, 'বর্তমান সময়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল নিজেদেরকে জনগণের অতিপ্রিয় করে গড়ে তোলার চেষ্ঠা করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্ঠা করছে। দেশের জনগন বিএনপির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।'

ঘিলাছড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক দিনার আহমদ শাহ ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাজিবুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন ও আনোয়ার হোসেন মানিক, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ওহিদুজ্জামান ছুফি চৌধুরী, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কোহিনূর আহমেদ, জেলা বিএনপির সহ দফতর সম্পাদক মাহবুব আলম, রেজাউল করিম রায়হান, সাদিকুর রহমান টিপু, মো. সাহাদ মিয়া, ফখরুল ইসলাম পাপলু, রাজু চৌধুরী, আসাদুর রহমান রুয়েল, জহিরুল ইসলাম তানিম, বদরুল ইসলাম, শহিদুর রহমান কয়েছ প্রমুখ।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২২ জানুয়ারি

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে বিজয়ীদেরকে সংবর্ধনা দেবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি। আগামী ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে থাকছে কথামালা, সম্মাননা স্মারক প্রদান, সংগীত অনুষ্ঠানসহ বিবিধ আয়োজন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা।

প্রসঙ্গত, আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রধান তিনটি পদে জয়লাভ করেন তিন প্রবাসী বাংলাদেশি। সংগঠনের সভাপতি পদে ঢাকার মগবাজারের বাসিন্দা মোহাম্মদ তানভির হাসান, সহ-সভাপতি পদে চট্টগ্রামের সন্দীপের বাসিন্দা জাকিরুল ইসলাম খোকা ও সাধারন সম্পাদক পদে টাংগাইলের ঘাটাইলের বাসিন্দা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস জয়ের মালা গলায় পরেন।

শেখ রেহানার ছেলে-মেয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন একটি ভুয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য জানিয়েছিলো।

বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ইস্যু নিয়ে গেলো ক'দিন ধরেই কোনঠাসা শেখ রেহানার আরেক মেয়ে ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি দমনমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক। এরমাঝেই, সামনে এলো তার ভাই-বোনদের প্রোপাগাণ্ডা বিষয়ক থিংকট্যাঙ্কের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি। যা নিয়ে নতুন করে বাড়ছে চাপ। অন্যদিকে, তার (টিউলিপ) বিনামূল্যে ফ্ল্যাট পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। টিউলিপ সিদ্দিক গত বছরের জুলাইয়ে সিটি মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ পান। তার দায়িত্ব আর্থিক বাজারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। তবে লেবার নেতা কিয়ার স্টার্মার জানিয়েছেন, এখনও টিউলিপের ওপর তার আস্থা রয়েছে। অভিযোগের জবাবে,কিয়ার স্টারমারের অফিসিয়াল মুখপাত্র বলেছেন যে সিদ্দিকের ওপর প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ আস্থা রেখেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে তিনি (টিউলিপ সিদ্দিক) দুর্নীতিবিরোধী সমস্যাগুলি পরিচালনা করতে থাকবেন। এছাড়াও বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্প থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্তে নাম এসেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে ও যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকেরও।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করার সময় প্রকল্পের মোট ব্যয় বাড়িয়ে ধরা হয়েছিলো। মূলত টিউলিপ সিদ্দিকের খালা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন যে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে তারই আওতায় পড়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক। তবে এখন নতুন করে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো থিংকট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হলেন তার ভাইবোন।

ভারতীয় আগ্রাসন দমাতে ত্রিমুখী জোট!

ডেস্ক রিপোর্ট

কয়েক সপ্তাহ আগে, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক চালান গ্রহণ করেছে, যা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর দেশটির জনগণ পাকিস্তানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, শুধু জনগণ নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারও পাকিস্তানপন্থী অবস্থান নিয়েছে।

ভারতে বাজছে সতর্কতার ঘণ্টা, এবং ঢাকা-নয়াদিল্লির মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব পাকিস্তানের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। ইসলামাবাদকে অবশ্যই বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিতে হবে।

যেহেতু ভারত এখন আমেরিকার আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার অনানুষ্ঠানিক অভিভাবকে পরিণত হয়েছে এবং

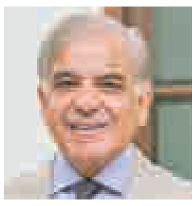

পাকিস্তান ও চীনের জন্য সমস্যা তৈরি করছে, তাই ভারতকে আঞ্চলিকভাবে তার প্রকৃত অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য আরও বেশি কৌশল প্রয়োজন।

পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশকে নিয়ে একটি অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং নিরাপত্তা ভিত্তিক ত্রিমুখী জোট গঠন করা হলে এটি অঞ্চলে ভারতের হস্তক্ষেপবাদী ও মার্কিনপন্থী নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ হবে।

ভারতীয় আগ্রাসনের ক্ষেত্রে, সিলিগুড়ি করিডোর, যা চিকেন'স নেক নামেও পরিচিত, বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এটি হলে ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের বাণিজ্যিক প্রবেশ নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি হুমকি দিয়েছে। এই ধরনের মনোভাবের মোকাবিলা জরুরি। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা এবং অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় আধিপত্য প্রতিহত করা উচিত, যা পাকিস্তান ও চীনের উভয়ের স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ।

গুম ও খুনের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের বিএনপির

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২ হাজার ২৭৬ জনকে ক্রসফায়ারে হত্যা ও ১৫৩ জনকে গুমের অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা দিয়েছে বিএনপি।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত অভিযোগটি গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর জমা দেওয়া হয়। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০০৮-২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে ২ হাজার ২৭৬ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে ক্রসফায়ারে হত্যার এবং ১৫৩ জনকে গুম করার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) সকালে

বিএনপির মামলা সংগ্রহ তথ্য সেলের সমন্বয়ক মো. সালাহউদ্দিন খান ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন শাখায় আলাদা দুটি অভিযোগ জমা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন সেলের অপর সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম জাহিদ।

অভিযোগের বিস্তারিত তুলে ধরে সালাহউদ্দিন খান বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির নেতাকর্মীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এ ঘটনার জেলা ও উপজেলাভিত্তিক তালিকা জমা দিয়েছি।

এছাড়া বিএনপির সাবেক নেতা ইলিয়াস আলী ও চৌধুরী আলমসহ ১৫৩ জন নেতাকর্মী গুম হয়ে গেছেন, যার জন্য আলাদা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সালাহউদ্দিন খান অভিযোগের সঙ্গে যোগ করেন, এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নামও এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা এই অপকর্মে জড়িত ছিল।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ অভিযোগে ২৪৫ পৃষ্ঠার ক্রসফায়ার এবং ১৫৩ গুমের ঘটনায় ২০ পৃষ্ঠার আলাদা অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে।

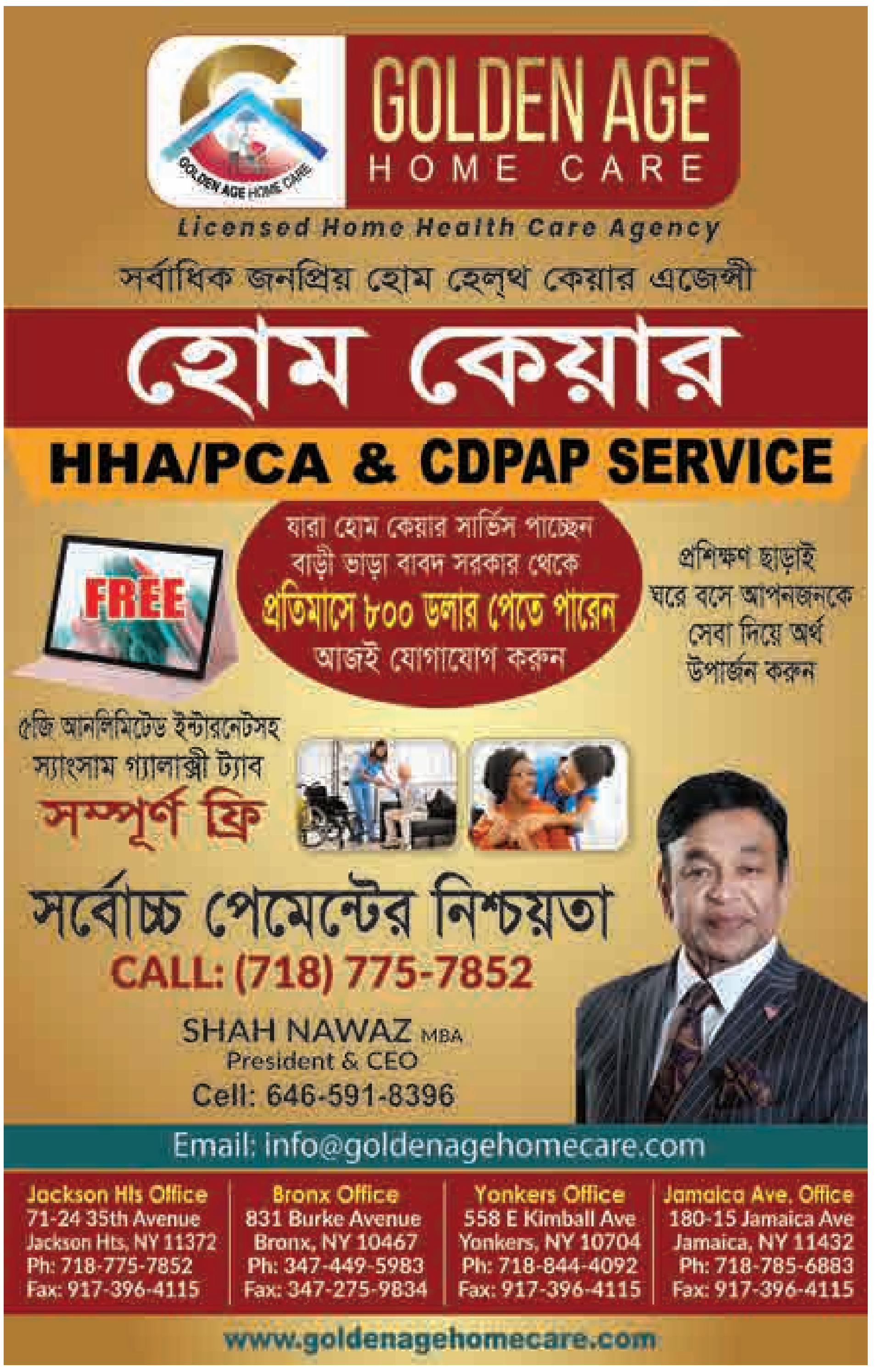

নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার পদপ্রার্থী জেনিফার রাজকুমারের সমর্থনে ফান্ড রেইজিং ডিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনে সিটি কম্পট্রোলার পদপ্রার্থী অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারের সমর্থনে ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর ব্রুকলিনে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে তার নির্বাচনী প্রচারণায় সমর্থন জানান।

ব্রুকলিনের ৪৭১ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে আয়োজিত এই ডিনারের আয়োজন করেন ফেডারেল সেভিংস ব্যাংক মর্টগেজ ব্রোকার নাইম টুটুল এবং বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জেনিফার রাজকুমার জানান, নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক সিটির প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং প্রথম নারী সিটি কম্পট্রোলার হবেন তিনি। তিনি বলেন, আমি সবসময় বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

রাজকুমার তার বক্তব্যে নিউইয়র্কে এশিয়ান আমেরিকান ও প্যাসিফিক আইল্যান্ডার কমিশন প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা এবং এশিয়ান আমেরিকান শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ছুটির উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন— বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সদস্য হারুণ চেয়ারম্যান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল রব চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ, বেলাল মাহমুদ, দুলাল মিয়া, এবং আম্বিয়া বেগম।

বাংলাদেশি কমিউনিটির এই সক্রিয় সমর্থন রাজকুমারের নির্বাচনী প্রচারণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার প্রার্থিতা দক্ষিণ এশীয়দের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করতে পারে।

বিজয় দিবস উদযাপনে বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতনের বর্ণিল আয়োজন

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে বিজয় দিবসের চেতনা জাগ্রত রাখতে বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন আয়োজন করে বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠা উৎসব। গত ২৯ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আয়োজনের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব, যার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার। তার সাথে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ ও আবুল বাশার চুন্নু। বহ্নিশিখার প্রধান ড. সবিতা দাস এবং আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাকিলা রুনা, রুনা রায় ও মুনমুন সাহা।

বিজয় দিবসের আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভ রাগা, কমিউনিটি লিডার ড. প্রভাত চন্দ্র দাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার চুন্নু। স্টিভ রাগা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের বিশেষ সম্মাননাপত্র প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বহ্নিশিখার শিক্ষার্থীরা সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। এরপর মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এছাড়া শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ছিল নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন ড. সবিতা দাস, রুনা রায়, জুলি খাস্তগীর, ইমন বিশ্বাস, পূজিতা দাস, শিলা চন্দ, সুশীল সিনহা, প্লামী দাস, শাকিলা রুনা এবং মাধু রায়।

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন এ আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাস প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

নিউইয়র্ক সিটির ৪০০ বছর পূর্তি উদযাপনের ঘোষণা মেয়র অ্যাডামস্‌ের

এইচ বি রিতা

২০২৫, নিউইয়র্ক সিটির ৪০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বছর। ৪০০ বছরের ঐতিহ্য উদযাপন করতে "Founded By NYC" নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইনের সূচনা করেছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। সোমবার (৬ জানুয়ারি) কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা উদযাপনের ক্যাম্পেইন ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। নিউইয়র্ক প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকে এখানে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর কেন্দ্রিত উদযাপনটি নিউইয়র্ক সিটির সেই অসামান্য অবদানগুলোকে তুলে ধরে, যা আমাদের জাতিকে রূপ দিয়েছে এবং বিশ্ব মঞ্চে আমাদের দেশের অবস্থানকে সুসংহত করেছে।'

১৬২৫ সালে ম্যানহাটনে প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপনের চার শতাব্দী পূর্ণ হচ্ছে এ বছর। সে সময় এই এলাকা 'লেনাপেহোকিং' নামে পরিচিত ছিল, যা লেনাপে জনগণের আবাসভূমি ছিল।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫'

আহ্বায়ক হলেন রোকেয়া হায়দার

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

রোকেয়া হায়দার

'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫'-এর আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।

আগামী ২৪ থেকে ২৭ মে চার দিনের এ আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের জ্যামাইকার পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। ২৭ ডিসেম্বর মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আহ্বায়ক মনোনীত হওয়ার পর রোকেয়া হায়দার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ২০২৫ সালের এই উৎসব এবং মেলা সুষ্ঠু ও সফলভাবে উদযাপন করতে সকলের সহায়তা কামনা করেন।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রোকেয়া হায়দার ২০১৫ সালে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০২৪ সালের নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান হাসান ফেরদৌস।

চালু হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যানজট চার্জ, সমালোচনায় ট্রাম্পও

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যানজট চার্জ স্কিম কার্যকর হয়েছে। যানজট কমানো এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উন্নয়নে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে চালু হওয়া এই চার্জ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শহরের ট্রাফিক নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। রোববার(৫ জানুয়ারি) এই স্কিম স্কিম কার্যকর করা হয়।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গাড়ি চালকদের পিক আওয়ারে যানজট এলাকায় প্রবেশ করতে দিনে একবার ৯ ডলার এবং অন্যান্য সময়ে ২.২৫ ডলার চার্জ দিতে হবে। এছাড়া ছোট ট্রাকের জন্য ১৪.৪০ ডলার এবং বড় ট্রাক বা ট্যুরিস্ট বাসের জন্য ২১.৬০ ডলারের টোল ধার্য করা হয়েছে।

এই স্কিমটি ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের দক্ষিণ অংশে কার্যকর হবে, যেখানে টাইমস স্কয়ার, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এবং ওয়াল স্ট্রিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো অন্তর্ভুক্ত। ৪০০টি লেনের জন্য ১ হাজার ৪০০'র বেশি ক্যামেরা এবং ৮০০'র বেশি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

যানজট মুক্তির লক্ষ্য

২০২৩ সালে নিউইয়র্ক টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে যানজটপূর্ণ শহর হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। তখন থেকে বিষয়টি একটু বেশিই ভাবিয়ে তুলে শহরের কর্তৃপক্ষকে। মেট্রোপলিটন ট্রানজিট অথরিটির (এমটিএ) প্রধান নির্বাহী জানো লিবার জানিয়েছেন, এই স্কিমটি শহরের ট্রাফিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য বিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করবে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল দুই বছর আগে এই উদ্যোগের ঘোষণা দিলেও নানা প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কারণে স্কিমটি বিলম্বিত হয়। তবে সমালোচনার মধ্যেও এটি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হলো।

বিরোধিতার মুখে স্কিম

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই স্কিমের কড়া সমালোচনা করেছেন এবং অফিসে ফিরে তা বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় রিপাবলিকান এবং নিউ জার্সির বাসিন্দারা স্কিমটির বিরোধিতা করে এটিকে 'অযৌক্তিক অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নিউ জার্সির বাসিন্দা ক্রিস স্মিথ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। যারা এই নিয়ম চালু করেছে, তাদের জনগণের ভোগান্তি বোঝা উচিত। তবে, অনেক বাসিন্দা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। মিডটাউন ম্যানহাটনের বাসিন্দা সার্জন ফিল বাউয়ার বলেন, এই উদ্যোগ ট্রাফিক কমাতে এবং মানুষকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি উন্নত করতে নতুন এই স্কিম বড় ভূমিকা রাখবে বলেআশা করছেন বিশেষজ্ঞরা । তবে এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

অপরাধের হার কমলেও সহিংস ঘটনার উদ্বেগজনক বৃদ্ধি

নিউইয়র্ক সিটি

৬ জানুয়ারি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এতথ্য জানানো হয়।

২০২৪ সালে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ৩৭৫, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৩.৮% কম।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটিতে ২০২৪ সালে অপরাধের সামগ্রিক হার কিছুটা কমলেও নির্দিষ্ট কয়েকটি সহিংস ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সোমবার, ৬ জানুয়ারি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এতথ্য জানানো হয়।

এনওয়াইপিডি'র তথ্য অনুযায়ী, গত বছরে হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি এবং চুরির মতো অপরাধ কমেছে। ২০২৪ সালে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ৩৭৫, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৩.৮ শতাংশ কম। তবে ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ ১৮.৭ শতাংশ বেড়েছে। আর গুরুতর হামলার ঘটনাও বেড়েছে ৪.৯ শতাংশ।

শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সাবওয়ে এবং গণপরিবহনে গুরুতর হামলার ঘটনা ৬৫ শতাংশ বেড়েছে। সাবওয়েতে ২০২৪ সালে ৫৭৯টি গুরুতর হামলা ঘটেছে, যা সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে ভীতি তৈরি করেছে।

পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, ২০২৪ সালে বড় অপরাধের শিকার মানুষের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় কম। যা একটি ইতিবাচক দিক। তবে নিউইয়র্ক সিটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করতে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

তিনি বলেন, সহিংস ঘটনার তীব্রতা এবং ভয়াবহতা নিউইয়র্কারদের জীবনযাত্রায় বড় প্রভাব ফেলছে। বছরের শেষ দিকে বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা শহরজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ডিসেম্বর মাসে ম্যানহাটনের একটি হোটেলের সামনে ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের সিইও ব্রায়ান থম্পসনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এটি একটি পরিকল্পিত হামলা। একই মাসে ব্রুকলিনে একটি সাবওয়ে ট্রেনে এক নারীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে মার্চ মাসে কুইন্সে ট্রাফিক স্টপের সময় এক এনওয়াইপিডি অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শহরের বাসিন্দারা বলছেন, অপরাধের হার সামগ্রিকভাবে কমলেও শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। গণপরিবহন এবং জনজীবনে অপরাধের প্রবণতা অনেকের মনে অস্বস্তি তৈরি করেছে।

কমিশনার টিশ আশ্বাস দিয়ে বলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ করতে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। ২০২৪ সালের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে আরও উন্নত পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

নতুন চাইল্ড কেয়ার সেন্টার নির্মাণে ১১০ মিলিয়ন ডলার তহবিল প্রস্তাব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শিশুর যত্নে সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। তিনি ১১০ মিলিয়ন ডলার তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেছেন। যা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নতুন চাইল্ড কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হবে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বুশউইকের গ্র্যান্ড স্ট্রিট সেটলমেন্টে এক আরলি চাইল্ডহুড এডুকেশন সেন্টারে বক্তব্য রাখার সময় এসব কথা বলেন সিটির গভর্নর।

তিনি বলেন, শিশুদের যত্ন নিশ্চিত করতে খরচের সামর্থ্য ও সুযোগ তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই উদ্যোগ শিশুদের সুস্থ বিকাশের পাশাপাশি পরিবারের জন্য জীবনযাত্রা আরও সহজ করবে।

বুশউইক এলাকাটি চাইল্ড কেয়ার 'ডেজার্ট' হিসেবে পরিচিত। এখানে সেন্টারের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অভিভাবকদের অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হয়। এর ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করলো চিটাগাং রাইজিং স্টার ইউএস ইনক্ নামের সংগঠন

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চিটাগাং রাইজিং স্টার ইউএস ইনক্ নামের একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। চট্টগ্রামের কয়েকজন যুবক ও তরুণ মিলে সামাজিক ও অরাজনৈতিক এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গত ২৯ ডিসেম্বর (রোববার) জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক মীর কাদের রাসেলের সঞ্চালনায় ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইনের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সকলে নবগঠিত এ কমিটির সকলকে ফুলদিয়ে বরণ করে নেন। এছাড়া আরো রয়েছেন সারোয়ার আলম, মোহাম্মদ এম বিল্লাহ, আব্দুল হালিম মেসবা, ইকবাল হোসেন ভুইয়া সহ আরো অনেকে।

কুরআন তেলাওয়াত ও দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর কেক কেটে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মামনুনুল হক, আমেরিকান লিগেল অফ নেশনস এর সভাপতি শাহিদা হাই। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক হাসান চৌধুরী, হাজী শফি, মাসুদুল হক চৌধুরী ও চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবীবসহ আরো অনেকেই।

মিলিয়নস সাবস্ক্রিপশন পেরিয়ে গেল 'উই আর দ্যা পিপলস'

উই আর দ্যা পিপলস-এর এক মিলিয়নার্ধো সাবস্ক্রিপশন উপলক্ষ্যে ফেস্টুনসহ বেলুন উড্ডয়ন ও কেক কাটা হয়েছে। গত ৩১ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার

বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জাকযমকপূর্ণভাবে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বেলুন উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মূল ধারার রাজনীতিবিদ, গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের কর্ণধার ও সাপ্তাহিক "আজকাল" সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশের ক্রান্তিলগ্নে বিগত ১৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন সময়ে সরাসরি আওয়ামী-ভারতবিরোধী শ্লোগানের প্রাণপুরুষ এবং "উই আর দ্যা পিপল্স"-এর কর্ণধার জ্যাকব মিল্টন।

জ্যাকব মিল্টন রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শুরু থেকে সাধারন জনগণের মাঝে আওয়ামী-ভারতবিরোধী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটান। প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর "উই আর দ্যা পিপল্স" অনলাইন চ্যানেল। যেখান থেকে প্রচারিত বিশেষ টকশো সারা বিশ্বে সমাদৃত ও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি লাইভ অনুষ্ঠান গবেষণা ও সঠিক যুক্তিনির্ভরতার কারণে দিনে-দিনে সাবস্ক্রাইবের সংখ্যা বাড়তে থাকে যা বর্তমানে মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটন ডিসি'র ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে বিগত অবৈধ আওয়ামী সরকারের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তথ্য প্রদানে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নতুন নো-ভিসা ফরম চালু

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নতুন নো-ভিসা (এনভিআর) ফরম চালু করেছে।

দীর্ঘ দিন ধরে চলা এনভিআর ফরমটি পিডিএফ ফরম্যাটে স্ক্যান কপি ছিল। ফলে, চাইলেই তা কম্পিউটারে পূরণ করা যেত না। কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে নতুন এনভিআর ফরম সংযোজন করা হয়।

কনস্যুলেটের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, নতুন এনভিআর ফরমটি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত ফরমের আদলে করা হয়েছে। নতুন এই ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একটি নির্দেশনাও সংযুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি নো-ভিসা ফি বাড়ানো হয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-In Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজোনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan) 917-631-5050
Licensed Real Estate Agent

EXIT REALTY PRIME

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

REBNY

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

পুড়ে ছাই হাজারো বাড়ি-গাড়ি, ৬ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতির শঙ্কা

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ধেয়ে আসছে দাবানলের আগুন। চোখের সামনে পুড়ে ছাই স্বপ্নের বাড়ি। করার নেই কিছুই। এমন হাজারো বাড়ি-গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদন বলছে, এই দাবানলে ৫ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে। এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ১ হাজারের বেশি স্থাপনা পুড়ে গেছে। ঘরছাড়া হয়েছে লাখো মানুষ। গতকাল বুধবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্টের প্রধান ক্রিস্টিন ক্রাউলি জানান, আগুন হলিউড হিলসে রানিয়ন ক্যানিয়নের কাছে নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, হলিউডের বেশির ভাগ অংশ ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। অনেক তারকা ওই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান অনেকে। মানুষ ব্যাগ ও স্যুটকেস নিয়ে নিরাপদ জায়গার সন্ধানে ছুটছে। আগুন ছড়িয়ে যেতে থাকায় বাসিন্দারা বিশৃঙ্খলভাবে পালাচ্ছে। আইকনিক হলিউড বুলেভার্ডসহ হলিউডের বিভিন্ন সড়ক যানজটে পুরোপুরি স্থবির হয়ে আছে।

পাঁচটি এলাকায় জ্বলতে থাকা এ দাবানল নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। দমকা বাতাসে আগুন নেভানোর চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। বাতাসে আগুন আরও বেড়ে যাচ্ছে। দাবানল এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যে, যতটুকু নেভানো সম্ভব হচ্ছে, একই সময়ে তার চেয়ে অনেক বড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে।

এর মধ্যে দুটো দাবানলে পুড়ে ছাই ২৭ হাজার একর জায়গা। এই এলাকার একটি জিনিসও রক্ষা পায়নি। বুধবার হলিউড হিলসে শুরু হওয়া এই দাবানলের শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে হলিউডের নামী-দামী তারকারাও।

জেনিফার অ্যানিস্টন, ব্র্যাডলি কুপার, টম হ্যাঙ্কস, বেন অ্যাফ্লেক, মাইকেল কিটন, অ্যাডাম স্যান্ডলারসহ অনেক সেলিব্রিটির বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন ঘরহারা। অভিনেত্রী ও মডেল প্যারিস হিলটনও দাবানলের জেরে গৃহহারা হয়েছেন।

এরই মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার মানুষকে। তারা এখন ঘরছাড়া। আরও বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

হাইকার ও প্রকৃতিপ্রেমীদের পছন্দের জায়গা রানিয়ন ক্যানিয়নে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। ডলবি থিয়েটার, হলিউড বোল, আউটডোর অ্যাম্ফিথিয়েটার ও হলিউড ওয়াক অব ফেম দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়, মঙ্গলবার প্রথমে প্যালিসেডসে আগুন লাগে। প্যালিসেডসে ১৫ হাজার ৮০০ একরের বেশি এলাকা পুড়ে গেছে। ইটনে পুড়ে গেছে ১০ হাজার ৬০০ একর এলাকা। অন্যদিকে হার্স্টে প্রায় ৭০০ একর এলাকা দাবানলে পুড়ে গেছে।

ইটন থেকে ১ লাখের বেশি এবং প্যালিসেডস থেকে ৩৭ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রায় ২৮ হাজার স্থাপনা এই দাবানলে পুড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এদিকে আগুন নেভাতে গিয়ে পানির সংকটে পড়ছেন দমকলকর্মীরা।

ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এডিসনের (এসসিএ) তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বিকেল থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ৩০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ-বিহীন অবস্থায় রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, দাবানলে পুড়তে থাকা অঞ্চলগুলোতে বাতাস উত্তর দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১৫ মাইল (১৯ থেকে ২৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা) বেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

সেখানকার আবহাওয়া কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঝোড়ো হাওয়ার গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) পর্যন্ত উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাতে বাতাসের গতি কমে প্রায় ৯-১৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা (৬-৯ মাইল/ঘণ্টা) হওয়ার আশা করছেন তাঁরা।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

---

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken
বিশাল মূল্যছাড়!
যে কোন ধরনের ৭টি বেবি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি!
১0টি কিনলে ৪টি ফ্রি!!
আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি
এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়
অফারটি জানুয়ারি ১৫ থেকে ফেব্রুয়ারির ১৫ পর্যন্ত চলবে
You Can Buy Any 7 Baby Chicken 2 Free, Buy 10 Chicken 4 Free, Buy 14 Chicken is 3 Free!!!
HALAL
This offer starts January 15 & Ends February 15
Also We deliver your order
আজই যোগাযোগ করুন
150-24 Beaver Road, Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

www.zamzamtravelus.com

ZAMZAM TRAVEL US

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার)
মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস
১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস
মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার)
মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল তাওওয়াত আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-শায়ান / হানি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল , হিজাজ/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার)
মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯৯	$২১৯৯

Departure		Return	
Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

Group	কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল	Departs	Return	
1st Group	$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯	Feb 27, 2025	Mar 10, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
2nd Group	$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
3rd Group	$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন
Special	$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯	Mar 14, 2025	Mar 24, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা

ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস

৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

হয়ে গেল শুভ উদ্বোধন

আমাদের সেবা সমূহ

- সব ধরনের দেশীয় খাবার
- সাদভাত, মাছ, মাংস, ডাল সবজি ভর্তা
- এ ছাড়া কাবাব, নান মিষ্টিসহ মুখরোচক সুস্বাধূ আয়োজন

পার্টি হল

বিবাহ, জন্মদিন, সভা সেমিনারের জন্য ২০০ জন ও ৮০ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পার্টি হল রয়েছে

যোগাযোগ

37-43 74 Street, Jackson Heights NY 11372
Phone: 718-314-4001

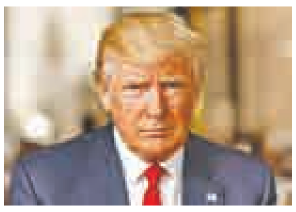

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কানাডাকে অঙ্গরাজ্য হিসেবে দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, প্রতিবেশী দেশ কানাডার অনেক বাসিন্দা চান, তাঁদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করা হোক। কানাডা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হয়, তাহলে দেশটিকে কোনো বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে না, করের পরিমাণও কমবে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) জাস্টিন ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এ কথা বলেন।

কানাডায় রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা কারণে ট্রুডোর জনপ্রিয়তায় বড় ধস নেমেছিল। দেশটির অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই সম্প্রতি ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ২০ জানুয়ারি ক্ষমতায় বসার পর কানাডা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন তিনি।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ট্রুডো পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁকে নিয়ে মজাই করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, কানাডার অনেক মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হতে চান। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এবং কানাডার টিকে থাকতে যে ভর্তুকির দরকার তার ভার আর বইতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র। জাস্টিন ট্রুডো এটা জানতেন, তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হলে কানাডা নানা সুযোগ–সুবিধা পাবে বলে পোস্টে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, কানাডা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হয়, তাহলে শুল্কের পরিমাণ কমবে। করও কমে আসবে। এ ছাড়া রাশিয়া ও চীনের জাহাজগুলো কানাডাকে ক্রমাগত ঘিরে ফেলছে। দেশ দুটির এই হুমকি থেকে নিরাপদে থাকবে অটোয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মিলে মহান একটি দেশ হবে।

জিম্মিদের মুক্তি না দিলে হামাসের ওপর নরক ভেঙে পড়বে: ট্রাম্প

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, হামাস যদি গাজায় আটক জিম্মিদের ২০ জানুয়ারির আগে মুক্তি না দেয় তবে গোষ্ঠীটিসহ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নরক ভেঙে পড়বে। আগামী ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

www.BanglaBosoti.com
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
এ মাটি আমার, এ জমিন আমার...
টাউন হোম
TW-2275
১,২৯৫ বর্গফুট জমি +
২,২৭৫ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৩১,৫২৫ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ৫০৯ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
টেরেস হোম
TR-1900
৯৯০ বর্গফুট জমি +
১,৯০০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ২৪,০৫৩ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ৩৮৮ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
গার্ডেন হোম
RX-5 (I)
৩,৬০০ বর্গফুট জমি +
৩,২৯২ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৭৮,৬৫০ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ১,২৭০ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বুকিং দিলেই পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়! সেই সাথে সর্বনিম্ন ২৪,০৫৩ US$ ডাউনপেমেন্ট দিয়েই বুঝে নিন জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল।
পরিবেশ ছাড়পত্র নং- পরিবেশ/ঢাবি/৯৫২৫/৪১০৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অফারটি সীমিত সংখ্যক বাড়ী/লট এর জন্য "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে প্রযোজ্য এবং জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ বিপ্লবের অগ্রনায়ক, রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসীগন অগ্রাধিকার পাবেন।
• এই স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট গ্রাহকগনের দায় আনুপাতিক সম্পত্তি বন্ধকের ব্যবস্থা থাকবে।
• এই সুযোগটি গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রবাসী ভাই-বোনকে যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্টব্যাংক একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ পাঠাতে হবে।
ব্যাংকিং পার্টনার:
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি. | শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত
Bangla Bosoti
বাংলা বসতি
Hotline +88 09644100800
For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-9
Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএর নেতৃত্বে জাকির হোসেন ও রিপন সরকার

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। রোববার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্সের এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ পার্টি হলে এ সভায় মোহাম্মদ জাকির হোসেনকে সভাপতি, সিরাজুল ইসলামকে সিনিয়র সহ সভাপতি, রিপন সরকারকে সাধারণ সম্পাদক ও মো. শাহীন আলমকে কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদের সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এইচএম মিজানুর রহমান ও সহ সাধারণ সম্পাদক রিপন সরকারের পরিচালনায় কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

সভায় আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠনকল্পে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনে আছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল বাসার মিলন, নির্বাচন কমিশনার আবদুল খালেক ও আবুল খায়ের আকন্দ।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সভায় সভাপতি, সিনিয়র সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করার জন্য বলা হলে প্রতিটি পদে মাত্র একজন করে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব আসে। এতে সভাপতি পদে মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি পদে সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক পদে রিপন সরকার ও কোষাধ্যক্ষ পদে মো. শাহীন আলমের নাম প্রস্তাব করা হয়। এসব পদে আর অন্য কোন প্রার্থী না থাকায় তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

বিদায়ী কমিটির পরামর্শক্রমে নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আগামী এক মাসের মধ্যে কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

সভায় বক্তব্য দেন তোফায়েল চৌধুরী, সানা উল্লাহ, রেদোয়ানা সেতু, জাকির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সালমা সুমি, কামাল হোসেন, মো. শাহীন আলম।

সংগঠনের বিগত কমিটির কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন এইচএম মিজানুর রহমান। বক্তারা বিদায়ী কমিটির বিগত দুই বছরের বিভিন্ন সমাজিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সেবামুলক কাজের প্রশংসা করেন।

সভার মিয়া মোহাম্মদ দাউদ নব নির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও রিপন সরকার দেশ ও প্রবাসে কুমিল্লাবাসীর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন হামলা অনুমোদন করবে না ইউরোপ

বলছে ফ্রান্স

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে সামরিক বল প্রয়োগের হুমকি দিয়ে রেখেছেন আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্রান্স বলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্য দেশগুলোকে তার "সার্বভৌম সীমান্ত" আক্রমণ করার অনুমতি দেবে না। বুধবার এই খবর দিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার স্বায়ত্তশাসিত ড্যানিশ ভূখণ্ড অধিগ্রহণে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এটি জাতীয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য "জটিল" স্থান।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারট ফরাসি রেডিওকে বলেছেন, 'এতে স্পষ্টতই কোনো প্রশ্ন নেই যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে তার সার্বভৌম সীমান্তে আক্রমণ করতে দেবে না, তারা যেই হোক না কেন।'

ব্যারোট আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুবিশাল আর্কটিক দ্বীপে আক্রমণ করতে চলেছে। তবে তিনি স্পষ্ট ছিলেন ইইউকে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘদিনের মার্কিন মিত্র ডেনমার্ক বারবার স্পষ্ট করেছে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। এটি তার বাসিন্দাদের।

গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মুট এগেডে স্বাধীনতার জন্য চাপ দিচ্ছেন। তিনি এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, অঞ্চলটি বিক্রির জন্য নয়। বুধবার তিনি কোপেনহেগেন সফর করেছেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নেওয়ার দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে ফ্লোরিডায় নিজের "মার-এ-লাগো" এস্টেটে ফ্রি-হুইলিং সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প গ্রীনল্যান্ড অধিগ্রহণের এই মন্তব্য করেছিলেন।

গ্রিনল্যান্ড বা পানামা খাল দখল করার জন্য তিনি সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার নাকচ করবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'না, আমি এই দুটির একটিতে আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, আমাদের (আমেরিকা) অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রয়োজন।'

ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন, দ্বীপটি চীনা ও রাশিয়ান জাহাজগুলোকে ট্র্যাক করতে সামরিক প্রচেষ্টার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জো বাইডেন

আমি ট্রাম্পকে পরাজিত করতে পারতাম : বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তিনি মনে করেন তিনি (গত নির্বাচনে) ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে পারতেন এবং নভেম্বরের নির্বাচনে পুনরায় জয়ী হতে পারতেন।

মার্কিন এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই দাবি করেন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

অবশ্য সংবাদমাধ্যম ইউএসএ টুডেকে দেওয়া একান্ত এই সাক্ষাৎকারে কথা বলার সময় বাইডেন বলেন, (প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলে) তিনি আরও চার বছরের মেয়াদে এই পদে দায়িত্ব পালনের জন্য স্ট্যামিনা পেতেন কিনা তা তিনি নিশ্চিত নন।

৮২ বছর বয়সী যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী এই প্রেসিডেন্ট বলেন, "এখন পর্যন্ত তো ভালোই আছি। কিন্তু ৮৬ বছর বয়সে আমি কেমন থাকব তা কে জানে?"

বিস্তৃত এই সাক্ষাৎকারে বাইডেন আরও বলেন, তিনি সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান লিজ চেনি এবং সাবেক সিনিয়র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. অ্যান্টনি ফাউসি-সহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের শত্রুদের ক্ষমার বিষয়টি বিবেচনা করছেন।

বুধবার প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, নভেম্বরের নির্বাচনের পরপরই ট্রাম্পের সঙ্গে ওভাল অফিসের বৈঠকের সময় সম্ভাব্য ক্ষমা সম্পর্কে তিনি "স্পষ্টভাবে" কথা বলেছেন।

বিবিসি বলছে, ইউএসএ টুডেকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারটি এখন পর্যন্ত প্রিন্ট প্রকাশনায় দেওয়া বাইডেনের একমাত্র বিদায়ী সাক্ষাৎকার। মূলত বাইডেনের কাছে মিডিয়া অ্যাক্সেস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত হোয়াইট হাউস এবং বিদায়ী এই প্রেসিডেন্ট গত বছরের ২১ জুলাই থেকে আর কোনও সংবাদ সম্মেলন করেননি। মূলত সেসময়ই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে ছিটকে যান তিনি।

সর্বশেষ এই সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার ছেলে হান্টার বাইডেনকে সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত ক্ষমা করার বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের পক্ষেই অবস্থান নেন। মূলত দুটি ফৌজদারি মামলার জন্য শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন বাইডেনের ছেলে, যার একটি ছিল কর ফাঁকি এবং অন্যটি অবৈধভাবে বন্দুক কেনার মামলা।

তুষারঝড়ে আটলান্টিক সিটির জনজীবন বিপর্যস্ত

সুব্রত চৌধুরী

প্রচন্ড তুষারঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি ও আশেপাশের এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে চরম বিপাকে পড়েন সেখানকার প্রবাসীরা। ব্যাহত হয় প্রবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) শহরগুলো প্রচন্ড তুষারঝড়ের কবলে পড়ে। তুষারপাতের সঙ্গে বয়ে গেছে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তুষারপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা। তুষারঝড়ের কারণে বিমানের অনেক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

নিউজার্সি রাজ্যের গর্ভনর ফিল মারফি তুষারঝড়কে সামনে রেখে জরুরি অবস্থা ঘোষনা করেন। পাশাপাশি আটলান্টিক সিটির নগর কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আটলান্টিক সিটির অধিবাসীদেরকে সিআরডিএর অধীনস্থ ওয়েব গ্যারেজে ফ্রি পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া জরুরি পরিসেবা ব্যতীত আটলান্টিক সিটি

গভর্নমেন্ট ও আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্টের অফিসসমূহ বন্ধ ছিল। বন্ধ ঘোষনা করা হয় স্কুল, কলেজও। রাস্তাঘাটে গাড়ির সংখ্যা ছিল খুব কম। সিটির পাবলিক ওয়ার্কসের লোকজন রাস্তাঘাটের তুষার পরিস্কারে ব্যস্ত ছিলেন।

টহল পুলিশ, দমকল বাহিনী আর রাস্তাগুলোতে বরফ গলিয়ে ফেলার লবন ছিটানোর গাড়ি ছাড়া তেমন কিছুই নজরে আসেনি দুর্যোগে আক্রান্ত জনপদে। তুষারপাতের মধ্যে আটলান্টিক সিটিতে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটে।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল শুরু থেকেই পরিস্হিতির ওপর সার্বক্ষনিক নজর রেখেছিলেন এবং পাবলিক ওয়ার্কস এর লোকজনের কাজকর্ম নিবিড়ভাবে তদারক করেন। তুষার ঝড়ের সময় আটলান্টিক সিটির প্রবাসীরা প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হননি।

এছাড়া জরুরী পরিসেবা ব্যতীত আটলান্টিক সিটি গভর্নমেন্ট ও আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্টের অফিস সমূহ বন্ধ ছিল। স্কুল, কলেজও বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছিল। রাস্তাঘাটে গাড়ির সংখ্যা ছিল খুব কম। সিটির পাবলিক ওয়ার্কস এর লোকজন রাস্তাঘাটের তুষার পরিস্কারে ব্যস্ত ছিলেন।টহল পুলিশ, দমকল বাহিনী আর রাস্তাগুলোতে বরফ গলিয়ে ফেলার লবন ছিটানোর গাড়ি ছাড়া তেমন কিছুই নজরে আসেনি দুর্যোগে আক্রান্ত জনপদে। তুষারপাতের মধ্যে আটলান্টিক সিটিতে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটে।

তুষার ঝড়ের তীব্রতা কমে আসলে অনেক শিশু-কিশোর 'স্নো বল' খেলায় মেতে ওঠে। রমনীদের কেউ কেউ আবার তুষারঝড়ে স্নাত হয়ে তুষার কণা গায়ে মেখে আনন্দ উচ্ছাসে মেতে ওঠেন। তুষার ঝড় থামার পর বাড়ির চারপাশের স্তূপকৃত তুষার পরিষ্কারে শহরগুলোর প্রবাসীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

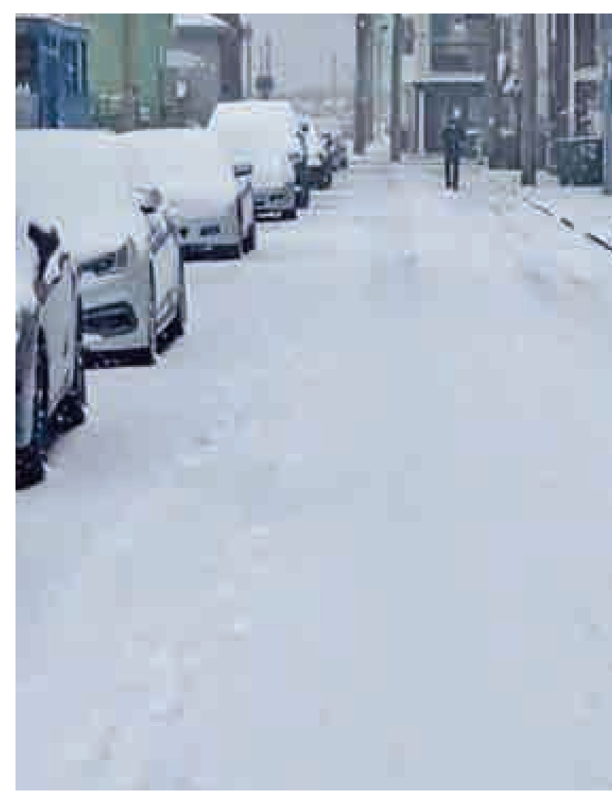

তিব্বতে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ১২৬

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত চীনের তিব্বতের শিগাতসে অঞ্চলে গতকাল মঙ্গলবার যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে তার আঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত অন্তত ১৮৮ জন। হিমালয়ের উত্তর ঢালে অবস্থিত অঞ্চলটির হাজার হাজার গ্রামীণ বাড়ি ধসে পড়েছে। চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদমাধ্যম সিনহুয়ার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

চায়না আর্থকোয়েক সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ৬ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পটি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিজাং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৫ মিনিটে আঘাত হানে। এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিগাতসে শহরের দিংরি কাউন্টির চসগো টাউনশিপ। ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্রের ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২৭টি গ্রাম আছে এবং এসব গ্রামে প্রায় ৬ হাজার ৯০০ মানুষ বসবাস করে।

প্রাথমিক জরিপ অনুসারে, এসব গ্রামের ৩ হাজার ৬০৯টি বাড়ি ধসে পড়েছে বলে জানিয়েছে শিগাতসে শহরের প্রশাসন। তারা আরও জানিয়েছে, ৪০৭ জন আটকে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৩০ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারে আরও তৎপরতা চলছে। উদ্ধারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের জন্য তাঁবু স্থাপনের জন্য সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাপমাত্রা শূন্যেরও ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র চসগো টাউনশিপ এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চামকো টাউনশিপে সিনহুয়া সংবাদদাতারা অনেক বাড়ি ধসে পড়তে দেখেছেন এবং বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য খোলা জায়গায় অবস্থান করতে দেখা গেছে। চসগোর বাসিন্দা ৪৯ বছরের পাসাং শেরিং বলেন, 'প্রথম কম্পনটি ভোরের আগে আঘাত করে এবং এটি ঘরের আলোর উৎস এবং আসবাবপত্র কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। এরপর আরও শক্তিশালী একটি কম্পন আসে এবং আমি তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যাই।'

গ্রামের আরেক বাসিন্দা পাসাং বলেন, 'আমি আগে এত বড় ভূমিকম্প দেখিনি।' নিজ বাড়ি ধ্বংসাবশেষ থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে থাকা পাসাং বলেন, 'আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি চিন্তা হলো রাতে কোথায় থাকব। গ্রামে কিছু অতিরিক্ত তাঁবু রয়েছে এবং কর্মকর্তারা বলছেন আরও আসছে।'

চামকোর গুরুম গ্রামের পার্টি প্রধান শেরিং ফুংছুক এই ভূমিকম্পে তাঁর ৭৪ বছর বয়সী মাকে হারিয়েছেন। তিনি জানান, পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন। ২২২ জন বাসিন্দার এই গ্রামে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ১১ জনই শিশু। গ্রামের সব বাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'যখন ভূমিকম্প হয় তখন যুবকেরাও বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি, বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের তো কথাই নেই।'

চীনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সাধারণত জাতীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সরকারের ব্যাপক তৎপরতা দেখা যায়, যেখানে উদ্ধারকারী দল এবং তহবিল মোতায়েন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং মঙ্গলবার জীবনের সুরক্ষার জন্য সর্বাত্মক উদ্ধার প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাইস-প্রিমিয়ার ঝাং গুওচিং উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রম তদারকির জন্য ভূমিকম্পস্থলে একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

চীনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্প আক্রান্ত অঞ্চলে ২২ হাজারটি ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে—তুলার তাঁবু, শীতের কোট, কম্বল এবং ভাঁজযোগ্য বিছানা, পাশাপাশি উচ্চতা প্রবণ ও ঠান্ডা এলাকার জন্য বিশেষ ত্রাণ সামগ্রী।

অঞ্চলটিতে ১২ হাজারের বেশি উদ্ধারকারী মোতায়েন করা হয়েছে। যার মধ্যে অগ্নিনির্বাপক কর্মী, সেনা, পুলিশ এবং পেশাদার উদ্ধারকারীরা রয়েছেন। চীনের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় শিজাংয়ে ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য ১০ কোটি ইউয়ান বরাদ্দ করেছে। জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশনও দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি পুনরুদ্ধারের জন্য ১০ কোটি ইউয়ান বরাদ্দ করেছে।

চীনের রেড ক্রস সোসাইটি ভূমিকম্প আক্রান্ত অঞ্চলে ৪ হাজার ৬০০টি ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর জরুরি উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে—তুলার তাঁবু, কম্বল, ঠান্ডা নিরোধক জ্যাকেট এবং ভাঁজযোগ্য বিছানা।

সিনহুয়ার প্রতিবেদকেরা গুরুম গ্রাম থেকে জানিয়েছেন, গ্রামের পাশের কৃষিজমিতে অবস্থিত পুনর্বাসনস্থলে ১৫টি তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। এসব তাঁবু সব ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের আশ্রয় দিতে সক্ষম এবং সেখানে যথেষ্ট কম্বল, খাবার ও পানীয় রয়েছে।

গাজায় এক দিনে ৪৯ জনকে হত্যা করল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এক দিনে ৪৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যার মধ্যে পাঁচ শিশুও রয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার গাজাজুড়ে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, ইসরায়েলি বাহিনী আল-মাওয়াসির 'নিরাপদ অঞ্চলসহ' গাজা উপত্যকাজুড়ে হামলা জোরদার করছে। আবাসিক এলাকা ও বেসামরিক অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

এদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মজুত থাকা জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে গাজার ইউরোপীয় হাসপাতাল। এ ছাড়া আল-আকসা হাসপাতাল জানিয়েছে, জ্বালানির ঘাটতির কারণে তাদের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিতে হতে পারে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ।
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন

নিউজার্সি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের ফ্রাংকলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপ কাউন্সিলের বার্ষিক পুনর্গঠন সভায় নতুন ডেপুটি মেয়র হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে তাকে এক বছরের জন্য ডেপুটি মেয়র পদে নিয়োগের পক্ষে ভোট দেয়।

শিফা উদ্দিনকে মনোনীত করেন বিদায়ী ডেপুটি মেয়র এড পোটোসনাক। এসময় তিনি শিফা উদ্দিনকে সমাজের জন্য একটি মহান সম্পদ" বলে প্রশংসা করেছেন।

মেয়র হিসেবে শপথ নিয়ে শিফা উদ্দিন বলেন, আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমার পরিবার ও কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞ। ফ্রানকলিন টাউনশিপের বাসিন্দাদের সবসময় সহযোগিতা করে যেতে চাই। নারী অগ্রযাত্রায় সবসময় ভুমিকা রাখতে চান বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জনগনের উপর ট্যাক্স কমানো, জনগণের নিরাপত্তা প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিকে ফ্রানকলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় শিফা উদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

শিফা উদ্দিন এ রাজ্যে একমাত্র নির্বাচিত বাংলাদেশি নারী হিসেবে কোন শহরের ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়ীত্ব নিলেন। তার পিতৃভুমি সিলেটের মৌলভীবাজার হলেও জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিউজার্সির পেটার্সন শহরে। গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর গ্রামের প্রবাসী আব্দুল হাইয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারজীবন শুরু করেন তিনি।

ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল

ইতালি সফর বাতিল করলেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় রাজ্যে ভয়াবহ দাবানলের কারণে ইতালি সফর বাতিল করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার (৮ জানুয়ারি) এটি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। সংবাদ রয়টার্সের। এর আগে ডিসেম্বরে হোয়াইট হাউস ঘোষণা করেছিল যে, বাইডেন ৯-১২ জানুয়ারি ইতালি সফর করবেন। এ সফরে পোপ ফ্রান্সিস, ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেলা ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সাথে দেখা করার কথা ছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফিরে আসার পর, ইতালি সফর বাতিল করেন বাইডেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় পুরোপুরি ফেডারেল প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য এই সফর বাতিল করা হয় বলে জানান বাইডেন। এর আগে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করা পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি কর্মীদের সাথে দেখা করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়াকে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা ঘোষণা করেন।

কানাডা কখনো যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে না: ট্রুডো

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাস্টিন ট্রুডো

কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেছেন, 'কানাডা কখনো যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে না।'

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছেন জাস্টিন ট্রুডো। তিনি লিখেছেন, জাহান্নামের 'স্নোবল' হওয়ার সুযোগ নেই। কানাডা কখনো যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হবে না। আমাদের দুই দেশের শ্রমিকরা ও সম্প্রদায়গুলো একে অপরের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক এবং নিরাপত্তা অংশীদার হওয়া থেকে উপকৃত হয়।'

কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও মেলানী জোলিও ট্রুডোর সুরে কথা বলেছেন। গতকাল তিনি বলেন, 'কানাডার শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর (ট্রাম্প) কোনো ধারণা নেই। আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী। আমাদের জনগণ শক্তিশালী। আমরা হুমকির মুখে কখনো পিছু হটব না।'

গত সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'কানাডার অনেক মানুষ আমাদের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হতে চায়। কানাডাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি এবং ভর্তুকির চাপ যুক্তরাষ্ট্র ভোগ করবে না। জাস্টিন ট্রুডো এটা জানতেন। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'কানাডা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাহলে সেখানে কোনো শুল্ক থাকবে না, কর অনেকটাই কমে যাবে এবং তারা রাশিয়ান ও চীনা জাহাজের হুমকি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে। এক সঙ্গে, এটা একটি মহান জাতি হবে।'

স্পন্সরশিপ ভিসা আবেদন বন্ধ করল কানাডা

ডেস্ক রিপোর্ট

স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের কাছ নতুন করে তাদের বাবা-মা এবং দাদা-দাদিকে দেশটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কোনো আবেদন গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

দেশটির অভিবাসনবিষয়ক মন্ত্রী মার্ক মিলারের জারি করা এক নির্দেশনায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিদ্যমান আবেদনের ব্যাকলগ দ্রুত শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করায় বাবা-মা এবং দাদা-দাদির জন্য স্থায়ী বসবাসের স্পন্সরশিপের নতুন আবেদন গ্রহণ করা সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে কানাডা।

কানাডার অভিবাসন, শরণার্থী ও নাগরিকত্ব (আইআরসিসি) বিভাগ ঘোষণায় বলেছে, তারা চলতি বছরে এই কর্মসূচির আওতায় আর নতুন কোনো আবেদন গ্রহণ করবে না। কানাডার সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে অনেক বাংলাদেশি পরিবারও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছেন।

দেশটিতে অভিবাসীদের সংখ্যা হ্রাসের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আইআরসিসি নতুন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দেশটিতে ২০২৫ সালে পিআর বরাদ্দের হার ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে ২০২৪ সালে জমা দেয়া আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ চালিয়ে যাবে আইআরসিসি। চলতি বছরে পিজিপি কর্মসূচির আওতায় নতুন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। অতীতে এই কর্মসূচির আওতায় কানাডার স্থায়ী বাসিন্দারা দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তাদের বাবা-মা এবং দাদা-দাদিকে নিয়ে যেতে পারতেন।

এখন এর পরিবর্তে দেশটিতে বসবাসরত পরিবারগুলো সুপার ভিসা

মদ্যপানে প্রতি বছর দুই লাখ মার্কিনীর মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান বা অ্যালকোহল সেবনের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মার্কিনির মৃত্যু ঘটে বলে জানিয়েছেন দেশটির সার্জন জেনারেল বিবেক মূর্তি।

সম্প্রতি মার্কিন সমাজে অ্যালকোহল সেবনের কারণে মৃত্যুর আতঙ্কজনক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, 'অ্যালকোহল যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর চতুর্থ প্রধান কারণ। দেশটিতে প্রতি বছর গড়ে ১ লাখ ৭৮ হাজারেরও বেশি মানুষ অ্যালকোহল সেবনের কারণে মারা যায়। এরমধ্যে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার পুরুষ ও ৫৯ হাজার জন নারী।

মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ইতোপূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, যে কোন পরিমাণে মদ খাওয়ার কারণে ছয় ধরনের ক্যান্সার হতে পারে।

আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট (এনআইএএএ) ঘোষণা করেছে, অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণের কারণে প্রতি বছর ১ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

একটি গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, বিগত বছরগুলোতে মৃত্যুসনদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালকোহল সেবনের কারণে মৃত্যুর হার ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণার তথ্য বলছে, 'বছরে ২০ হাজার মানুষ বিভিন্ন ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। যার মধ্যে সাড়ে ১৩ হাজারের বেশি মৃত্যুর পেছনে রয়েছে অ্যালকোহল বা মদ্যপান।'

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার বিবেক মার্থি জানান, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক মদ্যপানের কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতন নন।

বিবেক মার্থি মদ্যপানের পরিমাণ নির্ধারণে বিদ্যমান সীমা পুনর্মূল্যায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'তামাক ও স্থূলতার পর ক্যান্সারের তৃতীয় প্রধান (প্রতিরোধযোগ্য) কারণ হল মদ্যপান।

যুক্তরাষ্ট্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ফোরামের নতুন কমিটি গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশিষ্ট অণুজীববিজ্ঞানী ইসরাত সুলতানা মিতাকে সভাপতি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ডরথী বোসকে সাধারণ সম্পাদক করে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি এলাকাভিত্তিক সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম ইনকর্পোরেটেডের (ডুয়াফি) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নতুন নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু করেছে। ২০২৫-২০২৬ মেয়াদে পাঁচ সদস্যের এই বোর্ডের অন্যরা হলেন সহ সভাপতি ইরাজ তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক তারেক মেহেদী ও ট্রেজারার মোহাম্মদ আনোয়ার জামান।

ইসরাত সুলতানা মিতা তার পূর্ববর্তী কমিটিগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সংগঠনকে আরও গতিশীল করা এবং নতুন ও পুরাতন সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও মানবিক কাজে নিয়োজিত করতে চান।

তিনি বলেন, 'ডুয়াফির মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ডুয়াফির নেতৃত্বে আগামী প্রজন্মের গুণাবলী বিকাশ এবং তাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা এবং গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।'

ইসরাত সুলতানা মিতা আরও বলেন, 'আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে বড় পরিসরে কয়েক বছর অন্তর অন্তর পুনর্মিলনীর আয়োজন করা এবং আমেরিকাতে বসবাসরত কর্মক্ষেত্রে সফল এলামনাইদের সংগঠিত করে কার্যকরি ও গঠনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যায় কিনা- এ ব্যাপারেও তাদের চিন্তাভাবনা আছে।'

নতুন কমিটির সদস্যরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সবার সহযোগিতায় যথাযথভাবে পালন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠনের পরিচালনা পরিষদ প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত হয় এবং তাদের মূল লক্ষ্য প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

বিমানবন্দরে হার্ট অ্যাটাক, পরে মৃত্যু বাংলাদেশি চিকিৎসকের

উত্তর আমেরিকা অফিস

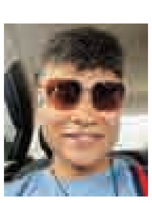

ওমর ফারুক

বাংলাদেশে যাওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বোস্টন বিমানবন্দরে হার্ট অ্যাটাকে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার প্রবাসী চিকিৎসক ওমর ফারুকের (৫৬) মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১ জানুয়ারি) ভোরে বোস্টনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তিনি কবিরহাটের বাটইয়া ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাটইয়া মিয়া বাড়ির নুর আহম্মদ মিয়ার ছেলে।

ওমর ফারুকের বন্ধু নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য গোলাম মোমিত ফয়সাল জানান, ১৯৯৫ সালে ওমর ফারুক ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪৫তম ব্যাচের কৃতি শিক্ষার্থী ছিলেন। এরপর ১৯৯৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। বোস্টন শহরে তিনি একাধিক হাসপাতালে রোগী দেখতেন। গত ১০ ডিসেম্বর তিনি দেশে আসার জন্য আমেরিকার বোস্টন বিমানবন্দরে আসেন। সেখানে তিনি আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক করেন। এরপর থেকে তিনি গত ১৫ দিন কোমায় ছিলেন। বুধবার ওই দেশের স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটার দিকে তিনি মারা যান।

ওমর ফারুকের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লাখো কবরের বাংলাদেশ সেমিট্রি'র পর এবার বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতি। গত শনিবার (৪ জানুয়ারি) জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সেমিট্রির সর্বশেষ অগ্রগতি বর্ণনা দিতে গিয়ে সমিতির সদস্য সচিব জাহেদ মিন্টু বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতির ৫ম এ প্রোজেক্টে কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, লাইব্রেরী, ক্রিড়া ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া সিটিতে একটি ফিউনারেল হোম প্রতিষ্টার চেষ্টা চলছে।

ইতোমধ্যেই বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতি আপস্টেট নিউইয়র্কের মিডলটাউনে বাংলাদেশ সেমিট্রির নামে লক্ষাধিক কবরের জন্য ২৬ একর যায়গা কিনেছে। যার মধ্যে এখনো ৩ হাজার কবর বিক্রির তালিকায় আছে। কোন সংগঠন কিনতে চাইলে প্রতিটির দাম পড়বে ৭ শত ডলার। আর এককভাবে কেউ কিনলে দাম পড়বে ৮ শত ডলার।

বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলাদেশ ভবন কেনার উদ্যোগ নিচ্ছে। তাদের ভবন গড়ার সাথে আপনাদের কমপ্লেক্সের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাইলে জাহেদ মিন্টু বলেন, কমপ্লেক্স হবে নোয়াখালি সমিতির নামে। সোসাইটির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তবে বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলাদেশ ভবন তৈরি বা কেনার উদ্যোগ নিলে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

'বাংলাদেশ সোসাইটিতে আবারও নির্বাচন করবেন জানতে চাইলে' জাহেদ মিন্টু বলেন, নির্বাচনের মাঠে একবার নেমেছি। আগামীতে প্রার্থী হব কিনা সময় বলে দেবে। আজকে এটি সম্পূর্নভাবে নোয়াখালি সমিতির সংবাদ সম্মেলন। তাই সোসাইটি নিয়ে কোন কথা বলতে চাচ্ছি না।

বাংলাদেশ সোসাইটি নোয়াখালী সমিতির কাছ থেকে কোন কবর কিনেছে কিনা জানতে চাইলে মিন্টু বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি ৩৬০টি কবর কিনেছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, উপদেষ্টা শাহ আলম, বেলাল হোসাইন, সাংবাদিক মিজানুর রহমান, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশাররফ, তাজু মিয়া, শাহজাহান কবির, রফিকুল ভূঁইয়া, আবুল কালাম, মফিজুর রহমান, সালেহ আহমেদ চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া মিরন, আবুল মনসুর, রামেশ নাথ, জামাল উদ্দীন ও আবুল বাশার।

শীতকালীন ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভারী তুষারপাত এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ছবি: এএফপি

শীতকালীন ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে দেশটির অনেক অঙ্গরাজ্যে আবহাওয়া জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টিরও বেশি রাজ্যের প্রায় ৬ কোটি মানুষ শীতকালীন ঝড়ের কবলে পড়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সোমবার মার্কিন কংগ্রেসে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা। তবে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে চরম আবহাওয়ার কারণে সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ এবং হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। স্কুলগুলোও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেখা দিয়েছে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভারী তুষারপাত এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার আশঙ্কা।

ফেডারেল রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারী তুষারপাত এবং তীব্র শীতের পূর্বাভাস দিয়েছিল দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। তবে গতকাল রোববার রিপাবলিকান হাউস স্পিকার মাইক জনসন ফক্স নিউজকে জানান, আবহাওয়ার কারণে আইনপ্রণেতাদের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটবে না। কানসাস, মিসৌরি, কেনটাকি, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরকানসাস ও নিউ জার্সির কিছু অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
Authorized IRS e-file Provider
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
Admitted to Practice Before the IRS — Enrolled Agent
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

কানাডায় বাংলাদেশি ছাত্রীর লাশ উদ্ধার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডার ফ্যানশাও কলেজের শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিধুয়া মুক্তাদির নিখোঁজ হওয়ার এক মাস পর তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্টারিওর পোর্ট ব্রুস এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

সিবিসি নিউজের খবরে বলা হয়, ১৯ বছর বয়সী নিধুয়া গত ৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন। এর এক দিন আগে তাঁকে হাওয়া ক্লিফ রোডে দেখা গিয়েছিল। এর সূত্র ধরে ড্রোন ও অন্টারিও পুলিশের তল্লাশি দল তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যাপক অভিযান চালায়। এরপর গত শনিবার পোর্ট ব্রুস এলাকার ওয়ানিটা বিচ এলাকায় প্রথম তাঁর মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়। পরে পুলিশ এসে তাঁর মরদেহ নিয়ে যায়। গত মঙ্গলবার তাঁর মরদেহ শনাক্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিধুয়ার মৃত্যু ঘিরে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার সূত্র এখনো পাওয়া যায়নি। নিধুয়ার ভাই আব্রাহাম মুক্তাদির লন্ডন ফ্রি প্রেসকে জানিয়েছেন, পুলিশ তাঁর বোনের মরদেহ খুঁজে পেয়েছে।

নিধুয়ার মা কানাডায় বাংলাদেশি লেখক ও উপস্থাপক সামিনা নাসরিন চৌধুরী। নিধুয়া মায়ের সঙ্গে স্কারবারোর ক্রিসেন্ট টাউনে থাকতেন। কানাডায় বসবাসরত সামিনা নাসরিনের পরিচিতজনেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, নিধুয়া আত্মহত্যা করেছেন।

নিধুয়া মুক্তাদির

এদিকে নিধুয়ার ভাই আব্রাহাম এক সাক্ষাৎকারে লন্ডন ফ্রি প্রেসকে বলেন, 'আমি এটুকু বলতে পারি, নিধুয়া ছিল মানসিকভাবে শক্তিশালী ও সাহসী একজন। আমরা এভাবেই তাকে মনে রাখব।'

নিধুয়া পড়াশোনা করেছেন ফ্যানশাও কলেজের নার্সিং বিভাগে।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। নিধুয়া নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর মা সামিনা লন্ডন ফ্রি প্রেসকে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি, একটা বাজে স্বপ্ন। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখব, সবকিছু ঠিক আছে। ভয়ংকর বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি শুধু চাই ও (মেয়ে নিধুয়া) ফিরে আসুক।'

নিধুয়া মারা যাওয়ার আগে সর্বশেষ ২৯ নভেম্বর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সামিনা বলেন, 'খুব ভালোভাবেই কথা হয়েছিল। সেদিন তার মন খারাপও ছিল না। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন বেশি চনমনে ছিল।'

তারেক রহমানের ৩১ দফা

শেষ পৃষ্ঠার পর

জনগন আওয়ামী লীগের শাসনামলে কিছুটা হলেও দেখেছে।

চট্টগ্রামে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য এই নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সব সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। কিন্তু কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে। মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কার্যকরণ ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত। ছাত্র সমাজ ও যুব সমাজ আওয়ামী লীগ সরকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার কারণে এখন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ এসেছে। অগ্রসর মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। একাত্তরের হাতিয়ার আবার গর্জে উঠছে।

বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, দেশনেতা তারেক রহমান ৩১ দফা প্রদান করে নতুন রাজনীতির উন্মোচন করেছেন। জনগণ দীর্ঘদিন ধরে যে আশাহত ছিল, তা কাটতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংসের যে দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে, আমরা আশায় আছি ৩১ দফা বাস্তবায়িত হলে এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে। আমরা এই ৩১ দফার ভিত্তিতে নতুন দেশ গঠন করব। আমরা আশান্বিত, আবার দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। ৩১ দফা ছাত্র-জনতাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ষড়যন্ত্র থেমে নেই জানিয়ে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ বলেন, একটি মহল ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নতুন করে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এ ষড়যন্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধারা রুখে দেবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে কোনো অপশক্তি আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

চালু হচ্ছে ঢাকা-নিউইয়র্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশনকে ক্যাটাগরি-১-এ উন্নীত করার অনুমোদন দেয়নি।

গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটির (এফএএ) সাথে বারবার যোগাযোগ করেছে বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশন। তবে নিউইয়র্ক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়টি নির্ভর করছে সিভিল অ্যাভিয়েশনের বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও নিরাপত্তার বলয় কতটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে তার ওপর। সিভিল অ্যাভিয়েশন এফএএর বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ ও শর্তাদি পূরণ করার পরও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। সর্বশেষ এর মধ্যে আরও দুটি অডিট শেষ করার ইস্যুতে ঝুলে আছে এ রুটের ভাগ্য। তবে এত কিছুর পরও বিমান আশাবাদী এ বছরের মধ্যেই তা সম্ভব হবে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রধান নিবার্হী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাফিকুর রহমান বলেন, আমরা প্রস্তুত। সিভিল অ্যাভিয়েশন ক্যাটাগরি-১ হওয়ার অনুমোদন পেলেই আমরা ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করব। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের আধুনিক প্রজন্মের বোয়িং রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা-সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটটি অলাভজনক বলে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান বোর্ড। তিনি বলেন, বিজনেস ক্লাস এখানে খালি থাকে শুধু ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী দিয়ে রুট চালানো সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে, সরাসরি সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে দুটি ও হিথ্রো বিমানবন্দরে চারটি ফ্লাইট পরিচালনা করছে বাংলাদেশ বিমান।

সিভিল অ্যাভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ারমার্শাল মঞ্জুর কবির ভূঁইয়া বলেন, আমাদের টার্গেট ঢাকা- জেএফকে। কারণ এখানে আমাদের প্রচুর যাত্রী রয়েছে। আমি নিজেই কিছুদিন আগে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। এ মাসের ১৪-১৫ তারিখে আমি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের সঙ্গে অনলাইনে মিটিং করব।

এইচএমপিভি সংক্রমণ নিয়ে সিডিসির

শেষ পৃষ্ঠার পর

(সিডিসি) এসব তথ্য জানায়। তবে সংক্রমণ বাড়লেও সিডিসি জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এবং এইচএমপিভি সংক্রমণ এখনো 'পূর্ব-প্যান্ডেমিক স্তরে' রয়েছে।

চীনের সরকারি সূত্রগুলো জানিয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে এইচএমপিভি সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও চীনা সরকার এটিকে শীতকালীন ঋতুতে সাধারণ সংক্রমণ হিসেবেই দেখছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এবারের সংক্রমণ গত বছরের তুলনায় কম মাত্রায় রয়েছে এবং রোগের তীব্রতাও কম।

মানব মেটাপনিউমোভাইরাস সাধারণ সর্দি-জ্বরের মতো উপসর্গ তৈরি করে। এতে কাশি, জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ দেখা যায়। এই ভাইরাস প্রথম আবিষ্কার হয় ২০০১ সালে এবং শীতকালীন ফ্লু মৌসুমে এর প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাস শিশু, বয়স্ক ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পরীক্ষিত প্রায় ১৩ হাজার ৮শ রোগীর মধ্যে ১.৯৪ শতাংশ এইচএমপিভি পজিটিভ ছিলেন। তুলনায়, ফ্লু সংক্রমণ ছিল ১৮.৭১ শতাংশ এবং কোভিড-১৯ ছিল ৭.১০ শতাংশ। সিডিসি জানিয়েছে, বেশিরভাগ মানুষই এইচএমপিভি সংক্রমণ থেকে বিশ্রাম, পানি পান এবং ওষুধের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জানা গেছে, এখনও এই ভাইরাস প্রতিরোধে কোনো টিকা বা নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। এ বিষয়ে মডার্না একটি কার্যকর টিকা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশেও শীতকালে শ্বাসযন্ত্রজনিত সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সিডিসি সাধারণ জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং সংক্রমণ এড়াতে হাত ধোয়া ও শ্বাসযন্ত্রের সুরক্ষার মতো সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার তাগিদ দিয়েছে।

ছেলেকে আটক করতে পুলিশের অভিযান, আতঙ্কে বাবার মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় প্রতিবেশীর করা মামলায় সুমন আলী নামে একজনকে আটক করতে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এই সময় আতঙ্কিত হয়ে তার বাবা তরিকুল ইসলামের (৫০) মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নে খড়কাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ওই ব্যক্তি ওই গ্রামের এন্তাজ আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, গোমস্তাপুর উপজেলার তরিকুল ইসলামের ছেলে সুমন প্রতিবেশীর করা একটি মারামারি মামলার আসামি ছিলেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে গোমস্তাপুর থানা পুলিশের কয়েকজন সদস্য তাকে আটক করতে বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় সুমন বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে পুলিশ আসার সংবাদে তরিকুল ইসলাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরে তিনি একটি গোয়ালঘরে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই মারা যান।

এ বিষয়ে গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খায়রুল বাশার বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পুলিশের একটি টিম উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের খড়কাডাঙ্গা গ্রামে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামি সুমনকে আটক করতে তার বাড়িতে অভিযান চালায়। এই সময় সুমন বাড়িতে না থাকায় তাকে আটক করা যায়নি। পরে সুমনের বাবা তরিকুল ইসলাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মারা যায়।

খাইরুল বাশার আরও বলেন, তরিকুল ইসলাম হৃদরোগসহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আজ বুধবার তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডামস ও তার সহযোগীরা সাক্ষীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন, যা আইনের পরিপন্থী।

এদিকে মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে অ্যাডামস এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, এ বিষয়ে আমার আইনজীবীরা কথা বলবেন।

জানতে চাইলে অ্যাডামসের আইনজীবী অ্যালেক্স স্পাইরো মামলার নতুন অভিযোগগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে প্রসিকিউটরদের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রমাণ চেয়েছেন। অন্যদিকে প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, নতুন তথ্য প্রকাশ করলে মামলার সাক্ষীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। তারা আরও দাবি করেন, অ্যাডামসের পক্ষ থেকে অতীতেও সাক্ষীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এদিকে, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, দোষী প্রমাণিত হলে অ্যাডামসকে ক্ষমা করার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করবেন।

অ্যাডামসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হবে আগামী এপ্রিলে। নতুন করে ওঠা এসব অভিযোগ তার মেয়র হিসেবে অবস্থানকে আরও চাপের মুখে ফেলেছে। নিউইয়র্কের রাজনীতি ও প্রশাসনে এসব আরও নীতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মন্তব্য সংশ্লিষ্টদের।

টিউলিপের বিরুদ্ধে ব্যারিস্টার আরমানের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভালোভাবে নেয়নি শেখ পরিবার। আরমান বলেন, এই কারণেই তারা প্রশাসন দিয়ে আমার পরিবারকে নতজানু করার চেষ্টা করেছে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাসিনার গোপন কারাগারে বন্দী ছিলেন মীর আহমেদ বিন কাসেম। বিনা বিচারে দীর্ঘ আট বছর তাকে ওই গোপন বন্দীশালায় আটক রাখা হয়। হাসিনার পতনের পর গত ৬ আগস্ট সেই অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি ।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের ২৫ নভেম্বর সকালে লন্ডনে টিউলিপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন চ্যানেল-৪ নিউজের সাংবাদিক। সেসময় সাংবাদিক টিউলিপকে বলেন, একটি ফোনকলের মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশি নাগরিকত্বপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার আরমানের জন্য বিশাল পরিবর্তন আনতে পারেন। তখন টিউলিপ সাংবাদকিকে বলেন, আপনি যা বলছেন তা সাবধানে বলুন। কেননা আমি একজন বৃটিশ এমপি। সাংবাদিকের সঙ্গে টিউলিপের আলাপের এই অংশটি ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রচার করে ওই গণমাধ্যমটি।

ব্যারিস্টার আরমানের অভিযোগ হচ্ছে, ওই ফুটেজটি প্রচারের কয়েক ঘণ্টা আগেই তার বাড়িতে অভিযান চালান র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। একডজনের বেশি সশস্ত্র সদস্য আরমানের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং তার স্ত্রীকে বিদেশে যোগাযোগ বন্ধ করার হুমকি দেন।

আরমান বলেন, তারা এমনভাবে চার্জ করছিল যেন তারা একজন সন্ত্রাসীকে খুঁজছে।

২০১৬ সালে জীবনের প্রথম আটক হয়েছিলেন আরমান। তার বাবা বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলের একজন নেতা। ২০২৪ সালে হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগের পতনের কয়েক ঘণ্টা পর ৬ আগস্ট মুক্তি পান আরমান। বৃটেনে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন সাবেক জামায়াত নেতার এই সন্তান। হাসিনার গোপন বন্দীশালা 'আয়না ঘরে' শত শত বন্দীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। বছরের পর বছর সেখানকার বন্দীরা কোনো আলো-বাতাসের দেখা পাননি। আয়না ঘরের বন্দীজীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেছেন ব্যারিস্টার আরমান।

চ্যানেল-৪ নিউজকে সংবাদ সম্প্রচার না করার চাপ দিতেই আরমানের স্ত্রীকে হুমকি দিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে এমনটাই জানিয়েছেন বৃটেনে আরমানের আইনজীবী মাইকেল পোলক। তিনি বলেছেন, বৃটেনে একজন সংসদ সদস্যকে ন্যায্যভাবে প্রশ্ন করার ফলে বাংলাদেশে এমন একটি নিরাপত্তা সংস্থার হুমকি সৃষ্টি করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে মানুষকে নিখোঁজ করে নির্যাতন এবং হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

গত সপ্তাহে লন্ডনে টিউলিপের এমন একটি ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস। যেটি তিনি আওয়ামী ঘনিষ্ঠ একজন আবাসন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। বর্তমানে হ্যাম্পস্টেড এবং হাইগেটে লেবার এমপিদের জন্য বরাদ্দ বাড়িতেই রয়েছেন টিউলিপ। এছাড়া লন্ডনের পূর্ব ফিঞ্চলেতে তার আরও একটি বাড়ি রয়েছে। যদিও উপহার পাওয়া ফ্ল্যাটের বিষয়ে 'কোনো ভুল করেননি' বলে দাবি করেছেন হাসিনার বোনের মেয়ে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস বলছে, সোমবার হাসিনাসহ আরও ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। জোরপূর্বক গুমের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দিয়েছে বিশেষ ওই আদালত। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত নতুন তদন্ত কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, হাজার হাজার মানুষকে জোরপূর্বক গুমের সঙ্গে জড়িত টিউলিপ সিদ্দিকের খালা (শেখ হাসিনা)।

এছাড়া রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শেখ হাসিনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

টিউলিপের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তিনি যোগ্য কিনা- বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমারকে এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যারিস্টার আরমান। হাসিনার বন্দীশালায় অমানসিক নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন তিনি। সেখানে তাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাত করা হয়।

চ্যানেল-৪ নিউজের সাংবাদিকের সঙ্গে অমন আচরণের সংবাদ প্রকাশের পর এ বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছেন টিউলিপ। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস। কিন্তু মন্তব্য করতে রাজি হননি তারা। টিউলিপও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

কমিউনিটি সেন্টার কেনার সিদ্ধান্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

সকলে মতামত জানান, শিগগিরই একটি প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করে বিশেষ ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান আয়োজন করার। এ সময় নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ থেকে ভবন কেনার বিষয়ে সহযোগিতা নেওয়ার ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সম্মিলিতভাবে দিবসটি পালন করা হবে। এ জন্য আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহ্বায়ক, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খানকে সদস্য সচিব ও কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধান সমন্বয় করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান কামরুল, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ হাসান জিলানী ও সমন্বয়কারী হাছান খান। এছাড়া, স্মরণিকা উপকমিটি, সাংস্কৃতিক উপকমিটি ও কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। সম্মিলিত এই উদযাপনকে সফল করতে শিগগিরই প্রবাসের সব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, ক্রীড়া, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভার করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন, কবিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে এবং প্রতি বছরের ন্যায় 'অক্ষর' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হবে।

কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল আগামী ৯ মার্চ নিউইয়র্কের জয়া হলে আয়োজনের বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুলকে আহ্বায়ক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারীকে সদস্য সচিব ও মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারীকে প্রধান সমন্বয়কারী করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যরা হলেন মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি যুগ্ম আহ্বায়ক, আশ্রাব আলী খান লিটন যুগ্ম সদস্য সচিব, মুনসুর আহমদ সমন্বয়কারী। কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা পূর্বের ন্যায় তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে হিফজ বিভাগ, সাধারণ (ছেলে) ও সাধারণ (মেয়ে) বিভাগ। অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রতিযোগীরা শিগগিরই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

এছাড়াও নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সিটির আরো দুইটি বরোসহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকায় পৃথকভাবে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে নেয়া হয়। আগামী সভায় পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হব।

বাংলাদেশের কৃষ্টি, কালচার ও সংস্কৃতি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' আয়োজনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত বাংলা স্কুলকে আরো যুগোপযোগী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে সিটির বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আরো কয়েকটি বাংলা স্কুলের শাখা খোলার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সামগ্রিক বিষয়ে স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক কে দায়িত্ব দেওয়া হয় সবকিছু পর্যালোচনা করে আগামী কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে রিপোর্ট পেশ করলে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা ও সদস্য নিবন্ধনে আরো স্বচ্ছতা আনতে অনলাইনে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর অংশ হিসেবে সোসাইটির বর্তমান ওয়েবসাইটকে আরও যুগোপযোগী করে এতে আজীবন ও সাধারণ সদস্য নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা একই সাথে ফিউনারেল সার্ভিসের অনলাইন নিবন্ধনেরও ব্যবস্থা করতে মতামত দেয়া হয়। যত সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশের সোসাইটির বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দীর্ঘ দিন থেকে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিং কর্তৃক বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনের উপর মোটা অঙ্কের আরোপিত ফাইন পরিশোধের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিষয়টি সুরাহা করতে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্রুত সময়ের মধ্যে এটি সমাধান করতে তাদেরকে অনুরোধ করা হয়।

সোসাইটিকে আরো গণমুখী ও কল্যাণকর সংগঠনে পরিণত করতে সকলের পরামর্শ এবং অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, 'প্রবাসী বাংলাদেশীরা নানা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদেরকে বিপুল ভোটে পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত করেছেন। এখন আমাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে তাদের এই প্রত্যাশাকে প্রাপ্তিতে পরিণত করতে হবে। এ জন্য আমরা আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বাত্মকভাবে কাজ করতে হবে।'

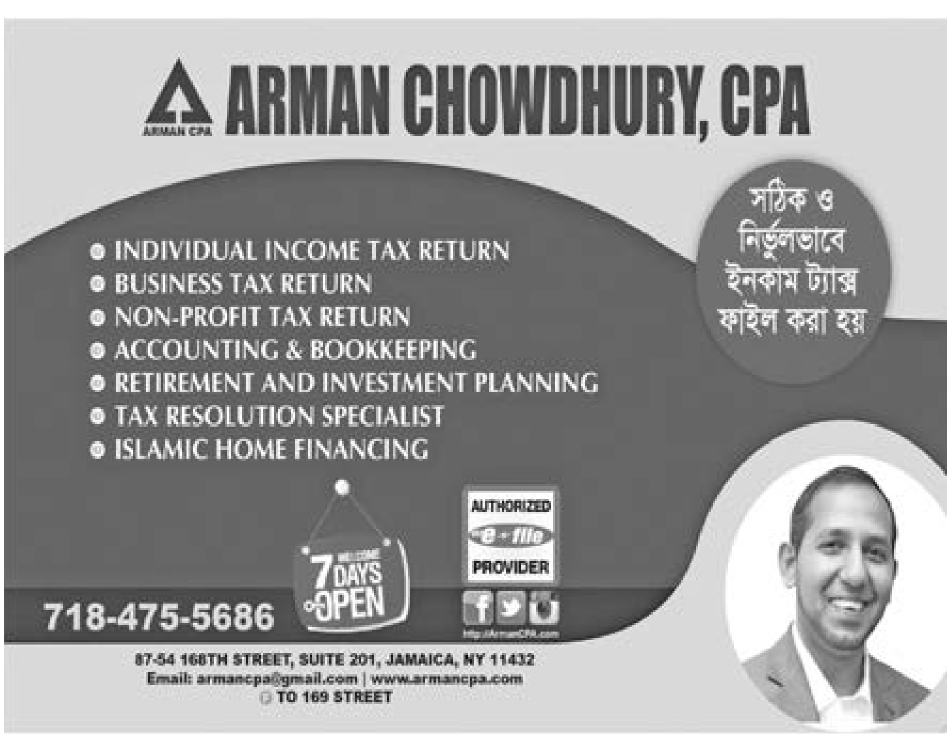

শাহজালালে ট্রলি সরানো নিয়ে বাগবিতণ্ডা, যাত্রীকে মারধর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বুধবার রাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি ভিডিওতে একজন নারীকে কাঁদতে দেখা যায়। এক ছেলেকে জড়িয়ে কান্নারত অবস্থায় তিনি বলছিলেন, "কি করছে, কি করছে রে...।"

মুহূর্তেই ভিডিওটি ভাইরাল হয় ফেসবুকে। এতে এক নারী তার ছেলেকে মারধরের অভিযোগ তোলেন বিমানবন্দরে কর্তব্যরত বিমান বাহিনী, এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) ও আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে। ভিডিওতে ছেলের মুখ ফোলা ও বাম চোখে রক্ত জমাট বাধা দেখা যায়।

ওই নারী ভিডিওতে অভিযোগ করেন, অতর্কিতভাবে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা তার ছেলেকে মারধর করেছেন।

বুধবার রাত সোয়া ৯টায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক আগমনী কেনপি-২ এর সামনে এ ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দরের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এসময় দেশে আগত ২ জন যাত্রীর সঙ্গে একজন বিমানবাহিনীর সদস্যের তর্ক হয়। একপর্যায়ে যাত্রী ধাক্কাধাক্কি শুরু করলে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় এক যাত্রী ও বিমানবন্দরের একজন নিরাপত্তা সদস্য আহত হয়েছেন। পুরো ঘটনা জানাজানির আগেই গোটা নেট দুনিয়ায় মারধরের বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং প্রাথমিক তদন্ততে জানা যায়, বাংলাদেশে আসা ৫ জন যাত্রীর একটি দল বিমানবন্দরের সব কার্যক্রম শেষ করে লাগেজ নিয়ে কেনপি ২ এলাকা দিয়ে বের হচ্ছিলেন। এসময় ১ জন যাত্রী ট্রলি সহ কেনপি ২ এর গেট এর ঠিক সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে থেকে অন্য যাত্রীদের চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছিল।

ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একই সময় বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের চাপ ছিল। সেসময় একজন নিরাপত্তাকর্মী ওই যাত্রীকে ট্রলিসহ কিছুটা সরে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাতে কর্ণপাত না করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে সেই নিরাপত্তাকর্মী পুনরায় ওই যাত্রীকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে গেলে তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে পড়েন, এরপর এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম জানান, দুইপক্ষের বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে একজন নিরাপত্তাকর্মী ওই যাত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করলে এক পর্যায়ে যাত্রীর ছেলে (একই ফ্লাইটের যাত্রী, যিনি পেছনে অবস্থান করছিলেন) ঘটনাস্থলে এসে বিমান বাহিনীর ওই নিরাপত্তাকর্মীকে শারীরিকভাবে আঘাত ও লাঞ্ছিত করেন। যাত্রীরা ওই নিরাপত্তাকর্মীকে কিলঘুষি মারা শুরু করলে তাদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি হয় এবং ওই নিরাপত্তা কর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে দায়িত্বরত আনসার এবং এভিয়েশন সিকিউরিটির সদস্যরা এগিয়ে এলে নিরাপত্তা কর্মীদের ওই দুইজন যাত্রীর হাত থেকে মুক্ত করা হয়।

ছিনতাই প্রতিরোধে ব্যাগ ও মোবাইল নিজ দায়িত্বে রাখুন

বললেন ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা ডেস্ক

ছিনতাই প্রতিরোধে রাজধানীবাসীকে মোবাইল ও ব্যাগ নিজের দায়িত্বে নিরাপদ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা ক্লাবে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, 'আমরা আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাগ, মানিব্যাগ, পার্স, মোবাইল নিজে একটু নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবেন। তাহলে এ কাজের মাধ্যমে আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে পারবেন।'

ছিনতাইয়ের ৮০ শতাংশই 'মোবাইল

ছিনতাই' জানিয়ে সাজ্জাত আলী বলেন, 'বাসে বা প্রাইভেট কারে যখন কেউ কথা বলেন, তখন তাঁর মোবাইল নিয়ে দৌড় দেয় ছিনতাইকারী। তাদের হাতেনাতে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পুলিশের কাছে বড় অস্ত্র থাকে। তারা বুট পরা, ইউনিফর্ম পরা থাকে। ছিনতাইকারী থাকে খালি পায়ে বা একটা কেডস পরা। তার সঙ্গে দৌড়ে পেরে ওঠা অনেক কঠিন। তাই ঢাকাবাসীকে অনুরোধ করব, আপনার মোবাইল, মহিলারা পার্স বা হ্যান্ডব্যাগ নিজের নিরাপত্তায় ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করবেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশের প্রস্তুতি

হযরত হানিয়া

একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট অবদান হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নির্ধারণ করলে ভুল হওয়ার কথা নয়। যা ইতিমধ্যে বর্তমান শিল্পায়িত বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৃহত্তম এবং প্রধান নেতৃস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক প্রকার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করছে। প্রযুক্তি নির্ভর পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যম শিল্প এই নব্য তরঙ্গের বাইরের কিছু নয় বরং বড় ধরনের ধাক্কা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

'সাংবাদিক ছাড়া সাংবাদিকতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং প্রবণতাও ভালো নয়।' কথাটি বলেছেন কানাডীয় অধ্যাপক ও যোগাযোগবিদ ভিনসেন্ট মস্কো। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিকতা পেশা বহুমুখী হুমকির সম্মুখীন হয়ে প্রতিনিয়ত রূপ পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে আছে। এই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সহজলভ্যতা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনশীল প্রভাবকগুলো উপস্থিতি পরিবেশকে আরো দ্রুত ঘোলাটে করে তুলছে।

ইতোমধ্যে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান এবং ব্লুমবার্গের মতো খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সংস্থাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবাদ নিবন্ধ তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত সরঞ্জামগুলোর ব্যবহার উর্ধ্বমুখী করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি প্রতিবেদন বলছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) একা বছরে ৫০,০০০-এরও বেশি স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধ তৈরি করে। যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে সাংবাদিকতার সম্পৃক্ত ভবিষ্যতকে নতুনভাবে সঙ্গায়িত করতে প্ররোচিত করছে।

যদিও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বহুমুখী ব্যবহার নতুন না। তবে, গত কয়েক বছরে এর ব্যবহার অকল্পনীয়হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সময়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছে। প্রথম দিকে ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদ সংস্থাগুলোর গ্রাহকের কাছে পছন্দ অনুযায়ী সংবাদ বণ্টন এবং নির্দিষ্ট কিছু অলগারিদমিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা এই জগতে আগাগোড়া ব্যবহৃত জনপ্রিয় একটি প্রক্রিয়া।

বর্তমানে সংবাদের লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে শুরু করে ছবি, অডিও, ভিডিও মাধ্যম সম্পাদনা সহ বৈচিত্র্যময় কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার অহরহ দেখা যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বহুমুখী দক্ষতা সংবাদ সংস্থাগুলোর কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছে এবং এর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সংবাদ সংস্থাগুলোর নিউজ রুম নতুন রূপ ও কাঠামো লাভ করেছে এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল সংবাদ রচনা, বিতরণ, রূপগত এবং গুণগত উৎকর্ষেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব দেখা যায় সংবাদের জটিল সব সমস্যার সমাধানেও। যে-সব জটিল সমস্যা কোনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এর বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ এবং ভুল হওয়ার সম্ভবনা বেশি সেসব সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। অনেক লোকের পরিশ্রমের কাজ ক্ষণিকের মাঝে বিশেষ দক্ষতায় সম্পাদনের ক্ষমতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবস্থানকে আরো শক্ত করে তুলেছে।

বর্তমানে ফ্যাক্ট চেকিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়। যেসব গভীর জালিয়াতি কোনো একজন মানব সাংবাদিকের জন্য নির্ণয় করা বেশ জটিল এবং পরিশ্রমসাধ্য তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিশালী কার্যক্ষমতার ব্যবহারে অতিসত্বর নির্ণয় করা সম্ভব। যা সাংবাদিকতার এই বিশেষ এই ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা যাচাই কার্যে বেশ জনপ্রিয় কার্যকরী মাধ্যম হয়ে দাড়িয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বৈচিত্র্যময় বিশাল ক্ষেত্রগুলোও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একপ্রকারের চারণভূমিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার হরেক রকমের তথ্যে বড়

বড় ডাটা প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এই কাজকে আগের তুলনায় বেশ সহজসাধ্য করে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

সর্বোপরি বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওপেন এক্সেস সূত্রগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে সংবাদ রচনা করায় সিদ্ধিহস্ত। এছাড়াও, একই প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে জটিল কাঠামোগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টিং কাজগুলো যেমন- আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি, সরাসরি ক্রীড়া স্কোর নির্ণয় বা নির্বাচনের ফলাফলের মতো এসব সংবাদ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া তৈরি করতে পারে। সংবাদ রচনা থেকে শুরু করে, গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সকাল প্রক্রিয়াই এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আওতাধীন। তবে গভীর বোধ সম্পন্ন সংবাদ রচনা করতে তাদের নৈতিক ও সার্বিক ক্ষমতা অসম্পন্ন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সার্বিক বৈচিত্র্যময় ক্ষমতাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ হরেক নামে সম্বোধন করেছেন। যেমন- কার্লসন বলেছেন, 'স্বয়ংক্রিয় সাংবাদিকতা', নাপোলি বলেছেন, 'অ্যালগরিদমিক সাংবাদিকতা' অন্যদিকে ক্লারওয়াল বলেছেন, 'রোবট সাংবাদিকতা'। যে যাই বলুক না কেন, মূল বিষয়বস্তুটি একই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংবাদিকতার জগতে অভাবনীয় যুগোপযোগী পরিবর্তনের ছোঁয়া নিয়ে আসলেও নেতিবাচকতা ও দুর্বলতার ফিরিস্তিও ছোট নয়। গত কয়েক দশকে বৈশ্বিক বাজারে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম শিল্পের বাজার আর্থিকভাবে অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে এবং অনেক নতুন দুয়ারও উন্মোচিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিকতা চর্চা এক্ষেত্রে বড় ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাঁধার মুখে পড়তে যাচ্ছে।

বস্তুত পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা কিছু নৈতিক মানদ্লের চর্চা করে থাকে। যা একজন পেশাদার সাংবাদিক সচেষ্টভাবে পালন করতে উৎসাহিত করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সাংবাদিকতায় এই নৈতিক মানদ্ল বাস্তবায়নে দক্ষতা কার্যকর না। কম্পিউটার প্রোগ্রাম হিসেবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যক্রম ও কার্যক্ষমতা নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমের আওতাভুক্ত যা সাংবাদিকতার নৈতিক মানদ্লের চর্চা করতে অসামর্থ্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সাংবাদিকতার জগতে সবচেয়ে বেশ ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে ধারণা করা হচ্ছে তা হলো মানব সাংবাদিকতার চর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে। রোবট সাংবাদিকতা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই লাগামহীন চর্চা সাংবাদিকতায় পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যা ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতা ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে গভীর অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত করছে। ইতোমধ্যে শেয়ার বাজারে এই শিল্পের ৯০% দরপতন ঘটেছে এবং অনেক সংবাদমাধ্যম গণ-অনুদানের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ গণমাধ্যম শিল্পকে বিকল্প উৎসের সন্ধানে যাবার পথে তারিত করছে।

প্রকৃতপক্ষে, সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যা সাংবাদিকতা চর্চা এবং গণমাধ্যমের কার্যকারিতার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্মুক্ত ব্যবহারে গ্রাহকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। এমন করে চললে যা সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎতে আরো নেতিবাচক রূপে সঙ্গায়িত করতে প্রভাবিত করবে।

এছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মুক্ত ব্যবহারের ফলে, নিমেষেই বিভিন্ন মিথ্যা বা প্ররোচিত তথ্যের সাহায্যে সংবাদ রচনা করার মাধ্যমে বয়ান তৈরিতে ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। যার ব্যবহার সংবাদ ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত উলঙ্গ প্রপাগান্ডায় নানাবিধ সহযোগিতা করছে। যা নির্ণয় করা এবং এর বিপরীতে সঠিক কার্যকর অবস্থান সৃষ্টি করা বেশ জটিল ও শ্রমসাধ্য।

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম বিষয়ক বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রমে এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে গণমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও প্রভাব বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গণমাধ্যমগুলো তাদের আয়-বৃদ্ধি সহায়ক এবং ব্যয় হ্রাসমান প্রক্রিয়ায় গ্রহণের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্র যুক্ত করছেন তাদের কর্মসূচিতে।

এখন দেখা যাক বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যম শিল্প সম্পর্কিত পরিবেশ কতটুকু প্রস্তুত এই প্রক্রিয়াশীল আশু সম্ভাবনার জন্য। বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হলেও তা এখনো আলোচনার বাইরে। বিভিন্ন ধরনের সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা থেকে প্রচারিত ছবি কিংবা সংবাদে সূত্র হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বত্ব দিয়ে প্রকাশ করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। যা বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের পথকে সুগম করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। 'সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই): বাংলাদেশ কি এর জন্য প্রস্তুত? বাংলাদেশের সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি গবেষণা' শিরোনামে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দুইজন প্রভাষকের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধে বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৭০% শিক্ষার্থীরা এআই-এর ভূমিকা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ৮৭% শিক্ষার্থী চায় এআই সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যেখানে, ৭৪% শিক্ষার্থী এআই-এর সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যা প্রযুক্তি গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতির ইতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করে।

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায় গণমাধ্যম বিষয়ক শিক্ষাক্ষেত্রগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় কার্যক্রম ইতিবাচক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অতি সামপ্রতিক কালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নির্বাচন সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রগুলোকেও বেশ জোড়ে সুরেই প্রভাবিত করেছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই পরিবর্তনশীল পেশায় বাংলাদেশের সাংবাদিকতা বিষয়ক শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই চলমান শক্তিশালী অনুঘটক ও প্রভাবকের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে নেতৃত্ব বজায় রাখতে, প্রাযুক্তিক ও যুগোপযোগী দক্ষতায় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

ড্রামার: ছন্দের কারিগর, ড্রাম সুরের প্রাণ

ড্রামের ইতিহাস প্রাচীন ও গৌরবময়। প্রাচীন মিশর থেকে শুরু করে চৈনিক সভ্যতার ধর্মীয় আচারে ড্রামের ব্যবহার, ড্রামারদের গুরুত্ব স্পষ্ট করে তোলে। ড্রামের তাল অনেক সময় ভাষা বা প্রার্থনার সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ এটি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের সৃজনশীলতার প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধারণা করা হয়, ড্রামের ছন্দ থেকেই সঙ্গীতের অন্যান্য শাখার উৎপত্তি। আর ড্রামার হলেন সেই সঙ্গীতজ্ঞ, যিনি ড্রাম, করতাল এবং ড্রামস্টিকসের মতো পারকাশন যন্ত্র ব্যবহার করে সুরের গভীরে ছন্দময় অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেন। ড্রামের প্রতিটি আঘাতে তিনি শুধু তাল নয়, একটি গল্প বুনে চলেন—যেখানে সুর, সংগ্রাম, এবং স্বপ্নের মেলবন্ধন সঙ্গীতকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। একজন দক্ষ ড্রামার কেবল তাল ধরে রাখেন না, তিনি সঙ্গীতের হৃদস্পন্দন রচনা করেন। টাইমকিপিং, তাল ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তার অসামান্য দক্ষতা, ড্রাম প্যাটার্ন এবং ফিলগুলির প্রতি তার গভীর বোঝাপড়া সঙ্গীতকে পূর্ণতা এনে দেয়। এর সঙ্গে আরো যুক্ত হয় ড্রামার এর সৃজনশীলতা, অভিযোজন যোগ্যতা এবং আবেগ, যা একটি অনন্য বাজানোর শৈলী ফুটিয়ে তোলে। ড্রামের প্রতিটি আঘাত যখন সঙ্গীতকে বৃহৎ গোষ্ঠীর হৃদয়ে পৌঁছে দেয়, তখন একজন ড্রামার ছন্দের মাধ্যমে সঙ্গীতের আত্মা জাগিয়ে তোলেন এবং আমাদের শোনান এক অনন্ত সুরের গল্প। শিল্পঘর পাতায় আজ থাকছে এমনই দুজন ড্রামার, মো: শাহাদাত ওসমান মিথুন এবং আলভি শরীফ। আশাকরি, শিল্পঘর এর আজকের পাতাটি পাঠকদের মনে বালো লাগা এনে দিবে। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

ড্রামার শাহাদাত ওসমান মিথুন

মো: শাহাদাত ওসমান মিথুন একজন দক্ষ ড্রামার, যার সুরের প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল ছোটবেলা থেকেই। এই টান তাকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে। গ্রামের মেঠোপথ থেকে শহরের স্টেজ পর্যন্ত তার যাত্রা যেন এক রূপকথার গল্প। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় স্কুলে ড্রামস পিটি করানোর সুযোগ পেয়েছিল মিথুন। সে সময় ড্রামস পিটানোর ঝংকার, রিদমের মুগ্ধতা, আর ছন্দের যে জাদু—সেই প্রথমবার তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। তখন থেকেই তার মনে ড্রামস শেখার ইচ্ছা তৈরি হয়। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়া সহজ ছিল না। পরিবারের আর্থিক সঙ্কট, গ্রামের পরিবেশ, এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব সত্ত্বেও সে তার সুরের পথ থামতে দেয়নি।

প্রথমবার ড্রামস শেখার সুযোগ হয় তার প্রিয় মামা মুজিবের কাছে। সেই থেকে শুরু। এরপর একে একে তার বাবু ভাই, সাঈদ ভাই, মিজান মামা, ডানো ভাই, তূর্য ভাই—এদের কাছে সে ড্রামসের বিভিন্ন দিক শিখেছে। তবে ড্রামস শেখার পাশাপাশি শিখতে হয়েছে ধৈর্য, শৃঙ্খলা, এবং কঠোর পরিশ্রমের মূল্য।

সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা তাকে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে শক্তি জুগিয়েছে। তার জীবনের প্রথম প্রোগ্রাম ছিল চট্টগ্রাম সিটি কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে। সেই দিনটি আজও তার মনে গভীরভাবে আঁকা। নতুন কিছু শুরু করার রোমাঞ্চ, একই সঙ্গে ভয় এবং উত্তেজনার এক মিশ্র অনুভূতি, যা তার সঙ্গীত জীবনের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

মিথুন জানায়, 'সুর আর সাধনার গল্প বলতে আমার কাছে ড্রামস বাজানো একটি গভীর সাধনার বিষয়। প্রথম স্টেজে দীর্ঘ সময় ধরে ড্রামস বাজানো আমার কাছে ছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো। হাত ব্যথা হয়ে যেত, শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা আমাকে দমাতে পারেনি। ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করতে করতে সেই কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। প্রতিটি ব্যথা যেন এক একটি নতুন অভিজ্ঞতা। আজ এত বছর পর ড্রামস বাজানো আমার কাছে আর কষ্টসাধ্য মনে হয় না। তবে প্রতিটি প্রোগ্রামে আমি আমার সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করি।' মিথুনের মতে, প্রতিটি পরিবেশনা এমন হতে হবে যাতে শ্রোতাদের মনে আজীবন থেকে যায়।

শুরুর দিনগুলোর সংগ্রাম সম্পর্কে মিথুন বলেন, 'দিনগুলি ছিল ভিন্ন। ২০০৫ সালে আমার জীবনের প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্স হয় চট্টগ্রাম কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে। তখন আমি ছিলাম এক তরুণ স্বপ্নবাজ। আমার ব্যান্ডের নাম ছিল "ওয়েভ ব্যান্ড"। শুরুর দিনগুলোতে সে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করতাম। আধুনিক সময়ের মতো তখন এত উন্নত ড্রামস বা সাউন্ড ইকুইপমেন্ট সহজলভ্য ছিল না। সে সময় নিজের যন্ত্রপাতি বহন করতে হতো, যা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে বাজানোর ফলে শরীর ভেঙে পড়ত। তবুও সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা আমাকে থামায়নি, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আমাকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করত।'

সঙ্গীত জীবনের শুরুর দিনগুলোতে মিথুন একাধিক ব্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছে। প্রথমে বনসাই ব্যান্ড, এরপর স্টোন ব্যান্ড, বেঙ্গল বয়েজ ব্যান্ড এবং নাটাই ব্যান্ড। প্রতিটি ব্যান্ডে কাজ করার সময় সে শিখেছে মিউজিকের নতুন নতুন দিক। ঢাকায় এসে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখানে সে কাজ করার সুযোগ পায় দেশের নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে। মিথুন জানান, পারভেজ ভাই, জয় শাহরিয়ার, বাপ্পা মজুমদার, রিংকু ভাই, তাপস এন্ড ফ্রেন্ডস, তাহসান, মিলা, রেশমি মির্জা, সামিনা চৌধুরী, পন্থ কানাই, প্রতীক নবি এবং কিশোর ভাইয়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাকে মিউজিকের গভীরতা অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে।

প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তার জন্য এক একটি নতুন শিক্ষা ছিল-বলে জানান মিথুন। প্রত্যেকের কাজের ধরন, তাদের মিউজিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সৃজনশীলতার ধরন থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। মিতুন বলেন, 'আমি এক সময় বুঝতে পেরেছি যে, সঙ্গীত হলো এক অশেষ জ্ঞানভাণ্ডার, যেখানে শেখার কোনো শেষ নেই।'

দেশ-বিদেশের মঞ্চে তার সাফল্য ব্যাপক। মিউজিক ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় প্রাপ্তি হলো দেশ-বিদেশের মঞ্চে পারফর্ম করার সুযোগ। মিথুনের মতে, মিউজিক এমন একটি মাধ্যম যা সব ধরনের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে। দেশে যেমন শ্রোতারা তাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়, তেমনি দেশের বাইরে প্রবাসী বাঙালিরাও তাকে নিজেদের পরিবারের একজন মনে করেন।

জাপান, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, দুবাই এবং ভারতের মঞ্চে বাংলা গান পরিবেশন করার অভিজ্ঞতা মিথুনের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি জানান, প্রতিটি মঞ্চে তার অভিজ্ঞতা আলাদা। তবে এক জিনিস সবখানে এক—সঙ্গীতের প্রতি শ্রোতাদের ভালোবাসা। তার মতে, সঙ্গীত এমন একটি জাদু যা ভাষা এবং সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে।

ড্রামস বাজানোর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা তাকে সব সময় নতুন কিছু শেখার অনুপ্রেরণা দেয়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিটার সেন্টারে ড্রামস নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কোর্স করছেন।

স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মিথুন বলেন, 'আমার একটাই স্বপ্ন—বাংলা মিউজিককে সারা বিশ্বের বাঙালিদের সামনে তুলে ধরা। আমি চাই সুর যেন নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

মিউজিকের গভীরতা এক অনুভবের জগৎ তার কাছে। ড্রামস বাজানো তার কাছে কেবল পেশা নয়, এটি তার অনুভূতির প্রকাশ। তিনি নিজেকে হয়তো কথায় ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন না, কিন্তু তার বাজানো সুরেই যেন সমস্ত কথা বলে ওঠে। প্রতিটি স্ট্রোক, প্রতিটি রিদম এমনভাবে শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায় যে, মনে হয় সুরের গভীরে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব।

মিথুনের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার ইম্প্রোভাইজেশন। নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি তার সুরের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে পান। প্রতিটি পরিবেশনা যেন একটি নতুন গল্প। তার সরল উপস্থিতি, নিখুঁত রিদম, এবং সাদামাটা জীবনযাত্রা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

অবসর সময়ে তিনি ক্রিকেট খেলতে, গান শুনতে এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তবে তার আসল আনন্দ মিউজিকের ভেতরেই। মিথুন বলেন, 'সঙ্গীত হলো জীবনের সবচেয়ে বড় থেরাপি। এবং পরিবার আমার শক্তির উৎস।'

মিথুনের সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তার পরিবার। মিথুনের বাবা-মা এবং দুই বোন সবসময় তাকে সাপোর্ট করেছেন। প্রতিটি স্টেজ পারফরম্যান্সের আগে এবং পরে পরিবারের দোয়া আর ভালোবাসা তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। মিথুন বলেন, 'পরিবারের সমর্থন ছাড়া জীবনের কোনো লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়।'

ড্রামার আলভি শরীফ

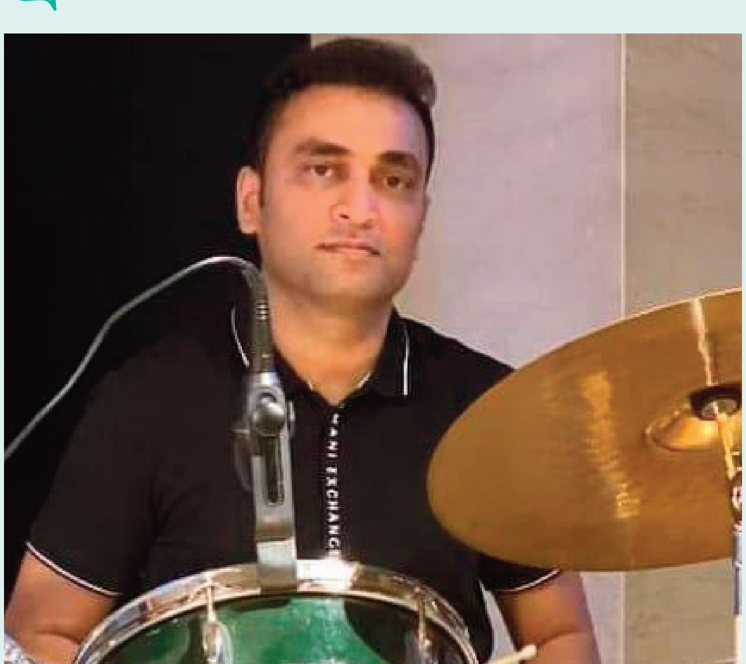

আলভি শরীফ আরো একজন দক্ষ ড্রামার যার কাছে ড্রাম বিট হচ্ছে একটি গানের হৃদস্পন্দন-যা পুরো পরিবেশনার ছন্দ ও শক্তি নির্ধারণ করে। আলভির মতে, সেই স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে পারা এবং সঙ্গীতকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরিপূর্ণতার অনুভূতি দেয় তাকে যা তার অভিজ্ঞতা তার সংগীত যাত্রার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।

আলভির সংগীতজীবন শুরু হয় শৈশবেই। তিনি হারমোনিয়াম, তবলা, পারকাশন এবং মাঝে মাঝে গিটার বাজাতেন। ২০১৫ সালে ড্রামিং শখ হিসেবে শুরু করলেও এটি দ্রুত তার এক গভীর আবেগে পরিণত হয়। আলভি ড্রাম কিট সেটআপে সাধারণত ৫-পিস কিট পছন্দ করেন। যাতে স্নেয়ার, বেজ ড্রাম, দুটি টম, একটি ফ্লোর টম, হাই-হ্যাট, ক্র্যাশ, এবং রাইড সিম্বল থাকে। এটি বহুমুখী এবং বিভিন্ন স্টাইলে সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায় বলে জানান তিনি।

বর্তমানে আলভি ডাবল পেডালের গতি বাড়ানোর ওপর কাজ করছেন এবং ড্রাম সোলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, যাতে পারফরম্যান্সে গভীরতা ও জটিলতা যোগ করা যায়।

আলভি জানান, তিনি দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। আলভি মনে করেন, এক্ষেত্রে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চোখের সংযোগ বজায় রাখেন এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে সবাইকে সিঙ্কে রাখেন। এছাড়া অন্যান্য যন্ত্রের ছন্দ ও গতিবিধি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেন, যাতে অন্যদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। সেইসাথে,

নিয়মিত ব্যায়াম, স্ট্রেচিং এবং সঠিক হাইড্রেশন নিশ্চিত করেন এবং ক্লান্তি এবং আঘাত এড়াতে প্রয়োজনীয় বিরতি নেন তিনি।

ড্রামিং সম্পর্কিত আঘাতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলভি বলেন, 'তীব্র বাজানোর কারণে আঙুলে ফোসকা পড়ে যায়। ব্যান্ডেজ ও গ্লাভস ব্যবহার করতে হয়। হাত সুরক্ষিত রেখে এবং বাজানো চালিয়ে যেতে হয়।'

সৃজনশীলতা ও কারিগরি দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি প্রথমে মৌলিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করেন যা তাকে আরও সৃজনশীল হতে আত্মবিশ্বাস দেয়। অনুশীলনের সময় ফিলস, গ্রুভ এবং ট্রানজিশনের সাথে পরীক্ষা চালান, যাতে নির্ভুলতা ও অভিব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

আলভি জানান, প্রিয় ড্রামিং স্মৃতি বা সাফল্য রমেল খান, নকীব খান এবং তপন চৌধুরীর মতো বিখ্যাত শিল্পীদের মৌলিক গানে বাজানোর সুযোগ পাওয়া তার সংগীত জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত।

স্টেজে তার সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন 'আমার ব্যান্ডের সঙ্গে পরিবেশনায় দর্শকদের উল্লাস দেখার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। বিশেষ করে যখন দর্শক গানটির সাথে তাল মিলিয়ে গান গায় বা ড্রাম সোলো ও ফিলসে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখন সেটি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা মনে হয়।'

নতুন সঙ্গীতের ট্রেন্ড ড্রামিংয়ে যুক্ত করতে আলভি আধুনিক গান শুনেন এবং বিট ও প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করেন। সেই ট্রেন্ডগুলো তার বাজানোর স্টাইলে যুক্ত করার চেষ্টা করেন একইসাথে তিনি নিজস্ব সাউন্ড অক্ষুণ্ণ রাখেন।

ড্রামার হিসেবে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে আলভি বলেন, 'আমি ইউনিক গ্রুপ তৈরি করতে চাই এবং তা মৌলিক গানে অন্তর্ভুক্তও করতে চাই। পাশাপাশি, অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিভিন্ন স্টাইল অন্বেষণ করতে চাই।'

নতুন ড্রামারদের জন্য তার পরামর্শ হলো, নিয়মিত অনুশীলন করতে টাইমিং, টেকনিক এবং বহুমুখিতার ওপর মনোযোগ দেয়া। ধৈর্য ধরে কাজ করতে, অনুপ্রাণিত থাকতে, এবং নতুন স্টাইল ও রিদম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পরামর্শ দেন তিনি। তার আরো একটি বিশেষ পরামর্শ হলো, শুরুতেই টাইমিং ও ডাইনামিকের ওপর মনোযোগ দেয়া।একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা এবং মেট্রোনোম ব্যবহার করে অনুশীলন করতে বলেন তিনি—যা অনেক পরিবর্তন আনবে।

আলভি শরীফের জীবন শুধুমাত্র সংগীত, প্রযুক্তি ও পরিবারে সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবনের গল্প আমাদের শেখায় কীভাবে একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং সমাজের জন্য কিছু করতে প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যায়।

আলভি শরীফ এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে জনসেবার প্রতি গভীর আবেগ ছিল। একজন সরকারি কর্মকর্তার সন্তান হওয়ায় তার শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তার বাবা ঢাকায় যৌথ সচিব পদে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকায় স্থায়ী হওয়ার পর আলভি ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে ঢাকা কলেজে কলেজ জীবন সম্পন্ন করেন।উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচএসসি) পর আলভি পূর্ণ স্কলারশিপ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা যান, যেখানে তিনি ম্যাকনিস স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৫ সালে আলভি রেশমী শরীফের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং টেক্সাসের ডালাসে স্থায়ী হন। সেখানে তিনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সাফল্যমণ্ডিত পেশা গড়ে তোলেন। পাশাপাশি, তিনি কয়েকটি ফ্রিল্যান্সিং আইটি কোম্পানি পরিচালনা করেন এবং ডালাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

একজন ড্রামারের জীবনের গল্প হলো সুর, সংগ্রাম এবং স্বপ্নের এক মেলবন্ধন। তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি স্ট্রোক, এবং প্রতিটি রিদম যেন এক অনুপ্রেরণার উৎস।

আজকে শিল্পঘরের পাতায় দুজনের গল্প আমাদের শেখায় যে প্রতিভা, পরিশ্রম, এবং পরিবার ও প্রিয়জনের সাপোর্ট দিয়ে জীবনের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। ড্রামস বাজানো একজন ড্রামারের জন্য শুধুই একটি কাজ নয়।

এটি শিল্পীর ভালোবাসা, অনুভূতির প্রকাশ, এবং জীবনের সবকিছু। এই দুই শিল্পী প্রমাণ করেন যে, যদি স্বপ্নের প্রতি সৎ থাকা যায়, তবে সাফল্যের পথে কোনো বাধাই টিকে থাকতে পারে না। দু'জনকে শুভ কামনা।

মহামিলন

মো. রেজাউল করিম

আকবরের মা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়েই পাশের বাড়ি থেকে এসে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দ্যাখে আকবরের বাবা কলিমউদ্দিন দুই হাঁটু মুড়ে ঘরের ছোট্ট বারান্দাটায় ঘোলা চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটার বয়স ষাট হলেও দারিদ্রের কষাঘাতে দেখতে সত্তর- গোটা মুখের ত্বক শুকিয়ে করোটির সাথে লেপ্টে আছে, তাতে অসংখ্য ভাঁজ; কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ কতদিন ছাঁটা হয়নি তা হয়ত তার মনেও নেই, এক কালে মাথায় ঝাঁকড়া চুল থাকলেও এখন পাটের আঁশের মতো এলোমেলো কিছু চুল জানান দেয় যে, এক কালে সেখানে চুল ছিল। সেই চুলে ঈদের দিন-ই শুধু আকবরের জোরাজুরিতেই চিরুনির আঁচড় পড়ে। আকবরের মায়ের কথায় বুঝি-বা তার সংবিৎ ফিরল। 'ঘরে চাল নিইকো, মাঠঘাট থেইকি শাকপাতা তুইলি তরকারি রান্না কইরি দিচছি, আজমের মায়ের ফোন থেইকি আকবরকে আজ দুই দিন ফোন দিতিছি, ফোনে কোনো সাড়াশব্দ নিইকো। ছাওয়ালডার কী হইলি খোঁজ নিবেন না? নাকি খাওয়ার সুমায় হলি পরে শুধু মুখি কথা ফোটে? ঢাকায় নাকি যুদ্ধ হচছে।'

'কী কও, যুদ্ধ তো একাত্তরেই শেষ হইয়ি গিইছে। এখুন আবার কার সাথে যুদ্ধ হবি?'

'যুদ্ধ হচছে পুলিশির সাথে। মানুষ নাকি মইরি শ্যাষ।'

'আজমের মা কী কইলো? যুদ্ধ কী চলতিছে'

'আজম কাইল আমাগের আকবরকে রাস্তায় দেইখিছে পুলিশির সাথি মারামারি করতি। যুদ্ধ কাইল শ্যাষ হইয়ি গিইছে। কিন্তু আজম আমাগের আকবরকে খুঁইজি পায়নি। আকবর আমাকে যে ফোন কিইনি দিইছিল তা তো পানিত্ পইড়ি নষ্ট হইয়ি গিইছে। আকবরের খোঁজ নিতি বারবার আজমের মায়ের কাছে যাতি ভালো ঠ্যাকে না। ইসব নিয়্যি আপনার তো কুনু মাথাব্যাথা নিইকো।'

'এতদূরে বইসি কী কবো? দ্যাকো-আকবরের ফোন হারা যাতি পারে, ফোনে ট্যাকা না থাকতি পারে- ঠিকি ফোন করবিনি। একদিন, দুইদিন দ্যাকো। আকবর আমার চালু ছাওয়াল। গাঁওগিরাম থেইকি ঢাকাত যাইয়ি রাস্তায় খাড়াইয়া কত সোন্দর সোন্দর প্যান্টশাঁট বিকরি কইরি নিজি চলতিছে, আমাগের জন্যি ট্যাকা পাটাচছে। এক বছর তো দেখতে দেখতি পার হয়্যা গেল। কুনুদিন কুনু সমস্যার কতা তুমাক, কী আমাক কয়ছে? কয়নি। তুমার মাইয়াডাই খালি ইডা লাগবি, উডা লাগবি কয়্যি ফিরিস্তি দ্যায়, না পালি পরে না খ্যায়া শুয়্যি শুয়্যি ঘুমায়।'

আকবরের মায়ের এইসব প্যাঁচাল ভালো লাগে না। স্বামী নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় ঘরে বসা। পঙ্গু না হলেও রোজগার করার মতো কোনো কাজ করতে পারে না সে। ছেলে আকবর প্রতি সপ্তাহে বিকাশ করে টাকা পাঠায়, তাই দিয়ে মোটা চাল, তেল মশলা কেনা হয়; আর তরকারি বলতে ঘরের ছাদের লাউ, কুমড়া, কিংবা উঠোনের জাঙলায় ঝিঙে, পটল; তাও না থাকলে বাড়ির আশপাশ থেকে বুনো শাকপাতা দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে জলাজঙলার পানি শুকিয়ে গেলে গাঁয়ের পোলাপাইন মাছ ধরে দিয়ে যায়- এভাবেই জীবন চলে যায়। আকবরের মা আজমের মায়ের কথা চিন্তা করে কোনো কূলকিনারা করতে পারে না, বুঝতেও পারে না পুলিশের সাথে ছাত্রদের গন্ডগোল; আকবর তো হকার- ও কেন গন্ডগোলে যাবে? প্রতিদিনই সে আজমের মায়ের কাছে যায়, আজমের মায়ের দেয়া এক খিলি পান মুখে দিয়ে আজমের সাথে কথা বলে। আজমও নাকি গুলি খেয়ে হাসপাতালে, তবে কথা বলতে পারে। আজম আর আকবর একই বস্তিতে মেসঘরে থাকে। আজম নিজেও অনেক খুঁজেছে- আকবরকে পায়নি। আজম এটাও জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেনি যে ঢাকার গন্ডগোলে মানুষ মরেছে শতশত। কথাটা শুনে, আকবরের খোঁজ না পাওয়ায় তার বুকের মধ্যে ধক করে উঠে। অজানা আশংকায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে।

বাড়িতে গিয়ে আকবরের বাবাকে বলে, 'আমার মোনে ভালো ঠ্যাকছে না। আপনি ঢাকায় যান, আমার আকবরেক খুঁইজি দ্যাকেন। আমার ছাওয়াল এতদিন বাড়ির সাথে কুনু যোগাযোগ না কইরি থাকতি পারে না। হাসপাতালে থাকলিও ছাওয়াল ফোন কইরি জানান দিত।'

'আমি ঢাকায় গিইছি তিরিশ বছর আগে। আমি কি ঢাকায় যাইয়্যি কুনু তাল পাবোনি?'

'আপনার শরীরের সাথে মনও কি মইরি গিয়ছে? নিজির ছাওয়ালের খোঁজ নাই এতদিন! ছাওয়ালের ট্যাকাতেই বইসি খাচছেন। ছাওয়াল মইলো না বাঁইচল তা দিয়্যি আপনের কিছুই যায় আসে না?'

'ঢাকায় যাতি তো অনেক ট্যাকা লাগবি। ট্যাকা পাব কোনে?

আকবরের মা স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'মিয়া জানি খবরডা না পায়, বিয়্যির সুময়কার আমার হাতের সোনার চুড়ি দুইডি আছে। গঞ্জে যাইয়ি সুনার চুড়ি দুইডি বিকরি কইরি যে ট্যাকা পাবেন তা দিয়্যিই ঢাকায় যান।'

সেদিন বিকেলেই কলিমউদ্দিন সোনার দোকানে চুরি দটো বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পেল। পাঁচ হাজার টাকা সে জীবনে কোনোদিন একত্রে দ্যাখেনি। দোকানি তাকে সাবধানে বাড়ি যেতে বলেছে, দেশের পরিস্থিতি নাকি ভালো না। আরো বলেছে সন্ধ্যার আগেই যেন বাড়িতে পৌঁছায়। টাকা পাওয়ার পরে তার পায়ের বল যেন ফিরে এল। সে দ্রুত হেঁটে টেম্পোস্ট্যান্ডে গিয়ে বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দিল। টাকা লুঙ্গির কোঁচড়ে রেখে দুটো গিট দিয়ে তবেই দোকান থেকে বের হয়েছে- এতে করে লুঙ্গি উঠেছে হাঁটু অবধি। টেম্পোর মধ্যে বসে কারোর দিকেই তাকাচ্ছিল না করিমউদ্দিন। সকলকেই তার সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দু'একজন তার দিকে অন্যভাবে তাকিয়ে আছে। এরা তো তো তাকে সোনার দোকান থেকে বের হতে দ্যাখেনি। তাহলে ওরকম চোরের মতো তাকিয়ে আছে কেন তার দিকে? কলিমউদ্দিন নামাজ-কালাম পড়ে না। তবে ভয়ে দোয়া-কালাম যা জানে তা পড়তে থাকল। অবশেষে কলিমউদ্দিন নিরাপদেই সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেল। সে নিজে কদাচিৎ-ই আজমদের বাড়িতে যায়। আজ ওদের বাড়িতে গিয়ে আজমের সাথে ফোনে কথা বলে জানল, আজমের শরীরের অবস্থা ভালো না। আজম বলল, ঢাকা মেডিকেলের ঠিকানা লাগে না। ঢাকায় সবাই চেনে- নতুন মানুষ গাবতলী থেকে বাসে করে যেতে পারবে না, তবে সিএনজি নিলে সেখানে পৌঁছান কোনো ব্যাপার না। কলিমউদ্দিন বুঝতে পারল না- সে শুনেছিল গন্ডগোল ছাত্রদের সাথে, তো হকার কেন গুলি খেল? আজম তাকে ভোরের গাড়িতে রওনা দিতে বলল। তাহলে সন্ধ্যার আগেই ঢাকায় পৌঁছে যেতে পারবে।

ভোরের গাড়িতেই কলিমউদ্দিন রওনা দিল। ত্রিশ বছর আগে কলিম ঢাকায় গিয়েছিল। তখন ঢাকার বাস ছিল লক্করঝক্কর। এখন বাসে উঠে মনে হলো গাড়ি যে এত আরামের হতে পারে তা তার ধারণা ছিল না। রাস্তাও এমনই যে বাস চলার সময় কোনো ঝাঁকি নেই বললেই চলে। ত্রিশ বছর আগে রাস্তার দু'ধারে শুধু কুড়ে ঘর দেখেছে, বড়োজোর টিনের ঘর। এখন দুদিকে তাকালে কত বড়ো বড়ো রঙ-বেরঙের দালান দেখা যায়। সে-সময় কিছুক্ষণ পরপরই বাস থেমে লোক তুলত। এই বাস নাকি নদীর ঘাট ছাড়া কোথাও দাঁড়াবে না। ত্রিশ বছর আগে নদী পার হয়েছে লঞ্চে করে। এখন বাস উঠে পড়ল চারতলা জাহাজে। সেই জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা পঁচিশেক বাসকে নদী পার করে দিল। নদীতে জাহাজে বসেই কলিমউদ্দিন আকবরের মায়ের বানিয়ে দেয়া রুটি খেয়ে পেটের সমস্যা মিটিয়ে নিল।

গাবতলীতে বাস থেকে নেমে দুপুরের প্রখর আলোতেও ঘোলা চোখে শতশত বাসের ভিড়ে কলিমউদ্দিন প্রাথমিকভাবে খেই হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। পরে সবুজ রঙের ইজিবাইক টাইপের একটা গাড়ির ড্রাইভার তাকে কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করায় কলিমউদ্দিন ঢাকা মেডিকেলের কথা বলল। ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছে ইতিউতি ঘোরাঘুরি করার সময়ে পুলিশের মতো ড্রেস পরা এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কাকে খুঁজছে? ড্রেস পরা লোকটি বেশ সহৃদয়। কলিমউদ্দিন বিস্তারিত তাকে বলায় লোকটি তাকে নিয়ে একটি ঘরে গিয়ে এক মহিলার কাছে আজমের পুরো নাম নুরুল আজম বলল। মহিলা তার সামনে রাখা খাতাটি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে জানাল আজমের অপারেশন ঢাকা মেডিকেলে হবে না, তার অবস্থা ভালো না। তাকে আজ দুপুরে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকটি একটা সিএনজি ডেকে কলিমউদ্দিনকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

পঙ্গু হাসপাতালে গিয়ে কলিমউদ্দিন পুরোই বেআক্কেল হয়ে গেল। এখানে ঢাকা মেডিকেলের মতো সাহায্য করার কেউ তো নেই-ই বরং সেখানকার বেশ কিছু লোক তাকে ধরে টানাটানি শুরু করল। একেকজন একেক প্রশ্ন করে। কলিমউদ্দিন যখন চিৎকার করে বলল, 'আমি আইছি আমার ছাওয়ালেক খুঁজতি। আমাক ধইরি টানাটানি করতিছ ক্যা?' সে-সময় একজন যুবক ছেলে মানবজটলা থেকে তাকে টেনে বের করে অফিসের দিকে নিয়ে গেল। নুরুল আজমের ওয়ার্ড ও বেড নাম্বার পাওয়া গেল। আজম আছে তিনতলার এক ওয়ার্ডে। যে মহিলা ওয়ার্ড ও বেড নাম্বারের কথা বললেন, উনিই ইশারায় তিন তলার সিড়ি কোনদিকে তা দেখিয়ে দিলেন। হয়ত হাসপাতালের কর্মচারি, সে ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে কলিমউদ্দিন আজমের ওয়ার্ড পেল। আজমকেও পেল-ডান পায়ে ব্যান্ডেজ, পা-টা উঁচু করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পায়ের সাথে লোহার একটা খাঁচা। ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে আমসত্বের মতো হয়ে গিয়েছে। একবার তাকায়, আবার চোখ বন্ধ করে- মনে হয় ঘুমিয়ে গিয়েছে, চেতন না অবচেতন বোঝা দায়। বিছানার পাশেই একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, কলিমউদ্দিন তাকে চিনতে পারল না। ওর নাম ফারুক। ফারুক জানাল 'ওরা একসাথেই থাকে। কাল বা পরশু আজমের বড়ো অপারেশন হবে। পায়ে গুলি লেগে হাড্ডি তিন-চার টুকরা হয়ে গিয়েছে।'

কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ঢাকা মেডিকেলে শতশত রোগি। ঔষধ দিয়েছে, তবুও পায়ের ভিতরে নাকি পচন ধরেছে। আজমের পা হাঁটুর নিচ থেকে হয়ত কেটে ফেলতে হবে।'

কলিমউদ্দিন একথা শুনে অবাক হলো নাকি বিস্মিত হলো বোঝা গেল না। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছাওয়াল আকবরেক চেনো? আকবর কোনে?'

ফারুক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কলিমউদ্দিন আবারও জিজ্ঞেস করায় তার মুখের রঙ হয়ে উঠল পাংশুবর্ণ। কিছুক্ষণ ইতিউতি করে কলিমউদ্দিনের হাত দুটো ধরে বলল, 'চার তারিখে আকবরের পেটে গুলি লেগেছিল। আমিই ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও ততক্ষণে মরা। পুলিশের ভয়ে আমি চলে এসেছি, শুনেছি কারা নাকি ওকে কবর দিয়েছে রায়েরবাজার কবরস্থানে।'

কলিমউদ্দিন ঘরের দেউড়িতে যেভাবে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে সেভাবেই বসে পড়ল। মেঝেতে বসে পড়ে দুই পায়ের মধ্যে মাথা লুকিয়ে অঝোরে কেঁদে চলল। তার পিঠেটা বারবার উঁচু হয়ে উঠছে। একসময় মাটিতে গড়িয়ে পড়ে দুই হাত জড়ো উচ্চকিত শব্দে কান্না শুরু করল। হাসপাতালের ওয়ার্ডে গত কয়েকদিন এ-ধরণের কান্না অনেকেই কেঁদেছে। আশেপাশের অনেকেই বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হয়ত তারা ভাবছে বৃদ্ধ এই মাত্র তার সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছে। ফারুক তাকে কাঁদতে দিল। অনেকক্ষণ পরে তাকে দুই হাতে ধরে শোয়া অবস্থা থেকে বসাল। কলিমউদ্দিন প্রথম যে কথাটি বলল তা হচ্ছে, 'আমি আকবরের কবর দেখতি যাব।'

ফারুক কলিমউদ্দিনকে ওয়ার্ডের কমন বাথরুমে নিয়ে গোসল করাল। আজমকে বলল তুই ঘুমা, আমি আসছি। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে কলিমউদ্দিন সামনের ফুটপাতের হোটেলে খাওয়াল। এর পরে একটা রিকসা ঠিক করে রায়েরবাজার কবরস্থানে গেল। তখন চরাচরে তমিস্রা নেমে এসেছে। নতুন কবরস্থান- সুন্দর পায়ে চলা পথ তৈরি করা হয়েছে, অসংখ্য বড়ো বড়ো বিদ্যুৎবাতিতে গোটা কবরস্থান আলোয় উদ্ভাসিত। এর মাঝেও জোনাক পোকার অস্তিত্ব পরিস্ফুট, ঝিঁ শব্দও শোনা যায়। কবরস্থানের গেটেই জানা গেল সাধারণ মৃতদের জন্য নাম, ঠিকানা, কবর দেয়ার তারিখসহ রেজিস্টার মেইনটেইন করা হয়। তবে গত কয়েকদিনে আঞ্জুমানে মাফিদুল ইসলাম অনেক লাশ এনেছে যাদের নাম-পরিচয় ছিল না। আকবরের কবর কোনটা তা বোঝার উপায় নাই জেনে কলিমউদ্দিন বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি শুরু করল। কী জানি কী হলো। খাদেমদের একজন কী মনে করে ওদেরকে নিয়ে গেল কতগুলো নতুন কবরের কাছে। একটি কবর দেখিয়ে বলল এটাই আকবরের কবর। খাদেম ও ফারুক কবরস্থানের গেটের দিকে চলে গেল।

আকবরের বাবা দোয়া-কালাম যা জানে তা পড়ে দুই হাত তোলে মোনাজাতের জন্য। দুই চোখে তখন তার শ্রাবনের ধারা। দুই হাতে ভার অনুভূত হওয়ায় কলিমউদ্দিন দ্যাখে তার আকবর-তাকে যখন আঁতুরঘর থেকে বের করে তার হাতে দেয়া হয়েছিল, ঠিক সেই-রকম। কলিমউদ্দিন আবেশে চোখ বন্ধ করেই আকবরকে চুমু খেল। হাতে আরো ভার অনুভূত হওয়ায় দ্যাখে দুই বছর বয়সী আকবর- তখন সে হেটে বেড়াত। কলিমউদ্দিন তাকে পরম মমতায় কোলে নিল। তাকে আদও করবে ভেবে চোখ খুলতেই দ্যাখে সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে আবৃত এক শবদেহ। শবদেহটি তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আকবর বলল, 'আব্বা কব্বরে একা থাকতি খুব ডর করে। তুমিও আমার সাথে থাকপা।'

কলিমউদ্দিন কাফন মোড়ানো শবদেহের ওপরের দিকে চুমু দিয়ে বলল, 'চ' যাই তোর সাথে আমিও থাকবোনে।' কলিমউদ্দিন পরম মমতায় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কবরের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই পা-দুটো অবশ হয়ে এল। তার পা আর চলে না। আকবরের শরীরের প্রচণ্ড চাপে সে মাটিতে পড়ে গেল।

আমার বন্ধু বেলার উপাখ্যান!

তামান্না হাসনাত চৌধুরী

জীবন জুড়ে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, শিক্ষক, শিক্ষিকা, বন্ধু বান্ধব, আপন জন, পর জন, অল্প চেনা জন, অতি চেনা জন, অগ্রজ জন, অনুজ জন, চলতি পথে পুরনো অথবা নতুন চেনা জন, অসংখ্য, আর অগুনতি জনের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে রিক্ত, আমার এই মনের আকাশ....

দু হাত জুড়ে উপচে পড়া এই অগুনতি স্নেহ, মায়া, মমতার সঞ্চয় আমার চোখ ভেজায়, মন ভেজায়, আমাকে আপ্লুত করে বারংবার, অসংখ্য বার। আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি, এই মায়ার রং, রুপ, গন্ধ, আর ছন্দ।উচ্ছল সকাল, উদাস দুপুর, উজ্জ্বল বিকেল, নীরব সন্ধ্যা, অথবা তারা খচিত অগনিত রাত আমার মনকে ভারী হতে দেয় না একদম।উপচে পড়া এই মমতা আমাকে ভালো রাখে, যত্নে রাখে, আমার মন জুড়িয়ে, প্রাণ জুড়িয়ে উজাড় করে।এই ভালোবাসার প্রতিদান দেবার যোগ্যতা আমার নেই।আমি সেটি ঠিক জানি, কিন্তু এ মায়ার লোভ কিভাবে সামলাতে হয় সেটি ও তো আমার জানা নেই...

জীবনের এই পথ চলা, মাখনের মত মসৃন নয় কখন ও।অল্প টক, কিছু ঝাঁল, অনেক মিষ্টি, কখনও মধুর, এমন রকমারী স্বাদের আস্বাদন নিয়ে জীবন তরী বাইতে হয় আমৃত্যু আমাদের সকলের। তবে, সম্পর্কে মায়া, বন্ধুত্বের বন্ধুতা, শ্রদ্ধা, আর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে, এই বন্ধন, চলার পথে এক রকম সুরভী ছড়ায়, প্রীতির এ সুরভী গায়ে মেখে চলতে পারলে, জীবনকে আমার কাছে ঈগলুর চকবার আইসক্রিমের মত অমৃত স্বাদের মনে হয়।

কিছু, কিছু সম্পর্কে থেকে আমরা, আবদারে হাত পাতি, আহ্লাদে আটখানা হই, দেখা পেলে সুখেও কাঁদি, দুঃখেও কাঁদি। এই সম্পর্ক জুড়ে থাকে, আমাদের অনুভূতি আর বিশ্বাসের অকৃত্রিম গল্পরা। স্কুল বেলার বন্ধুরা এ সম্পর্কে প্রাধান্য পায় প্রথম সারিতে, আমি, আমরা, আমাদের কাছে, এ সম্পর্কের বাঁধন

যতটা শক্ত, ততটাই দৃঢ়। আমাদের শৈশব, কৈশর, সারল্য আর চপলতা বেলার স্কুল জীবনের বন্ধুরা আমাদের জীবনকে অর্থবহুল করে অনেকাংশে। তাদের সাথে, আঁড়ি ভাবে, খুনসুটিতে, ভালোবাসায়, প্রশ্রয়ে, আশ্রয়ে, আমরা সমৃদ্ধ হই দিন, দিন, প্রতিদিন, আজও। ছেলেবেলার সব বন্ধুরা, দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যেখানেই থাকি না কেনো, বন্ধুদের সাথে আজ অবধি আমাদের একই সুতোয় বাঁধন, একই সুরে গাঁথন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার কাছে, একজন পরিপূর্ন সুন্দর মানুষ মানে তার অসাধারন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পোশাক, অথবা চাকচিক্য আমাকে কখনও কাছে টানে না। একজন ব্যক্তিত্বশীল মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার চলনে, বলনে, কথনে, আচরনে।

স্কুল জীবন থেকে শুরু করে আজ অবধি দেখে এসেছি, তার টোল পড়া গালের মিষ্টি হাসির সারল্য, তার কাদামাটির মত নরম তুল তুলে মনটা, তার অসাধারন ব্যবহার, তার রুচিশীল, শৌখিন, সৃজনশীল মনন, তার চিন্তন, তার রুপ, গুন, অর্জন। সবটা নিয়ে সে এক, এবং অনন্যা, আমাদের প্রিয় প্রিমা।এই নম্র এবং অতি মানবিক, বাস্তববাদী, মিষ্টিভাষী মেয়েটির ব্যক্তিত্বের বহি প্রকাশ দেখে আমি হা হই।এই মেয়েটির সাথে, অল্প, অল্প, গল্প কথায় শিখি, অনেক কিছু।আমি জানি, আমার লেখা পড়ে সে বলবে, আমি এসব কিছু বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু আমিতো আমাকে জানি, ভেতর থেকে অনুভব না করলে, আমি প্রশংসা করতে পারিনা, আর লিখতে পারার তো কোন প্রশ্নই আসে না। আমি নিশ্চিত আমাদের নীলাঞ্জনার বন্ধুরা আমার সাথে, প্রিমা কে নিয়ে, একই সুরে, একই কথায় সুর মেলাবে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, প্রশংসার যোগ্য, যে কোন ব্যক্তির জীবনদশায় তার সঠিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত।কারন সঠিক মূল্যায়ন, কিছু প্রশংসা, একটা মানুষকে, ভালো রাখে, আনন্দে রাখে, আলোকিত করে।জীবনে, নতুন নতুন উপাত্ত সংযোজন করতে অনুপ্রেরনা যোগায়।

নিজের বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল আমাদের প্রিয় প্রিমা, এক সন্ধ্যায়, এক ফোন আলাপে, আমাকে একটা কম্বল, নিজ গুনে নিজ হাতে উল দিয়ে বুনে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে।আমি ও এক কথায় সম্মতি জানাই। তার নরম তুলতুলে উলে বোনা কম্বলের উমে আমি তখনই ডুবি। প্রিমা আমার কাছে তখন জানতে চাইলো, আমি আমার কম্বলে কোন কোন রং চাই? আমি বললাম, এই অধমের করা একটি চিত্র অংকন আছে।আমার আঁকা এই ছবিটার সাথে মিলঝিল করে একটা কম্বল তুই আমাকে বুনে দিস। আমি, তাকে বলি, আমার আঁকা ছবি, আর তোর হাতে বুননে কম্বল পাশাপাশি থাকবে আমার কাছে, আমার সাথে, আর আমরা দুজন যোজন যোজন দূরে থেকেও হাতে, হাত রেখে কাছাকাছি থাকবো, আষ্টে পিষ্টে বাকিটা জীবন এক সাথে।আমার কথা হৃদয় দিয়ে শুনে সে এক বাক্যে খুশী মনে রাজি হল তার বুননে রং মাখাতে।

সপ্তাহ দুই গেলে, প্রিমার মনের মাধুরী ঢেলে, আমার জন্যে তৈরী বাক্স বন্দী বুননখানি, এক সকালে আমার দরজায় আমার কাছে এসে হাজির।বাক্সটি খুলে আমি তব্দা খাই, আমার চোখদুটো এক্কেবারে ছানাবড়া, নিজের হাতে বোনা, এত নিখুঁত এত সুন্দর কাজ, আমি এর আগে কখনও দেখিনি,

যার রুপ, অপরুপ!!

এ যেনো রংবেরঙের উলের ঝুড়ির রুপকথা!!

কম্বল টা হাতে নিলে, আমি প্রিমার হাতের স্পর্শ অনুভব করি, প্রতিটি গাঁথুনীতে তার মায়ার গন্ধ ঠিকঠাক টের পাই।কিছু, কিছু মানুষ এক জীবনে বিশেষ হয়ে ওঠে, তুই আমার কাছে অতি বিশেষ হয়ে চিরকাল রয়ে যাবি রে প্রিমা...

এ বাড়িতে তোর বোনা কম্বলখানা সবচাইতে সুন্দর, সবচেয়ে মূল্যবান, এবং আমার ভীষন প্রিয় জিনিষ।

চোখ খুলে দেখ প্রিমা, আমার বাড়ীর এ বসার জায়গাটিকে, আজ যেনো গল্পের মত সুন্দর দেখাচ্ছে...

ঝলমলে রোদ্দুর, আর তোর দেয়া কম্বলে আমার ঘরের কোন টা আজ রঙে, রঙে, রঙিন সেজেছে....

আজ, মিষ্টি এই সাঁজ সাঁজ রোদ্দুর মাখা মিষ্টি বেলায় আমার ঘরে সুর বাজছে...

আজ রঙে রঙে রঙিন হবো
রঙের হাওয়ায় ভেসে যাবো রঙের দুনিয়ায়...
ভালোবাসায় দুটি প্রাণে, রং ছড়াবো স্বপ্ন গানে
রঙের ছোয়ায় হারিয়ে যাবো, শুধু দুজনায়...

দিনগুলো নরম মমের মত গলে গলে মিলিয়ে যায় রে প্রিমা, থেকে যায় কেবল মায়াটা...আমি জেগে থেকে স্বপ্ন দেখি, এক রৌদমাখা হিম হিম শীত সকালে, আমি তোর দেয়া কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছি, তত দিনে আমি তোর আদর আদর স্পর্শে বোনা, তোর নরম হাতের গন্ধ মাখা কম্বল খানি গায়ে জড়িয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমার জরাজীর্ণ বুড়ো দেহটা এই কম্বলের তোলায় তখন ঠিক ঠাক জায়গা করে নিয়েছে, তুই তখন আমার পাশে বসে তোর ছানি পড়া চোখে, আমার এ লেখাটি পড়বার চেষ্টা করছিস, ঝাপসা চোখে তুই সবটা পরতে না পারলেও ঠার করে ঠিকই পড়ে নিচ্ছিস, আমি শুয়ে থেকে, কান পেতে মুগ্ধ হয়ে শুনছি তোর পড়া।তোর পড়া শেষ হলে, ফোকলা দাঁতে আমরা দুই বুড়ীতে মিলে ঝিলে সেই স্কুল বেলার মত করে খিল, খিল করে হাসিতে কুটিপাটি....

আচ্ছা, বলতো প্রিমা, তোর আর আমার খিল খিল হাসিতে, আমাদের দুই বুড়ীর কুচকানো চামড়ার ভাজে আমাদের চার গালে পড়া টোলের কোন চিহ্ন কি থাকবে সেদিন? নাকি তারা ও সেদিন কুচকানো চামড়ার ভাঁজে ভাজে মলিন হবে....

আমি নিশ্চিত, আজ তুই আমার লেখাটি পড়ে অঝোরে কাঁদবি, তোর দুচোখ ছলছল করবে, কিন্তু মুখ জুড়ে থাকবে মিষ্টি হাসি, প্রাণ ভরা আনন্দ। আমি স্পষ্ট সেটি দেখতে পাচ্ছি, অনেক, দুর বহু দূর থেকে।

চল, আজ আমরা এক সাথে কাঁদি, এক সাথে হাসি, হাসি কান্নায় ভেসে একাকার হই দুজন দুজনায়........

অনেক ভালো থাকিস প্রিমা। আমি, আমাদের দুই বুড়ীতে মিলঝিলে খিলখিল হাসির অপেক্ষায় রইলাম...

গল্পের ডিম ভাতের দিনগুলি

অমিতাভ সরকার

এখন রোজ সকালে উঠছি
দুপুরে ঘুমালে রাতে ঘুম আসতে দেরি হয়
স্নান করে খেতে উঠতে আরও দেরি

কলম হাতে নিলেই পথ হারিয়ে ফেলি
নিজেকে চিনতে পারি না

কবিতা যদি ভেবে ভেবেই লিখতে হয় তাহলে সেটা
কবিতা হলো কী করে

মনের ভিতরের ইচ্ছেটাই আসল- যেটা চাওয়া -
সেটাই ঠিক
না হলে বাইরে তো সব মুখোশ

বহুদিন পর আজ আয়নায় মুখ দেখলাম
দাড়ি কাটলে মানুষ অন্য রকম।

অকুতোভয়

এম. আবু বকর সিদ্দিক

আমি কচুপাতায় জমে থাকা জলবিন্দু নই,
কিংবা দূর নীলিমায় ভেসে ওঠা রংধনুও নই।
আমি এই মাটিতে গেড়ে বসা কেওক্রাডং-যার প্রতিটি
ধূলিকণায় আছে আমার জীবনের সম্পর্ক।

এই জমিন আছে তো আমি আছি, সজীব কিংবা
নির্জীব হয়ে। এক অকুতোভয় সত্যের সৈনিক আমি,
পশুত্বের অন্ধকার মোচন করে মানবতার আলো জ্বালাতে
নিরলস প্রচেষ্টা আমার।

যদি ফুৎকারে আমাকে উড়িয়ে দিতে চাও, তবে
জেনে রেখো-আমি আগুনের সে শিখা, যা ছাই থেকে
জ্বলে ওঠে নতুন করে।
মৃত্যুর ভয়? নাহ, তাও আমাকে ভাবায় না।
কেননা, স্রষ্টাই এর নিয়ন্তা- আমার আনুগত্য এখানে
স্থির এবং জেনে রেখো, সত্যপথে পদচিহ্ন এঁকেই আমি;
খুঁজে পাই জীবনের সফলতা।

এই শরতে

সৌরভ দুর্জয়

এই শরতে সফেদ, কাশফুলগুলো রক্তিম লাল
হয়ে ফুটে আছে হায়; মুছে শান্তির সাদা পতাকা।
শ্রাবণের বুনো বন্যা, বুলেট পরাগায়ন ঘটিয়ে
দূর করে দিয়েছে সে; কপোত পলক শান্তি সুর।
কবর শ্মশানে শুয়ে ছাত্র শিশু অভিশাপ দিচ্ছে
শ্রাবণের বুলেটকে, ওদের করুণ আর্তনাদে
নরপিশাচ হারিয়ে যাক নরকের অন্ধকারে-
ফিরে আসুক আবার শরতের সফেদ কাশফুল।

তবু বেঁচে আছি

কুলসুম আক্তার সুমী

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবে গেছে সেই কতক্ষণ—
বিধুঁর আকাশের অলিন্দে একটিই জ্বলজ্বলে তারা,
আমি জেগে আছি তার সাথে এই নিকষ আঁধারে।
বাতায়ন পাশের ওক গাছের পাতায় হাওয়ার নাচন,
রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ আবারো
মনে করিয়ে দেয় 'তুমি নেই'

স্তব্ধতা ঘিরে ধরে ধীরে, আমারই মতো—
আরো গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যায় পৃথিবী,
তীরে এসে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মতো
দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায় অগণন স্মৃতি।
মনে পড়ে কত শত অর্ধ ভুলে যাওয়া গল্প—
আর তখনই পাঁজরের হাড় গুড়িয়ে দেয়
বলতে চেয়ে তোমার শেষ না বলা কথা!

নৈঃশব্দ্যের হাহাকারে গাঢ় হয় শীতল অন্ধকার—
রাত গভীরতর হয়, জ্বলজ্বলে তারাটিও নিভে যায়
হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে চলে বিরহ সিম্পনি,
অবসন্নতায় বন্ধ হয়ে আসে স্মৃতির ডায়েরি
নিঃশেষ হয়ে আসে বয়ে চলা অশ্রুধারা।
তবু বেঁচে থাকি, বেঁচে আছি; থাকতে হয়;
স্মৃতি খুঁড়ে কষ্ট বোনার জন্যে!

নারী যদি ইচ্ছে ঘুড়ি

সারওয়াৎ জাবন লুবনা

সে কি কারও ক্ষণিক মোহ, ক্ষণিক পুতুল খেলায়,
অকারণে হাতের কাঁকণ বাজবে দোদুল হেলায়!
মন বিহনে হাওয়াই মিঠাই, ঠুনকো সাধের আসর,
মিথ্যে সাথীর তকমা জুড়ে পলকা ক্ষণের বাসর!
জোলাপাতির নকল বধূ, প্রহর নকল সাজার,
শখের স্বপ্ন বেসাতিতে নিলাম হয়ে বাজার!

প্রহেলিকায় গোপন পুতুল, ক্ষণকালের আপন,
ইচ্ছে মতন ঘুড়ির নাটাই হাতের মুঠোয় যাপন!
অভিলাষে ধরবে যখন, ছোঁবে ধনুকের টানে মন
ছাড়বে ছুড়ে চতুর সুতোয় বেঁধে প্রকটনের চরণ।
অবকাশে মন রাঙালেও বিজ্ঞাপনে যে বারণ,
দিনান্তরে বাকির খাতায় কালক্ষেপের কারণ।

নারী যদি ইচ্ছে ঘুড়ি স্বল্পকালীন আহার,
সঙ্গী হয়েই সাজা কেনো পেখম মেলে বাহার!
সে যদি হয় মিথ্যে সোহাগ ঘোর কাটানো প্রহর,
চলবে সবাই দাপিয়ে কেন মত চাপানো বহর।
মেয়ে তুমি সাহস ধরো একলা দিও সামাল,
বিপদ যত বিনাশ করো সঙ্গে নিও দামাল।

একটি স্বপ্ন

ইসমত আরা সুপ্তি

শৈশবের দেখা স্বপ্নে ছিল, বাবা-মা আর আমি
ওদেরকে নিয়েই ছিল আমার স্বপ্নীল ভূবন।
কৈশরে দেখেছিলাম এক বালিকার মুখ
ক'দিন কেটেছিল ঘুমহীন রাত-আমার কবিত্বের
সেখানেই হাতেখড়ি।
তারুণ্যে উড়েছিলাম এক কিশোরীর সাথে-
নীলাকাশে সাদা মেঘে, তারা ভরা রাতে হঠাৎই
হয়েছিলো ছন্দপতন।

যৌবনের স্বপ্নে ছিল নববধূর মুখ-ঘুমের রাজ্য জুড়ে
যার বিচরণ। ভাবনায় জুড়ে থাকতো সে সর্বক্ষণ।
পিতৃত্বে স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া..ওরা বড় হবে;
অ-নে-ক বড়!
পৌড়ত্বে স্বপ্নেরা কিছুটা থিতু হল, তবুও দেখলাম,
নাতি-নাতনি ভরা গৃহখানি; ঠিক যেন চাঁদের হাট!

আজ বৃদ্ধাশ্রমে বসে স্বপ্ন কেবল; শুয়ে থাকি যেন
প্রিয় বাবা-মায়ের পাশে; স্বপ্নীল ভূবনে।

অপবিত্র মাটি

আনন্দ পাল

মাটির গায়ে দুঃখ ভীষণ নেইতো সোঁদা গন্ধ
মাটি নিয়ে ঘরে-বাইবে চলছে দখল দ্বন্দ্ব।
মাটির শরীর পবিত্র নেই,লেগেছে দাগ কালো
ঈর্ষা মেঘে ঢেকেছে চোখ;-দেয় না রবি আলো।
মাটি এখন ভাগ হয়েছে নানান জাতি ভেদে
মাটি এখন রক্তখেকো-স্বৈরাচারীর খেদে।
ধুলোর গায়ে নেই গেঁথে আর মায়ের কোমল আদর
ধুলোয় উড়ে বোমার বারুদ;-রক্তমাখা চাদর।

নোনা জলে ভিজে না তার-উদাস হওয়া শরীর
রক্তগঙ্গার রোষানলে আজ; ছিন্নভিন্ন তার নীড়।
মাটির বুকের ধুলোরাশি-আড়াল হিংসার ইটে
সন্তানের হাত মমতায় আর পড়ে না তার পিঠে।
মাটির বুকে দানবগোষ্ঠী গড়েছে একক-সাম্রাজ্য;
দানবরাই আজ আমজনতার ভাগ্য করছে ধার্য্য।

আতু

শাহানাজ মিজান

বাড়ি থেকে অফিস বেশ দূরে, প্রতিদিন গ্রামের কাচা রাস্তায় তিন মাইল পথ হেটে এসে তবেই গাড়ি ধরতে হয়। আর আতু ও প্রতিদিন একজন সচেতন অভিভাবকের মতো আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে তারপর বাড়িতে ফিরে যায়।

বারণ করলেও শোনেনা, ধমক দিলে অসহায় চোখে আমার দিকে এমন ভাবে তাকায়, মায়া লাগে, তখন আর কিছুই বলতে পারিনা। কিছুদিন আগেও, ও আমাকে এগিয়ে দিয়ে একা একা বাড়িতে ফেরার পথে ভিন গায়ের একদল হিংস্র কুকুরের আক্রমণের শিকার হয়। কুকুরের আঁচর আর কামড়ের যন্ত্রণায়, দশবারো দিন খুব অসুস্থ ছিলো।

অফিস থেকে ফেরার সময় হলে ও ঠিক সময়ে বড় গাছটার নিচে বসে অপেক্ষা করে। ওকে আদর করলে আমার পায়ের কাছে লেজ নাড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, মুখে উঁ উঁ শব্দ করে। আমি একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার সফিক, আতু আমার পোষা কুকুর।

বাড়ির কাছেই আমার একটা ওষুধের ডিস্পেনাসারি আছে, আজ রোগীদের মালিকদের খুব ভীড়। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার ছোট্ট মেয়ে রুশা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম, ও হেচকি তুলে বলল- বড় চাচী আতুর গায়ে গরম ভাতের ফ্যান ঢেলে দিয়েছে, আতু যন্ত্রণায় ভেউ ভেউ করে কাদছে।

আমি দৌড়ে চলে এলাম, গ্রামের বাড়িতে ছেড়ে রাখা পোষা প্রাণীকে সব সময় চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়না, ওরা ও থাকেনা। কোথায় কোথায় ঘুড়ে বেড়ায় আবার ফিরে আসে।

আমার স্ত্রী সুফিয়া আতুর গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালছে। ও আমাকে দেখেই কেমন অসহায় চোখে তাকালো। আমি আতুর গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিতে দিতে বড় ভাবীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আতু আজ যদি তুই বাঘ সিংহ হতিস, মানুষ তোকে দেখে ঘরের সিটকিনি আটতো, কুকুর হয়ে জন্মেছিস, বোবা প্রাণী, তোর সাথে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। কতোবার বলেছি সাবধানে থাকবি, আমার কোনো কথা তুই শুনিস না। আর যদি কখনো আমার কথার অবাধ্য হোস, তবে তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।'

আতু মুখে উঁ উঁ শব্দ করে আমার কোলো মাথা গুজে আরামে চোখ বন্ধ করে রইলো। বড় ভাবী মুখে ভেঙচি কেটে বলে গেল সে ইচ্ছে করে এটা করেনি।

পোড়া চামড়া উঠে গিয়ে দগদগে ঘা হয়ে গেল, শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে আতুর। ওর গা থেকে বিদঘুটে একটা গন্ধ ও বের হয়। রুশা ছোট বাচ্চা, আতুর গলা জড়িয়ে ধরে খেলে, ওর মুখে চুমু দেয়, পাছে ওর থেকে রুশার কোনো ইনফেকশন না হয়ে যায় - এই ভেবে সুফিয়া আমাকে বললো- আতুকে ফেলে দিয়ে আসতে।

আমি রক্তচক্ষু নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ যদি ও তোমার সন্তান হতো একথা বলতে পারতে?

অবশ্য সুফিয়া ও এতোটা নিষ্ঠুর নয়, আমি যে রুশার কথা ভাবছিনা, তাতো নয়। কিন্তু কি করবো, অফিসের পরে এসে যতটা পারি ওকে যত্ন করে সুস্থ করে তোলার আপ্রান চেষ্টা করি।

আমার আতু খুবই বুদ্ধিমান, গ্রামের ছেড়ে রাখা কুকুরদের সাথে মিশে ঠিকই, কিন্তু কখনো কারো রান্নাঘরে ঢোকেনা, ওর সামনে কোনো খাবার আলগা থাকলেও কখনো তাতে মুখ দেয়না, ওর নিজের খাবার দিলেও খেতে বললে তবেই খায়।

এই এখন ওর শরীর এতোটা খারাপ, রুশা ওর কাছে যেতে চাইলে ও দৌড়ে দূরে সরে যায়, দূর থেকেই খেলে। ও আদর ভালোবাসা খুব বোঝে, তবে এবার ওর সুস্থ হতে অনেক সময় লেগে গেল।

আজ ছুটির দিন, জুম্মার নামাজ পড়ে বাড়িতে ফিরে খেতে বসবো, আতুকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা। সুফিয়া- রুশা ওরা ও নাকি অনেকক্ষন ধরে ওকে খুজছে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে- একবার আতু বলে ডাকলে যেখানেই থাকুক না কেন, দৌড়ে এসে সামনে দাড়ায়, অথচ এতো ডাকছি ও সাড়া দিচ্ছেনা, তাহলে আজ কোথায় গেল!

এমন সময় বড় ভাবি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, তার চোখে পানি, বললো- আতু নাকি কলা বাগানে শুয়ে গোঙারাচ্ছে আর ওর মুখ দিয়ে লালা ঝড়ছে।

দৌড়ে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিতেই চোখ তুলে আমার দিকে তাকলো। ও খুব কাঁদছে, চোখে পানি, ও সামনের পা দুটো আমার সামনে ওঠাতে চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলাম ওর আর সময় নেই। প্রতিবেশিরা অনেকেই এখানে উপস্থিত, একটা ছেলে বললো, ঐ পাড়ার বিশ্বাসদের বাড়িতে নাকি কুকুরের উৎপাত বন্ধ করতে খাবারের সাথে বিষ দিয়ে খেতে দিয়েছে। আদর করে ডেকেছে, সবগুলো কুকুরই ঐ খাবার খেয়েছে, তার মধ্যে আমার আতুও ছিলো।

কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিলো, আমি আতুর পা দুটো ধরে ডুকরে কেদেঁ উঠলাম - বললাম, তুই আদর বুঝিস, ভালোবাসা বুঝিস, অথচ এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষের বেঈমানি বুঝলিনা আতু। আমি যার বান্দা, তুই তো তারই সৃষ্টি, তোর প্রতি নিষ্ঠুরতার বিচার তার কাছেই বলিস। তুই আমাকে কি বলতে চাইছিস- আমি তোর ভাষা বুঝতে পারছিনা, কিন্তু তুই তো আমার সব কথা বুঝতে পারিস , আমাকে ক্ষমা করে দিস আতু, আমি তোকে রক্ষা করতে পারলাম না...!

শেষ নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, ওর নিথর দেহটা আমার সামনে। ওর খোলা চোখ দুটো এখনো আমার দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করছে - যেন আমার কাছে ওর অনেক কথা বলার ছিলো।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE
2022
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
9 January 2025, Thursday, Issue 408

বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি ২০২৫, ২৫ পৌষ ১৪৩১, ৯ রজব ১৪৪৬

কমিউনিটি সেন্টার কেনার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সোসাইটির

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম মাসিক সভা রোববার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচলনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী), কার্যকরি সদস্য হারুন চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভা শুরু হয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এ সময় সোসাইটির সর্বাঙ্গিক মঙ্গল কামনায় ও প্রয়াত সব কর্মকর্তার রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সভায় শুরুতেই দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন আতাউর রহমান সেলিম। এরপর কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা সংগঠনের আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে নানা মতামত তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ সেন্টার/বাংলাদেশ ভবন কেনার বিষয়ে সকলে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। প্রকল্পটি কুইন্স এলাকায় বাস্তবায়নের বিষয়ে উপস্থিত সকলে মতামত দেন। এছাড়া, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ এই প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উপস্থিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

চালু হচ্ছে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট

ডেস্ক রিপোর্ট

ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুট বন্ধ করে চলতি বছরেরই শুরু হচ্ছে ঢাকা নিউইয়র্ক ফ্লাইট। ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটটি অলাভজনক বলে বিমান কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অনলাইনে আগামী এপ্রিলের পর আর কোনো টিকিটের বুকিং নেওয়া হচ্ছে না। বরং নতুন করে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু নিয়ে চলছে বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশনের তোড়জোড়। বহুল প্রতীক্ষিত এ ফ্লাইট চালু হলে যাত্রীদের অনেক দিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে। বিষয়টি নিয়ে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটির (এফএএ) সঙ্গে চলতি মাসেই বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশন ক্যাটাগরি টু হওয়ায় নিউইয়র্কে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারছে না। এর আগে বেশ কয়েকবার তদন্ত করতে এসেও ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তাবলয় সংক্রান্ত তথ্যগুলো সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তারা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

একান্ত সাক্ষাৎকারে আব্দুল্লাহ আল নোমান

তারেক রহমানের ৩১ দফা ছাত্র-জনতাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে

আবদুল্লাহ আল নোমান। বিএনপির রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজনীতির বয়স অর্ধশতাব্দীরও বেশি। একসময়ের বামপন্থি রাজনীতিক, আশির দশকে জিয়াউর রহমানের হাত ধরে যোগ দিয়ে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিতে। দলটির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। বিএনপি থেকেই সংসদ সদস্য হয়েছেন কয়েকবার, পালন করেছেন একাধিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব। এখন দলটির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান। একাত্তরের রণাঙ্গনের এই লড়াকু সৈনিক মুক্তিযুদ্ধ, দেশের সমসাময়িক বিষয় ও নিজের প্রত্যাশা নিয়ে একান্তে কথা বলেছেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে

আব্দুল্লাহ আল নোমান

আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল, একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠন করা। বাঙালি নিজের জীবন দিয়ে, নিজের রক্ত দিয়ে রক্তাক্ত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষ যেভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাস এটা বিরল। কিন্তু আমরা যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করেছি, মানুষ নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, স্বাধীনতা ৫৩ বছরেও তা পূর্ণ হয়নি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, স্বাধীনতা মানে শুধু একটি পতাকা নয়, একটি মানচিত্র নয়। স্বাধীনতা মানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। কিন্তু আমরা এখনও অর্থনৈতিক মুক্তি পাইনি।

কারণ, আওয়ামী লীগ জনগণের আশা আকাঙ্খার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে জনগণকে শোষন করেছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে যে বীভৎস রুপ ছিল,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

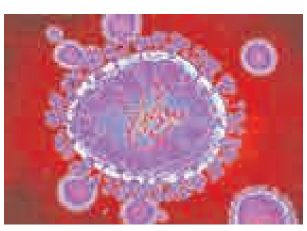

এইচএমপিভি সংক্রমণ নিয়ে সিডিসির সতর্কবার্তা, যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানব মেটাপনিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) সংক্রমণের বৃদ্ধি চীনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার পর, যুক্তরাষ্ট্রেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টিউলিপের বিরুদ্ধে ব্যারিস্টার আরমানের স্ত্রীকে হুমকির অভিযোগ

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস

২০১৭ সালে আরমানকে নিয়ে টিউলিপকে বৃটিশ সাংবাদিকের প্রশ্ন করায় আরমানের বাসায় অভিযান চালান বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এবার বৃটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে মীর আহমেদ বিন কাসেমের (ব্যারিস্টার আরমান নামে পরিচিত) স্ত্রীকে হুমকি দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বৃটিশ গণমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার আরমান জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে তাকে নিয়ে টিউলিপকে প্রশ্ন করেন বৃটিশ এক সাংবাদিক। এর জেরে আরমানের বাসায় অভিযান চালান বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। তারা তার স্ত্রীকে 'মুখ বন্ধ' রাখার হুমকি দিয়েছিলেন।

গণমাধ্যমটিকে ব্যারিস্টার আরমান বলেন, চ্যানেল-৪ নিউজের এক সাংবাদিক টিউলিপকে প্রশ্ন করার ফুটেজটি সম্প্রচারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আরমানের স্ত্রীকে 'মুখ বন্ধ' রাখার হুমকি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, গণমাধ্যমে যেন এ বিষয়ে কোনো আলাপ না ওঠে। টিউলিপকে এভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি করার বিষয়কে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় নতুন করে ফের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য উদঘাটন করেছে ফেডারেল প্রসিকিউটররা। সম্প্রতি আদালতে দাখিল করা এক নথিতে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা মামলাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, মেয়র অ্যাডামস ঘুষ গ্রহণ ও অবৈধ অর্থ সংগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত। তবে মামলার চলাকালে নতুন অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।

ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com